ফয়যানে সুন্নাত এর খন্ডের দুটি অংশ

১. কথাবার্তার আদব

২. অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার ফযীলত

- ৮০ ভাগ গুনাহ মুখের মাধ্যমে হয়ে থাকে
- হযরত লোকমান হাকিম সম্পর্কে তথ্যাবলী
- বলার পূর্বে যাচাই-বাছাই করার পদ্ধতি
- অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার ২৬টি ঘটনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

ফয়যানে সুন্নাত ৩য় খন্ডের দুইটি অংশ

১. কথাবার্তার আদব

২. অহেতুক

কথাবার্তা থেকে বাঁচার ফযীলত

সংকলনকারী:

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর

প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবের নাম : কথাবার্তার আদব

সংকলনকারী : শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশকাল : ১ম সংস্করণ- রবিউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরি, অক্টোবর ২০২২ ইংরেজি।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (দাওয়াতে ইসলামী)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল ফাতাহ শপিং সেন্টার, দ্বিতীয় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা।
মোবাইল: ০১৭৮৯০১৯৮।

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নাই।

www.dawateislami.net

সন্নাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَاللّٰه জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কথাবার্তার আদব	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৭
কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরে বলার ক্ষতি	১৭
নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলা সুন্নাত	১৮
আরবের মুশরিকরা উচ্চ স্বরে কথা বলাকে গর্বের মনে করতো!	১৮
গাধা কেন আওয়াজ করে?	১৯
উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়াও মাকরূহ	১৯
সাক্ষাতকারীর চেহারার দিকে থাকানো	২০
কথাবার্তা যাতে বুঝা যায় এভাবে বলা উচিৎ	২১
নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কথাবার্তা সহজ ভাষায় হতো	২১
প্রিয় নবীর কথাবার্তা	২২
কঠিন শব্দ ব্যবহারকারী মন্ত্রী	২২
সবচেয়ে অধিক জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো দুটি জিনিস	২৪
সে জান্নাতী, কে?	২৪
জান্নাতের যামিন	২৪
৮০% গুনাহ জিহ্বার দ্বারা হয়ে থাকে	২৫
জিহ্বার কাছে সকল অঙ্গের আবেদন	২৬
সম্মিলিত ইতিকাফ সংশোধনের মাধ্যমে পরিণত হলো	২৬
এপার ওপার দৃষ্টি গোচর হওয়া উঁচু উঁচু জান্নাতী স্থান সমূহ	২৮
উত্তম কথা বলা সদকা	২৯
সদকা মানে?	২৯
তাড়াতাড়ি নেকীর দাওয়াত দিন	২৯
নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটবর্তী হবে সৎ চরিত্রবানরা	৩০
সৎ চরিত্র কাকে বলে?	৩০
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক জিনিস	৩১
কান কাঁচের মতো ও অশ্লীল কথা পাথরের মতো	৩১
জিহ্বায় হাড় নেই কিন্তু হাড় ভেঙ্গে দেয়	৩২
কাউকে গাধা বা শুকর বলা!	৩২
মুসলমানকে মন্দ উপাধি দ্বারা ডাকা গুনাহ	৩২
ফিরিশতারা অভিশাপ দেয়	৩৪

www.dawateislami.net

বাচ্চাকেও সত্য বলুন	৩৪
হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের এর উত্তম আলোচনা	৩৫
সম্পদ ও জায়গা উভয়টা রেখে দাও (ঘটনা)	৩৬
পিতা মাতার অবাধ্যতা থেকে কিভাবে সংশোধন হলো?	৩৬
বাচ্চাকে মিথ্যা ধোঁকা দেওয়া	৩৮
বাচ্চাকে ফুসলানোর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করুন	৩৯
জিহ্বাকে সংযতকারির আমলও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়	৩৯
যে ঠাট্টার ছলে মিথ্যা বলে তার উপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট	৪০
জাহান্নামের গভীরে পতিত হয়	৪০
কৌতুক অভিনেতারা মনোযোগী হও!	৪০
কৌতুক অনুষ্ঠানের মাসআলা	৪১
পরকালের কাজ দ্রুত করা উচিৎ	৪২
ভালো বলাটা আল্লাহ পাকের দয়ায় আর.....	৪৩
ভাষার হিফাজত করো!	৪৩
অপর জনেরও জিহ্বা রয়েছে	৪৩
ঐ কথার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই	৪৩
সুন্দর ভাবে আহ্বান করো সাওয়াব অর্জন করো	৪৪
কারো ডাকে জবাবে লব্বায়িক বলা	৪৪
হাসি-ঠাট্টাকারীরা দৃষ্টির বাইরে থাকে	৪৫
পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার একটি কারণ	৪৬
হাসি-ঠাট্টার দ্বারা শত্রুতা সৃষ্টি হয়	৪৬
কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা	৪৬
দাম্বিকতার সংজ্ঞা	৪৭
৭০ বছরের আমল নষ্ট	৪৮
গুনাহ থেকেও বড় অপরাধ	৪৮
দাম্বিকতার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা	৪৯
দাম্ভিকতার পরিক্ষিত চিকিৎসা	৫০
দাম্বিকতার ৮টি কারণ ও চিকিৎসা	৫১
পথহারা যুবক সংশোধন হতে শুরু করলো	৫৩
অশ্লীলতার ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী	৫৫
অশ্লীল ভাষা ভয়ানক রোগ	৫৫
কুকুরের আকৃতি ধারণকারী	৫৬
অশ্লীল কথার সংজ্ঞা	৫৬

www.dawateislami.net

উত্তম কথা বলার ৮টি মাদানী ফুল	৫৮
দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারী ১৫টি বাণী	৫৯
উপদেশ পূর্ণ ৫০টি মনোমুগ্ধকর কথা	৬১
জিহ্বার ১৯টি মাদানী ফুল	৬৭
১১টি কথোপকথন	৬৯
গুনাহের অভ্যাস থেকে তাওবা করার সৌভাগ্য হলো	৭০
নেকীর দাওয়াত (সংক্ষিপ্ত)	৭৩
অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার ফযীলত	
অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়া কাজে এসে গেলো	৭৪
অহেতুক কথাবার্তা আল্লাহ পাকের অপছন্দ	৭৬
আয়াতে মোবারাকার তাফসীর	৭৭
অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার উৎসাহ প্রদান	৭৭
মুক্তি কি?	৭৮
জিহ্বা হিফাযত করার প্রয়োজনীয়তা ও তার উপকারীতা এবং ক্ষতি	৭৮
খেজুরের প্লেট (ঘটনা)	৭৯
লোকজন যেন তোমার দাঁত ফেলে না দেয়	৭৯
একটি অনর্থক প্রশ্নের অন্য রকম শাস্তি	৮০
জাহান্নামের শাস্তি কেউ সহ্য করতে পারবে না	৮০
ভারী আমল	৮১
মানুষের সৌন্দর্য কি?	৮১
নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপদেশ	৮২
প্রিয় নবীর দোয়া	৮২
আল্লাহ পাকের দয়ার দৃষ্টি ফিরে যাওয়ার আলামত	৮৩
তার গুনাহ সবচেয়ে বেশি যে অনর্থক কথা বলে	৮৩
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আবু আউফার উত্তম আলোচনা	৮৩
যাকাত প্রদানকারীর জন্য দোয়া	৮৪
প্রিয় নবীর সাহাবীর সাথে ইমাম আবু হানিফার সাক্ষাত	৮৪
অনর্থক কথা কাকে বলে?	৮৫
নীরবতা পরকালের চিন্তা শূন্য হলে তা উদাসীনতা	৮৬
উদাসীনতা কাকে বলে?	৮৬
আমার তোমাদের উপর উদাসীনতার ভয় হয়	৮৭
বরং নামায কাযা হওয়ার কারণে কান্না করেছিল	৮৭
কান্না করতেই জাহান্নামে প্রবেশ	৮৮

www.dawateislami.net

স্বপ্নে বুযুর্গ সুসংবাদ দিলেন	৯০
বলার ও চুপ থাকার দুটি প্রকার	৯২
যারা জিহ্বার হিফাযত করে না তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে	৯৪
শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার	৯৫
সিদ্দিকে আকবর মুখে পাথর রাখতেন	৯৫
৪০ বছর পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকার অনুশীলন (ঘটনা)	৯৫
কথাবার্তা লিখে সেটার যাচাইকারী তাবেয়ী বুযুর্গ	৯৬
কথাবার্তা যাচাই করার পদ্ধতি	৯৬
আমলের যাচাই	৯৮
আল্লাহ পাকের কাছে জিহ্বার দ্রুততার অভিযোগ	৯৮
আমাকে মুখ থেকে বের করো না	৯৯
জিহ্বাকে বন্দীতেই রাখা উচিত	৯৯
জিহ্বার হিফাযতের দ্বারা ইবাদতের উপর অটলতা লাভ করা যায়	৯৯
অশ্লীল কথায় নিজেকে শাস্তি (ঘটনা)	১০০
প্রচন্ড গরমে রোযা সহনীয় কিন্তু....	১০১
জিহ্বা হিফাযত করা অধিক হকদার	১০১
রিযিকে সংকীর্ণতার একটি কারণ	১০২
আল্লাহ পাক সব কথা শুনেন	১০২
যদি অনর্থক কথা বলার ক্ষেত্রে পয়সা দিতে হতো তখন?	১০৩
ফেরেশতারা প্রতিটি কথা লিখে	১০৩
অনর্থক কথাবার্তা সম্পর্কে একটি ঘটনা	১০৪
সাতটি মাদানী ফুলের ফারুকী পুষ্পধারা	১০৫
অনর্থক কথাবার্তার হিসাব অনেক দীর্ঘ হবে	১০৬
বলবে না বিপদে পড়বে না	১০৬
বক্তার জ্ঞানের অনুমান হয়ে যায়	১০৬
মন্দ কথা বলা ব্যক্তির প্রতি উপদেশ	১০৭
দা'ওয়াতে ইসলামী নামাযী বানিয়ে দিল	১০৮
জিহ্বা মূলত আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত সিংহ	১০৯
ছিঁড়ে আহারকারী পশু	১০৯
সম্পদের হিফাযত সহজ কিন্তু জিহ্বার....?	১১০
আশিকদের ৬টি আলামত	১১১
মূর্খতার ৬টি আলামত	১১১
অহেতুক কথাবার্তার ৪টি ভয়াবহ ক্ষতি	১১২

www.dawateislami.net

চুপ থাকা শিখো	১১৪
ইবাদতের সূচনা নীরবতা থেকে	১১৪
নীরবতা ইবাদতের চাবি	১১৫
পাঁচটি সর্বোত্তম উপদেশ	১১৫
চুপ থাকার ফযীলত সম্পর্কে প্রিয় নবীর চারটি বাণী	১১৬
৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম	১১৭
ভালো কথা বলো অথবা চুপ থাকো	১১৮
প্রিয় নবী দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন	১১৮
আফসোস! তিলাওয়াত শুনে অনেক লোক উঠে গেলো	১১৯
তিলাওয়াত শুনার আগ্রহ	১১৯
এক আয়াত শুনার ফযীলত	১২০
তিলাওয়াতে ২০ বছর কষ্ট করেছেন	১২০
জান্নাত প্রয়োজন হলে ভালো ব্যতীত মুখ দিয়ে কিছু বের করো না	১২১
গুনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করে নিলো	১২১
নীরবতা ঈমান নিরাপত্তার মাধ্যম	১২৩
জান্নাতী হওয়ার রহস্য (ঘটনা)	১২৪
নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী	১২৫
সকল সাহাবী জান্নাতী	১২৬
অতিরিক্ত খাওয়াও অধিক বলার একটি কারণ	১২৭
ক্ষুধাহীন আহারকারী বাচাল হয়ে থাকে	১২৮
তরবারীর আঘাত সেরে যায় কিন্তু জিহ্বার আঘাত সারে না	১২৮
জিহ্বাকে বন্দী করে রাখো	১২৯
যে কথা দুই ঠোঁটের মধ্যে স্থান পায় না তা কোথাও স্থান পাবে না	১২৯
ঘরের কথা বাইরে প্রকাশকারী স্বল্প মর্যাদার হয়ে থাকে	১৩০
অনেক সময় তো এমন কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় যে...	১৩০
সে অহেতুক কথা কম বলবে	১৩১
জিহ্বার পদস্খলন পায়ের পদস্খলনের চেয়ে ভয়াবহ	১৩১
জানিনা কোন মুহূর্তটি গ্রহণযোগ্যতার (কবুলিয়্যতের)	১৩২
অহেতুক কথা বলা ব্যক্তির পরকালে পাঁচ জায়গায় পেরেশানী	১৩২
নীরবতার মধ্যে সাত হাজার উপকারীতা রয়েছে	১৩৩
যৌবন পাগলামী, এর ক্ষতি থেকে বাঁচো	১৩৪
না বলাতে নয় গুন	১৩৪
স্বর্ণ রুপার মতো জিহ্বাকে হিফাযত করো	১৩৫

www.dawateislami.net

নীরবতা "স্বর্ণ"	১৩৫
হিকমতের অধিকারী কে?	১৩৫
কথা কম কাজ বেশি	১৩৬
চল্লিশ বছর রাতে অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত ছিলেন	১৩৬
অকৃতজ্ঞতার একটি বাক্যও জাহান্নামে পৌঁছাতে পারে	১৩৭
মন্দ সংস্পর্শই নষ্ট করে দিয়েছিল	১৩৮
অহেতুক কথাবার্তা থেকে পবিত্র থাকার সর্বোওম ব্যবস্থা	১৪১
দুনিয়াবী কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে তখন কিছু আল্লাহ পাকের যিকির করে নেয়া উচিত	১৪২
যখন রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়	১৪২
সৎ চরিত্র ও দ্বীনের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত	১৪৩
বক্তা বারংবার অনুতপ্ত হয়	১৪৩
বলে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে না বলে অনুতপ্ত হওয়া ভালো	১৪৪
অধিক আলাপকারীকে লজ্জিত হতে হয়	১৪৪
যে মেপে কথা বলে সে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে যায়	১৪৫
ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে গেলো	১৪৫
কোন রোগ আরোগ্যহীন নয়	১৪৭
ক্যান্সারের রূহানী চিকিৎসা	১৪৭
বোকা যতক্ষণ পর্যন্ত চুপ থাকে তাকে চিনা যায় না	১৪৮
অর্ধরাত পর্যন্ত যদি সূর্য অস্তমিত না হয়? (ঘটনা)	১৪৮
হায়! আমি যদি বোবা হতাম	১৪৯
হায়! সে যদি বোবা হতো!	১৪৯
ঘর কিভাবে শান্তির নীড়ে পরিণত হবে!	১৫০
সোস্যাল মিডিয়ার একটি বিবেচনাযোগ্য পোষ্ট	১৫০
বউ শাশুড়ির ঝগড়া নিঃশেষ করার ব্যবস্থাপত্র	১৫১
চুপ থাকার বরকতে প্রিয় নবীর দীদার লাভ	১৫২
মুখের বিপদ অনেক বেশি	১৫৩
ওমর বিন আব্দুল আযীয অঝোরে কান্না করলেন	১৫৪
ঘটনার ব্যাখ্যা	১৫৪
প্রভাবিত করার জন্য কথাবার্তার বিভিন্ন ধরণ অবলম্বন করা	১৫৬
কথাও অধিক ভুলও অধিক	১৫৭
যেমন সফর তেমন সফরের পাথেয় হওয়া উচিত	১৫৭
ঘরে সুন্নাতে ভরা পরিবেশ তৈরি করার জন্য নীরবতার ভূমিকা	১৫৯

www.dawateislami.net

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের বিপদ	১৬০
সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحۡمَۃُاللہِ عَلَیۡہِ'র হিকমত	১৬২
চুপ থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ	১৬২
অহেতুক কথাবার্তা কাকে বলে?	১৬৩
হযরত লোকমান হাকীমের ব্যাপারে তথ্য	১৬৪
লোকমান হাকীম কে ছিলেন?	১৬৪
হযরত লোকমান জান্নাতের সর্দারদের মধ্যে একজন	১৬৫
হিকমতের ৪টি সংজ্ঞা	১৬৫
হযরত লোকমান চিকিৎসা (ঔষধ) প্রদানেরও হাকীম ছিলেন	১৬৬
টয়লেটে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার বিভিন্ন ক্ষতি	১৬৬
জিহ্বা ও হৃদপিন্ড বিকৃত হয়ে গেলে তো!....	১৬৬
অহেতুক প্রশ্নের উদাহরণ	১৬৭
অহেতুক কথাবার্তায় মিথ্যা বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচানো কঠিন	১৬৯
এলাকায় দ্বীনি পরিবেশ তৈরিতে নীরবতার ভূমিকা	১৭০
দ্বীনি কাজের জন্য মাদানী হাতিয়ার	১৭১
বোকা চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বলতে থাকে	১৭২
জিহ্বাকে সংযত করো সকল কাজ সঠিক হয়ে যাবে	১৭২
প্রথমে মাপো তারপর বলো	১৭২
বলার পূর্বে মাপার পদ্ধতি	১৭৩
চুপ থাকার পদ্ধতি	১৭৫
অহেতুক ইশারারও হিসাব হবে	১৭৫
প্রথমে "পরিমাপ করো" তারপর "বলো"এর উপকারীতা	১৭৭
সন্ত্রাসীদের অনর্থক আলোচনা	১৭৮
অধিক আলাপচারী ব্যক্তির অন্তর কঠোর হয়ে যায়	১৭৯
হযরত ইমাম মালেক অধিক আলাপচারী ব্যক্তিকে বুঝাতেন	১৭৯
গুন্ডা (মাস্তান) ভালো হয়ে গেলো	১৮০
গুনাহের রোগের ৭টি চিকিৎসা	১৮২
যে নেকী করতে কষ্ট হয় তার সাওয়াবও বেশি হয়	১৮৩
অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন	১৮৪
জান্নাতে আফসোস হবে না	১৮৫
কলমের নিব	১৮৬
জান্নাতে বৃক্ষ লাগান	১৮৬
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৮৭

www.dawateislami.net

কথাবার্তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা	১৮৮
سُبْحٰنَ اللّٰه! বলার, বলানোর নিয়্যত	১৮৮
৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম	১৯০
অমূল্য সময়ের গুরুত্ব	১৯০
লজ্জিত হওয়ার অনেক বড় কারণ	১৯১
সময় তরবারীর মত	১৯১
অন্তিম শয্যায় তিলাওয়াত	১৯১
যখন ফয়যানে সুন্নাত ঘরে প্রবেশ করলো	১৯২
অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার ২৫টি ঘটনা	১৯৪
(১) এমন কথা বলো না যে, পরবর্তীতে ক্ষমা চাইতে হয়	১৯৪
হাদীসে পাকের দুই অংশের ব্যাখ্যা	১৯৫
(২) আব্বুজান! আপনি বলছেন না কেন?	১৯৫
(৩) আল্লাহ পাকের ভয় লাভের পদ্ধতি	১৯৭
(৪) সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে জিহ্বাকে উপদেশ দিয়েছেন	১৯৮
(৫) তোমার উপর আফসোস	১৯৮
(৬) বলার চেয়ে চুপ থাকাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়	১৯৯
(৭) পানি ও বাতাসে বিচরণকারী ৩ বুযুর্গ	২০০
জান্নাতে বৃক্ষ, মহামারী থেকে হিফাযত	২০১
মুখের মধ্যে যেন কোন জিনিস রেখে দেয়া হয়েছে	২০২
হায়! লোহার দরজার প্রতিবন্ধকতা হতো	২০২
(৯) জিহ্বার উপর রাজত্ব	২০৩
আল্লাহ পাক সফলতা দানকারী	২০৩
(১০) চারজন আলিমের চারটি বাণী	২০৪
(১১) চারজন বাদশার চারটি কথা	২০৫
(১২) ৪০ বছর পর্যন্ত হাসেননি	২০৬
আল্লাহ পাককে ভয় করার ফযীলত	২০৬
হাদীসে মোবারাকা, আল্লাহ পাকের ভয় রিযিক ও হায়াত বৃদ্ধির কারণ	২০৭
আল্লাহ পাকের ভয় দ্বারা উদ্দেশ্য কি?	২০৭
(১৩) নীরবতা অবলম্বনকারী ও আলাপচারী!	২০৮
(১৪) ক্ষতি গোপন করার জন্য চুপ থাকার প্রতি দৃঢ়তা	২০৯
অপর মুসলমানের ক্ষতিতে খুশি প্রকাশ করা	২০৯
(১৫) নীরবতা জ্ঞানী ব্যক্তির স্বভাব!	২১০
ভুল মাসআলা বলা	২১০

www.dawateislami.net

উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে যারা ভয় করে তাদের তিনটি উদাহরণ	২১১
(১৬) অপরের কথা না কাটার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা	২১২
অহেতুক মধ্যখানে আলাপচারী বুদ্ধিহীন হয়ে থাকে	২১৩
(১৭) জ্ঞানীদের জন্য চুপ থাকা জরুরী	২১৩
হোয়াটস অ্যাপের বার্তা অপরকে পাঠানো	২১৪
কারো কথা কাউকে না বলার ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দুটি বাণী	২১৪
(১৮) নিরাপত্তা চাইলে চুপ থাকা জরুরী	২১৫
অনেক বড় ধোঁকা	২১৬
(১৯) হিকমত (প্রজ্ঞা) কিভাবে আসে?	২১৬
(২০) উওর দেন না কেন?	২১৭
এটাই হলো বলার পূর্বে পরিমাপ করা	২১৭
(২১) জ্ঞানীদের বোবা থাকাটা, আজেবাজে কথা বলা থেকে উত্তম	২১৮
মানুষদের নিজের অনিষ্টতা থেকে বাঁচাও	২১৯
অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর ফযীলত	২২০
জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার তিনটি আমল	২২১
(২২) প্রত্যেক অহেতুক কথার পরিবর্তে এক দিরহাম দান	২২১
২০ বছর পর্যন্ত নিয়মিত প্রচেষ্টা	২২২
চেষ্টা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত	২২২
আল্লাহ পাকের পথে চেষ্টা কারীদের জন্য সুসংবাদ	২২৩
কম মেধাসম্পন্ন ছাত্র অনেক বড় ইমাম হয়ে গেল (ঘটনা)	২২৪
বাদশাহ ও পিঁপড়া (ঘটনা)	২২৪
বিড়াল বিস্ময়করকাজ করে দিল!	২২৫
(২৩) তুমি তোমার চুপ থাকার উপর গর্ব করো	২২৬
চুপ থাকার মধ্যে পূর্ণতা	২২৭
(২৪) পাখি বলে ফেঁসে গেলো	২২৭
(২৫) "অনেক আফসোস হয়েছে" বলা	২২৮
"সীমাহীন জ্বর" বলা কেমন?	২২৯
তথ্যসূত্র	২৩১

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই কিতাব পাঠ করার ১২টি নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবির লিত তাবারানী, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল: (১) কাজের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।
(২) ভাল নিয়্যত যতো বেশি, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) প্রত্যেকবার হামদ (২) সালাত (৩) তা'উয ও (৪) তাসমিয়া দ্বারা শুরু করবো (এই পৃষ্ঠার উপরে প্রদত্ত আরবী লাইনটি পড়ার মাধ্যমে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) কোরআনী আয়াত ও (৬) হাদীসে মুবারাকার যিয়ারত করবো (৭) যেখানে যেখানে **"আল্লাহ পাক"** এর পবিত্র নাম আসবে সেখানে **"পাক"** বা **"করীম"** আর (৮) যেখানে যেখানে **"নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" এর মোবারক নাম আসবে সেখানে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করবো (৯) যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে তবে ওলামাদের জিজ্ঞাসা করবো (১০) অপরকে এই কিতাব পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করবো (১১) ভালো নিয়্যত সহকারে কিতাব অধ্যয়ন করে যে সাওয়াব অর্জিত হবে, তা সকল উম্মতের জন্য ইসাল করবো (১২) এই কিতাবে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী এই কিতাব থেকে দরস দিবো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কথাবার্তার আদব

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ "কথাবার্তার আদব" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে সুন্নাত অনুযায়ী কথাবার্তা বলার সামর্থ্য দান করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সে হবে যে আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ প্রেরণ করে।

(তিরমিযী ২/ ২৭, হাদীস:৪৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে মানুষকে প্রয়োজনে কথাবার্তা বলতে হয়ে কিন্তু এটা মনে রাখবেন! অপ্রয়োজনে জায়েয কথাবার্তা বলা থেকেও চুপ থাকা উত্তম।

কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরে বলার ক্ষতি

আল্লাহ পাক ২১ পারা সূরা লোকমানের ১৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿۱۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপন কণ্ঠস্বর কিছুটা নিচু করো। নিশ্চয় সমস্ত স্বরের মধ্যে অপ্রীতিকর স্বর হচ্ছে গর্দভের।

নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলা সুন্নাত

হযরত আল্লামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে লিখেন: চিৎকার করা ও স্বর উঁচু করা মাকরূহ এবং অপছন্দনীয়, আর এতে কোন ফযীলত নেই, গাধার স্বর উঁচু হওয়া সত্ত্বেও মাকরূহ (অর্থাৎ অপছন্দনীয়) আর ঘৃণা সৃষ্টি করে থাকে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলতে পছন্দ করতেন এবং কর্কশ স্বরে বলতে অপছন্দ করতেন।

আরবের মুশরিকরা উচ্চ স্বরে কথা বলাকে গর্বের মনে করতো!

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যখন লোকজন পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলে তখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ও ঘৃণিত স্বর হলো তার, যে গাধার ন্যায় উচ্চ স্বরে কথাবার্তা বলে। আরবের মুশরিকরা উচ্চ স্বরে কথা বলাকে গর্বের মনে করতো, এই আয়াত দ্বারা তাদের গর্বের পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করা হলো। (রূহুল বয়ান ৭/৮৭ পৃষ্ঠা)সারাংশ)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

গাধা কেন আওয়াজ করে?

গাধার আওয়াজের আলোচনা করা হচ্ছে, তবে এ ব্যাপারে একটি তথ্যবহুল বর্ণনা উপস্থাপন করছি: যেমনিভাবে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা মোরগের আযান (আওয়াজ) শুনবে তখন আল্লাহ পাকের নিকট নেয়ামতের প্রার্থনা করো কেননা সে ফিরেশতাদের দেখে থাকে। আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো কেননা সে শয়তানকে দেখে থাকে। (বুখারী ২/৪০৫, হাদীস: ৩৩০৩) যেমন এভাবে বলো: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

(তায়ছির শরহে জামে সগীর ১/১০৭)

উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়াও মাকরূহ

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ উপরে বর্ণিত আয়াতে মোবারাকা সম্পর্কে আরো লিখেন: এর দ্বারা হাঁচির মাসআলাও প্রকাশিত হয়ে গেল যে, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়া মাকরূহ অর্থাৎ অপছন্দনীয়, এই জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যথাসম্ভব নিম্ন স্বরে হাঁচি দেয়ার চেষ্টা করা। (রূহুল বয়ান, ৭/৮৮ পৃষ্ঠা,সংগৃহিত) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উচ্চ স্বরে দেয়া হাঁচি শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। (আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি ১১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৫) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়াকে অপছন্দ করতেন। (শুয়াবুল ঈমান ৭/৩২, হাদীস: ৯৩৫৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাপারে বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটাই, মসজিদে উচ্চ স্বরে হাঁচি দেয়া অধিক অপছন্দনীয় আর মসজিদ ছাড়া কম অপছন্দনীয়। (ফয়যুল ক্বাদীর ৫/৩১১ পৃষ্ঠা, ৭১৫৬ নং হাদীসের পাদটীকা)

সাক্ষাতকারীর চেহারার দিকে থাকানো

পারা ২১ সূরা লোকমান এর ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** অন্য কারো সাথে কথা বলার সময় আপন মুখমণ্ডল বক্র করো না। হযরত আল্লামা সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারাকার তাফসীরে লিখেন, যখন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে তখন(যার সাথে কথা বলছে) তাকে নগন্য মনে করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যেমন অহঙ্কারীদের পদ্ধতি অবলম্বন না করা, ধনী গরিব সবার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা।

(খাযাইনুল ইরফান ৭৬১ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে রূহুল বয়ানে লিখেন: সালাম, কথাবার্তা এবং সাক্ষাতের সময় নম্রতার সাথে নিজের সম্পূর্ণ চেহারা লোকদের সামনে রাখবেন, তাদের থেকে না চেহারা ফিরাবে আর না চেহারার কিছু অংশও তাদের থেকে লুকিয়ে রাখবে। অহঙ্কারীদের অভ্যাস হলো তারা লোকদেরকে এমনি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং ফকির ও

www.dawateislami.net

মিসকীনদেরকে রাগান্বিত চোখে দেখে অথচ তোমাদের নিকট ধনী ও গরিব উভয়ে সদাচরনের ক্ষেত্রে সমান। (রূহুল বয়ান ৭/৮৪ পৃষ্ঠা)

কথাবার্তা যাতে বুঝা যায় এভাবে বলা উচিৎ

বাজারে যেভাবে চিৎকার করে কথাবার্তা বলে এভাবে বলা থেকে বেঁচে থাকা উচিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই এভাবে কথাবার্তা বলতেন না, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথাবার্তা বলার সময় স্বর মোবারক না খুব উঁচু হতো, না এতো ছোট হতো যে, সামনে অবস্থানকারীদের শুনতে অসুবিধা হয়।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কথাবার্তা সহজ ভাষায় হতো

উম্মুল মুমিনীন হযরত বিবি আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পরিষ্কার সাবলীল ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, প্রত্যেক শ্রবণকারীরা তা বুঝতে পারতো। (আবু দাউদ, ৪/৩৪৩, হাদীস: ৪৮৩৯)

হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথাবার্তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কোন কথাবার্তা বলতেন তখন সেটা তিনবার পনরাবৃত্তি করতেন যাতে তা বুঝে নিতে পারে ।

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা: মিরআত শরীফে রয়েছে, অর্থাৎ মাসআলা সমূহ বর্ণনা করার সময় এক একটি মাসআলা তিন তিনবার করে ইরশাদ করতেন যাতে লোকজনের অন্তরে গেঁতে যায়, এখানে প্রতিটি কথা (তিনবার পুনরাবৃত্তি) উদ্দেশ্য নয়। (মিরআত ১/১৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবীর কথাবার্তা

সীরাতুল জিনান ৭ম খন্ড ৫০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সিরাতের কিতাব সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুব দ্রুত গতির সাথে তাড়াতাড়ি কথাবার্তা বলতেন না বরং ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলতেন। আর তাঁর কথাবার্তা এতোই পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছিল শ্রবণ কারীরা তা শুনে স্মরণে রাখতে পারতো। আর যদি কোন গুরুত্ব পূর্ণ কথা হতো তাহলে ঐ বাক্যকে কখনো কখনো তিন তিনবার করে ইরশাদ করতেন যাতে শ্রবণকারীরা এটিকে ভালো ভাবে আয়ত্বে রাখতে পারে। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা বলতেন না বরং অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জামেউ কালিমাত (অসংখ্য বাক্যের নির্যাস) এর মুজিযা দান করা হয়েছে, দীর্ঘ আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণনা করতেন।

কঠিন শব্দ ব্যবহারকারী মন্ত্রী

বলার ক্ষেত্রে শব্দাবলী সাবলীল ও পরিষ্কার হওয়া চাই, কঠিন শব্দাবলী ব্যবহার করার দ্বারা হতে পারে অপরের উপর

www.dawateislami.net

আপনার "ভাষা বিজ্ঞানের" পরিচয় ফুটে উঠবে বটে কিন্তু আপনি কি বলতে চাচ্ছেন তা তার বুঝে আসবেনা। আমার এই কথাটিকে এই কাল্পনিক ঘটনা থেকে বুঝার চেষ্টা করুন: একবার কৃষি ও সেচ মন্ত্রী (Minister for irrigation) দেখার জন্য একটি পাশ্ববর্তী গ্রাম (Visit) পরিদর্শনে গিয়েছিল, কৃষকদের একটি প্রতিনিধি দল (Delegation) তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসলো, ঐ লোকেরা মন্ত্রীর অনুমতি নেয়ার জন্য একজন কৃষককে ভেতরে পাঠালো, মন্ত্রী সাহেব মাথা তুলে দেখলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, তব কৃষি ক্ষেতে অত্র সালে বৃষ্টি বর্ষন কি হয়েছে? অশিক্ষিত কৃষক (Farmer) যখন এই বাক্য শুনলো তখন তাড়াতাড়ি বাইরে বের হয়ে এলো আর সঙ্গীদের বলতে লাগলো, "মন্ত্রী সাহেব তিলাওয়াত করছেন"

হে আশিকানে রাসূল! মন্ত্রী সাহেব যদি কঠিন বাক্য না বলতেন তাহলে কৃষক পেরেশান হতো না, অথচ সেটা তিলাওয়াতে ছিলো না, কথাকে সামান্য সাজিয়ে উপস্থাপন করেছিলো, মন্ত্রীর বাক্যের অর্থ হলো: তোমাদের ক্ষেতে কি এ বছর বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে নাকি হয় নাই? সুতরাং যখনই কারো সাথে কথাবার্তা বলবে, বক্তব্য ও বয়ান করবে বা রচনা ও বই ইত্যাদি লিখবেন তখন শ্রবণকারী ও অধ্যয়নকারীদের যাতে বুঝে আসে এমন শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন।

www.dawateislami.net

সবচেয়ে অধিক জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো দুটি জিনিস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বাকে সংযত রাখা খুবই জরুরী, অসংখ্য লোক এমনই হবে যারা শুধু জিহ্বার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন আমলটি অধিকাংশ মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ ভিরুতা এবং সৎ চরিত্র। আর জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন জিনিস অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? ইরশাদ করলেন: দুটি জিনিস: জিহ্বা ও লজ্জাস্থান। **(ইবনে মাজাহ ৪/৪৮৯, হাদীস: ৪২৪৬)**

সে জান্নাতী, কে?

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; প্রিয় নবী হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক যে ব্যক্তিকে দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী এবং দু পায়ের মধ্যবর্তী (জিহ্বা ও লজ্জাস্থান) অঙ্গের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(তিরমিযী ৪/১৮৪, হাদীস: ২৪১৭)

জান্নাতের যামিন

যে নিজের জিহ্বা ও লজ্জা স্থানের হিফাযত করবে অর্থাৎ এগুলোকে শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে ব্যবহার করবে না সে জান্নাতী।

www.dawateislami.net

যেমনিভাবে প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমাকে নিজের দু চোয়ালের মধ্যবর্তী ও দু পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের (অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জা স্থানের) জামিন (GRARANTEE) দিবে আমি তাকে জান্নাতের জামিন (গ্যারান্টি) দিচ্ছি। (বুখারী, ৪/২৪০, হাদীস: ৬৪৭৪) অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জা স্থানকে শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখাতেই জান্নাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৮০% গুনাহ জিহ্বার দ্বারা হয়ে থাকে

দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ জিহ্বা এবং কণ্ঠ ইত্যাদি আর দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ লজ্জা স্থান, অর্থাৎ নিজের জিহ্বাকে মিথ্যা গীবত নাজায়িয কথাবার্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখা, নিজের মুখকে হারাম খাবার আহার করা থেকে নিরাপদ রাখা, নিজের লজ্জা স্থানকে ব্যভিচারের নিকবর্তী হওয়া থেকে বিরত রাখা, একথা সুস্পষ্ট যে, এমন মুসলমান পরহেযগার হবে, **মনে রাখবেন**! কমপক্ষে ৮০% গুনাহ জিহ্বার দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে, যে নিজের জিহ্বার হিফাযত করে তবে সে চুরি ডাকাতি ও হত্যাও করে না, মানুষ যখনই অপরাধ করে তখন সে মিথ্যা বলার জন্য তৈরি হয়ে যায়, যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে আমি অস্বীকার করবো। মিথ্যা সকল গুনাহের মূল, **মনে রাখবেন!** নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই যামিন (গ্যারান্টি) মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আগত

www.dawateislami.net

মুসলমানদেও জন্য আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাকেরই প্রতিশ্রুতি। (মিরআত ৬/৪৪৭ পৃষ্ঠা)

জিহ্বার কাছে সকল অঙ্গের আবেদন

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মানুষের সকাল হয় তখন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ(অর্থাত শরীরের অংশ) নত শিরে জিহ্বাকে বলে: আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করো,কেননা আমরা তোমার সাথে সম্পৃক্ত, যদি তুমি ঠিক থাকো তাহলে আমরাও ঠিক থাকবো আর যদি তুমি বিপদগামী হয়ে যাও তাহলে আমরাও বিপদগামী হয়ে যাবো।

(তিরমিযী ৪/১৮৩, হাদীস: ২৪১৫)

সম্মিলিত ইতিকাফ সংশোধনের মাধ্যমে পরিণত হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করি তাহলে তার যা কিছু উপকারীতা হবে তা শরীরের সকল অঙ্গ (PARTS) লাভ করবে। আর যদি এটি (জিহ্বা) সঠিক ভাবে না চলে কাউকে গালি ইত্যাদি দেয় তবে জিহ্বার কোন কষ্ট হোক বা না হোক মার তথা আঘাত শরীরের অন্যান্য অংশে হয়ে থাকে। জিহ্বার সাবধানতার মন-মানসিকতা তৈরি করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সবসময় সম্পৃক্ত থাকুন, আল্লাহ পাক সামর্থ্য দিলে তবে পবিত্র রমযান মাসে দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে

www.dawateislami.net

রাসূলের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন, سُبْحٰنَ الله ইতিকাফেরও কেমন অনন্য বরকত! আসুন! "একটি মাদানী বাহার" আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি। জিলা মান্ডী বাহা উদ্দীন (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী সে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আসার পূর্বে আল্লাহর পানাহ! নেশা করতো, মদ ও গাঁজার এমন আসক্ত ছিল যে, নেশা ও গাঁজা ক্রয় করার জন্য চুরি ও ডাকাতি করাও শুরু করে দিয়েছিল, যার কারণে তার ঘর, বরং এলাকাবাসীও অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার সংশোধনের সফরের ধাপটা এভাবে শুরু হয় যে, সে পবিত্র রযমানের বরকত পূর্ণ মাসে দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা ইতিকাফ করার সৌভাগ্য লাভ করলো, ইতিকাফে সৎ সঙ্গও লাভ করলো এবং "ফয়যানে সুন্নাত" কিতাবটিও অধ্যয়ন করতে থাকলো। কিছু দিন পর সে "মান্ডী বাহা উদ্দীন" অবস্থিত দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মরকয "ফয়যানে মদীনায়" অনুষ্ঠিত সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়, যেখানে ইসলামী পোশাক পরিধানকারী উপস্থিত অসংখ্য আশিকানে রাসূলকে দেখে অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হতে লাগলো। এক সপ্তাহ পর সে নিদিষ্ট সময়ে সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো আর বয়ান শুনতে লাগলো, বয়ানে কিছু এমন প্রভাব ছিল যে, তার অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেলো, আর সে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করেই ঘরে ফিরে গেলো।

www.dawateislami.net

সে শুধু নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করছে না বরং তার চেহারায় এক মুষ্টি দাঁড়িও সজ্জিত হয়ে গেল আর তার পোশাকও সুন্নাতের সাজে সজ্জিত হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর সুযোগ লাভ করলো।

اِنْ شَآءَاللّٰه ভাই সুদহার জাওগে,
মাদানী মাহৌল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মরযে ইসইয়া সে ছুটকারা তুম পাওগে,
মাদানী মাহৌল মে কর লো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এপার ওপার দৃষ্টি গোচর হওয়া উঁচু উঁচু জান্নাতী স্থান সমূহ

মুসলমানের চতুর্থ খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:জান্নাতে এমন দালান (অর্থাৎ উঁচু উঁচু কক্ষ সমূহ) রয়েছে, যার বাইরে থেকে ভেতরের অংশ এবং ভেতর থেকে বাইরের অংশ দৃষ্টি গোচর হবে। এক বেদুইন (অর্থাৎ গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তি) আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা কার জন্য হবে? নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ভালো কথাবার্তা বলে, খাবার খাওয়ায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাতে নামায আদায় করে যখন লোকজন ঘুমন্ত থাকে।

(তিরমিযী, ৩/৩৯৬, হাদীস: ১৯৯১)

www.dawateislami.net

উত্তম কথা বলা সদকা

উত্তম কথাবার্তা বলা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম আর চুপ থাকাটা অশ্লীল কথা বলা থেকে উত্তম,অপরদিকে মন্দ কথা বলা মন্দই মন্দ, আর ভালো কথা বলা সদকা, হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ভালো কথা বলা সদকা। (বুখারী, ২/৩০৬, হাদীস: ২৯৮৯)

সদকা মানে?

এখানে সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদকার সাওয়াব লাভ করা। হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রত্যেক কল্যাণই সদকা। (বুখারী ৪/১০৫, হাদীস: ৬০২১) হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ সদকা শুধুমাত্র সম্পদ দ্বারা হয় না বরং প্রত্যেক সামান্য (অর্থাৎ ছোট ছোট) নেকীও যদি একনিষ্ঠতার সাথে করা হয় তাহলে তাতেও সদকার সাওয়াব অর্জিত হয়, এমনকি মুসলমান ভাইয়ের সাথে মিষ্টি ও নম্র ভাষায় কথা বলাও সদকা। (মিরআত ৩/৯৫)

তাড়াতাড়ি নেকীর দাওয়াত দিন

এমন কোন উপকারী কথা ছেড়ে দেবেন না (অর্থাৎ অর্ধেকে ছেড়ে দেবেন না) যার সম্পর্কে জানেন যে, উপস্থিত লোকেরা সেটার জন্য অপর কোন বৈঠকের জন্য মুখাপেক্ষী অর্থাৎ প্রয়োজন হবে (মোটকথা তখনই পুরো বিষয়টা বলে দিন, এটা বলবেন না পরে

www.dawateislami.net

আপনাদেরকে জানিয়ে দিব।) কেননা (যিনি বলবেন এবং যাদেরকে বলবেন তাদের) পরবর্তী সময় পর্যন্ত জীবিত থাকার কোন ভরসা নেই। (ইসলাহে আমাল, ৩৬০, আল হাদিকাতুন নাদিয়া ১/৯৫ পৃষ্ঠা)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটবর্তী হবে সৎ চরিত্রবানরা

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য থেকে আমার অধিক প্রিয় ও কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে অধিক নিকটবর্তী হবে ঐসব লোক যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎ চরিত্রবান। আর তোমাদের মধ্য হতে আমার নিকট সবচেয়ে অপন্দনীয় ও কিয়ামতের দিন আমার নিকট হতে অধিক দূরে সে সকল লোকেরা হবে যারা অসৎ চরিত্রের অধিকারী, যারা উচ্চ স্বরে অধিক কথা বলে, অট্ট হেসে এবং মুখ ভরে যারা কথা বলে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৩৪, হাদীস: ৭৯৮৯)

সৎ চরিত্র কাকে বলে?

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: কেননা সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি অধিকাংশ সময় অধিক নেক আমল করে, গুনাহ তার থেকে কম সংঘঠিত হয়। বিশ্বস্ততা, আমানত, সততা, ওয়াদা পূরণ করা, লেনদেন ইত্যাদি

www.dawateislami.net

সঠিক ভাবে করা, সবকিছু সৎ চরিত্রের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আর অসৎ চরিত্রবান লোক অধিকাংশ সময় অসৎ কাজ করে থাকে, অসৎ চরিত্র নিজেই অসৎ আচরণ এবং অনেক অসৎ আচরণের মাধ্যম। মিথ্যা, আমানতের খিয়ানত, ওয়াদা ভঙ্গ করা, লেনদেনে হেরফের ইত্যাদি সবকিছু অসৎ চরিত্রের (BRANCHES) শাখা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৩৬)

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক জিনিস

হে আশিকানে রাসূল! জিহ্বার হিফাযত করা খুবই প্রয়োজন! কেননা সবচেয়ে অধিক ঝগড়া ও ক্ষতি এর দ্বারা প্রকাশ পায়, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, আমি একবার প্রিয় নবীর দরবারে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনি আমার জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ও ক্ষতি কারক জিনিস কোনটি বলবেন? তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র জিহ্বা ধরে ইরশাদ করলেন: "এটাকে"।

(তিরমিযী, ৪/ ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১৮)

কান কাঁচের মতো ও অশ্লীল কথা পাথরের মতো

হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি শায়খ আফদ্বাল উদ্দীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে বলতে শুনেছি, কান কাঁচের মতো আর অশ্লীল কথা পাথরের মতো, যখনই ঐ কাঁচের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে তখন কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

(আল মিনানুল কোবরা ৫৪৭)

www.dawateislami.net

জিহ্বায় হাড় নেই কিন্তু হাড় ভেঙ্গে দেয়

কথিত আছে : জিহ্বায় হাড় নেই কিন্তু হাড় ভেঙ্গে দেয়, জিহ্বা তরবারী নয় কিন্তু রক্তপাত ঘটায়। কেউ কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন: যে কথার দ্বারা ঝগড়া করে মানুষ মণ মণ মাটির নিচে শুয়ে পড়ে, ঐ কথারই উপর হালকা মাটি জড়িয়ে দুনিয়ার মধ্যে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

কাউকে গাধা বা শুকর বলা!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম নখঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কোন ব্যক্তি কাউকে গাধা (DONKEY) বা শুকর (PIG) বলে ডাকে তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ আহ্বানকারীর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে: বলো! আমি কি তাকে গাধা বানিয়ে ছিলাম? আমি কি তাকে শুকর বানিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম?

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৪৯৪, ইহইয়াউল উলুম, ৩/২০০ পৃষ্ঠা)

মুসলমানকে মন্দ উপাধি দ্বারা ডাকা গুনাহ

হে আশিকানে রাসূল! মুসলমানকে মন্দ নামে ডাকা কুরআনে পাকে নিষেধ করা হয়েছে, আল্লাহ পাক ২৬ পারা সূরা হুজুরাত আয়াত নং ১১ ইরশাদ করেন: وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ কানযুল ইরফান থেকে কোরানে পাকের সরল অনুবাদ: আর একে অপরের নাম মন্দ রেখো না।

www.dawateislami.net

জানা গেলো মুসলমানকে মন্দ নামে ডাকা নিষেধ, মুফাসসিরীনে কেরাম পৃথক পৃথক শব্দ দ্বারা এই আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যা করেছেন, এ গুলোর মধ্যে সীরাতুল জিনান ৯ম খন্ড ৪৩১-৪৩২ পৃষ্ঠা থেকে দুটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো। (১) কতিপয় ওলামাগন বলেন: মন্দ নাম রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোন মুসলমানকে কুকুর, গাধা বা শুকর বলা। (২) কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বলেন: এর দ্বারা ঐ উপাধি (TITLES) উদ্দেশ্য যা দ্বারা মুসলমানের মন্দটা প্রকাশ পায় আর তা তার নিকট অপছন্দনীয়, (কিন্তু প্রশংসা মূলুক উপাধি যা সত্য হয়ে থাকে তা নিষেধ নয়, যেমন: মুসলমানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি আতিক এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি ফারুক আর তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি যুন্নুরাইন ও চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি আবু তুরাব আর প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত খালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপাধি সাইফুল্লাহ ছিল। আর যে উপাধি মূলত নামে পরিণত হয়ে গেল এবং উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তির তা অপছন্দ নয় এমন উপাধিও নিষেধ নয়, যেমন: প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীন, আ'মাশ (দূর্বল চক্ষু দৃষ্টি সম্পন্ন) এবং আ'রাজ (অর্থাৎ এক পা প্রতিবন্ধী) ইত্যাদি। (খাযিন ৪/১৭০)

www.dawateislami.net

ফিরিশতারা অভিশাপ দেয়

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে তার নামের পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ মন্দ নামে) ডাকে তার উপর ফিরিশতারা অভিশাপ দেয়। (জামে সগীর, ৫২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৬৬৬)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ১০৩১ হিজরী) বর্ণনা করেন: (ফিরিশতারা এই জন্য অভিশাপ দেয়' এর উদ্দেশ্য হলো) মুসলমানকে মন্দ নামে আহ্বানকারীর জন্য ফিরিশতারা নেক লোকের সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দোয়া করে থাকে। যখন নাম ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা ডাকার উদ্দেশ্য এটা হয় যে, এমন নাম (বা উপাধি) দ্বারা ডাকা যা তার মন্দ লাগে, হ্যাঁ যদি এমন শব্দ দ্বারা ডাকা যা মন্দ নয় তাহলে ক্ষতি নেই, যেমন: কাউকে তার আসল নামের পরিবর্তে আব্দুল্লাহ! (হে ভাই!) ইত্যাদি বলে ডাকা।

(খোলাসা, ফয়যুল কাদীর, ৬/১৬৩ পৃষ্ঠা, ৮৬৬৬ নং হাদীসের পাদটীকা)

বাচ্চাকেও সত্য বলুন

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (নিজের বাল্যকালের ঘটনা) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন আমাদের ঘরে অবস্থানরত ছিলেন,আমার আম্মাজান আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, "এদিকে আসো

www.dawateislami.net

তোমাকে কিছু দিবো।" নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার আম্মাজানকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি তাকে কি দিতে ইচ্ছা করেছো? তিনি আরয করলেন: আমি তাকে খেঁজুর দিবো, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তুমি তাকে খেঁজুর না দিতে তাহলে তোমার একটি মিথ্যা লিখে দেওয়া হতো।

(আবু দাউদ, ৪/৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৯১)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের এর উত্তম আলোচনা

আসুন! এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনাকারী প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র জীবনি সম্পর্কে শুনি, তাঁর পবিত্র নাম: আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন কুরাইয, তিনি কুরাইশী ছিলেন, মুসলমানের তৃতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মামাতো ভাই ছিলেন। জন্মের (BIRTH) পর তাঁকে প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে নিয়ে আসা হয়, আর প্রিয় নবী তাঁর উপর দম (ফুঁক) দেন। হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতকালীন বসরা ও খোরাসানের গভর্নর ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে ঐ পদে বহাল রেখেছেন, বসরার নদী তিনিই খনন করিয়েছিলেন, অনেক বড় দানশীল ছিলেন, ৫৭-৫৮ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়।

(আল ইসাবা লিইবনে হাজর, ৫/১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

সম্পদ ও জায়গা উভয়টা রেখে দাও (ঘটনা)

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত খালিদ বিন ওকবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে তাঁর বাজারের স্থানটি ৭০/৮০ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে নিলেন। রাত হলে হযরত খালিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিবারের সদস্যদের কান্না আওয়াজ শুনতে পায়, তখন তিনি আপন ঘরের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কাঁদছে কেন? তারা বললেন: জায়গা বিক্রি করে দেয়ার কারণে!! তখন তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দানশীলতার সাগরে জোয়ার চলে আসলো) আর নিজের গোলামকে বললো: হে গোলাম! হযরত খালিদ বিন ওকবার নিকট গিয়ে বলো: জায়গাও এবং সেটার যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তাও নিজের নিকট রেখে দাও। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৩৮ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষণ হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পিতা মাতার অবাধ্যতা থেকে কিভাবে সংশোধন হলো?

সাহাবা ও আহলে বাইতের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ভালোবাসা বৃদ্ধি, মুসলমানের নাম ব্যঙ্গ করা থেকে বাঁচার মন-মানসিকতা তৈরি এবং বাচ্চার সাথে সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস গড়ার উৎসাহ উদ্দীপনা পাওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে

www.dawateislami.net

যান। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের বরকতে এক পিতা মাতার অবাধ্য যুবকের সংশোধনের একটি **"মাদানী বাহার"** শুনুন ও আন্দোলিত হোন। জঙ্গ পাঞ্জাব এর এক যুবক শুরু শুরুতে বেনামাযী ও পিতা মাতার অবাধ্য ছিল। সে আল্লাহ পাক ও বান্দার হকও নষ্ট করেছিল, এক বার তার সম্মানিত পিতার দোকানে একজন আত্মীয় দেখা করার জন্য আসলো, যিনি দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, এই সময় সেইও ঐখানে উপস্থিত ছিল, ঐ ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণের দাওয়াত দেয় যা সে গ্রহণ করে নেয় আর বৃহস্পতিবার ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করে, তার ইজতিমায় কিছু এমন আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ হলো যে, পরবর্তীতে নিয়মিত বৃহস্পতিবার ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো। শুধু এতটুকু নয়, আত্মীয় ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশের (বুঝানোর) ফলে সে সুন্নাত শিক্ষা ও শিখানোর জন্য তিন দিনের মাদানী কাফেলায়ও সফর করার সৌভাগ্য লাভ করে। মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলরা তাকে তরবিয়তী কোর্স করার মন-মানসিকতা তৈরী করল, যখন সে মাদানী কাফেলা থেকে ঘরে ফিরে যায় তখন পিতা মাতার অবাধ্যতার কারণে তার লজ্জা হচ্ছিল, সে পিতা মাতার কদমে বসে কান্না করে তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তারাও দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দেয়, এরপর সে পিতা মাতার নিকট আরয

www.dawateislami.net

করলো: জীবন খুবই সংকীর্ণ, জানি না কখন শেষ হয়ে যায়! আমি জীবিত থাকতে ইলমে দ্বীন শিখতে চাই, এভাবে কথাবার্তা বলে সে তরবিয়তী কোর্সের জন্য পিতা মাতাকে রাজি করল, অনুমতি পাওয়ায় আনন্দিত হয়ে নিজের জিনিস পত্র নিয়ে তরবিয়তী কোর্সে অংশ গ্রহণ করলো, যেখানে সে অনেক কিছু শিখলো, তার জীবনের ধরন কিছুটা এভাবে পরিবর্তন হয়ে গেলো, যে পূর্বে পিতা মাতার অবাধ্য ছিল এখন সে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাঁদের কদমে চুমু দেয়, এতপর সে ফরয ইলম কোর্স সম্পন্ন করে, এভাবে চলতে চলতে সে দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী হালকা মুশাওয়ারাতের নিগরানের দায়িত্ব লাভ করলো। আল্লাহ পাক তাকে এবং আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ করম এ্যায়সা করে তুঝ পে জাঁহা মে
এ্যায় দাওয়াতে ইসলামী তেরী দুমে মাচী হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাচ্চাকে মিথ্যা ধোঁকা দেওয়া

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কথাবার্তা (আমাল নামায়) লিখা হয়ে থাকে, এমনকি এক ব্যক্তি নিজের সন্তানকে চুপ করানোর জন্য বললো যে, আমি তোমার জন্য অমুক অমুক জিনিস ক্রয় করবো (অথচ ক্রয় করার নিয়্যত না

www.dawateislami.net

থাকলে) তখন তা মিথ্যা হিসাবে লিখা হয়।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৫০ পৃষ্ঠা, ইহইয়াউল উলুম ৩/১৪২)

বাচ্চাকে ফুসলানোর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করুন

আফসোস! বর্তমানে বাচ্চাকে ফুসলানোর জন্য অধিক হারে মিথ্যা বলা হয়, যেমন: নিয়্যত না থাকা সত্ত্বে বলা হয় তোমার জন্য খেলনা, দোলনা, মিষ্টান্ন, অমুক বিস্কুট এনে দিবো, অমুক খাবার তৈরি করে খাওয়াবো, অমুক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাদের সত্যিকারের প্রতিপালক তাঁর সত্য প্রিয় হাবীবের সদকায় আমাদেরকে সবসময় সত্য বলার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জিহ্বাকে সংযতকারির আমলও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়

হযরত ইউনুস বিন উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সাবধানে ব্যবহার করে আমি তাকে নেক আমল করতে দেখেছি। **(আস সামতু মাআ মাওসুআতি লিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/৬৩ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা ছাড়াই জিহ্বাকে কাঁচির মত চালায় তার থেকে মিথ্যা গীবত সবকিছু প্রকাশ হতে থাকে, যে অধিক কথা বলে তার হাসি ঠাট্টা থেকে বেচে থাকাও কঠিন, হাসি ঠাট্টার মধ্যে মিথ্যার সম্ভবনাও থাকে, মনে রাখবেন! ঠাট্টার ছলে মিথ্যা বলাও জায়েয নেই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

যে ঠাট্টার ছলে মিথ্যা বলে তার উপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট

হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ধ্বংস! তার জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। (তিরমিযী, ৪/১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২২)

জাহান্নামের গভীরে পতিত হয়

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم :ইরশাদ করেন: বান্দা কথা বলে আর শুধু এজন্য বলে যে, যাতে মানুষ হাসে! একারণে জাহান্নামের এতো গভীরে গিয়ে পতিত হয় যা আসমান জমিনের মধ্যখানের দূরত্বের চেয়ে বেশি। আর জিহ্বার কারণে যত পদস্খলন হয় তা এর চেয়ে বেশি,যতটুকু পা দ্বারা পদস্খলন হয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৪/২১৩, হাদীস: ৪৮৩২)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখানে হাসানোর কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কথা যাতে গীবত, মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া (বা কোন গুনাহ) এর দৃষ্টি ভঙ্গি পাওয়া যায়,অন্যতায় শুধু কৌতুকপূর্ণ কথাতেই এই শাস্তির ভীতি নয়। (ফয়যুল কাদীর ২/৪২৫ পৃষ্ঠা, ১৯৮৪ নং হাদীসের পাদটীকা)

কৌতুক অভিনেতারা মনোযোগী হও!

মিরাত" ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে, এই বর্ণনা থেকে বর্তমানের কৌতুক অভিনেতা প্রমুখ শিক্ষা গ্রহন করুন, যারা

www.dawateislami.net

মানুষকে হাসিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, যাদের উপার্জন লোকদের হাসানোতে। এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: জিহ্বার কারণে যতো পদস্খলন ....." অন্তর্ভূক্ত: পায়ের পদস্খলনের চেয়ে জিহ্বার পদস্খলন অধিক ভয়নক হয়ে থাকে, পায়ের পদস্খলনের দ্বারা শরীরে ব্যথা হয় কিন্তু জিহ্বার পদস্খলনের দ্বারা হৃদয়, প্রাণ, ঈমান আঘাত প্রাপ্ত হয়। জিহ্বার পদস্খলনের দ্বারা হত্যা ও রক্ত প্রবাহিত হয়, জিহ্বার পদস্খলনের দ্বারা মানুষ কাফের ও বিধর্মী হয়ে যায়, ইবলিশ (অর্থাৎ শয়তান) নিজের পদস্খলনের শাস্তি আজও পর্যন্ত ভোগ করছে।

কৌতুক অনুষ্ঠানের মাসআলা

কৌতুক অভিনেতার হাসি ঠাট্টার অনুষ্ঠান (SHOW) সর্ব সম্মতিক্রমে নাজায়িয, এতে অন্যান্য লোকের কৌতুক করাটা দর্শনার্থীদেরও কৌতুক করার শিক্ষা এবং অনেক মানুষের অন্তরে কষ্ট দেওয়া পাওয়া যায়। অনুরুপভাবে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে। নিদিষ্ট (FIX) ব্যক্তির গীবত বা তার বিভিন্ন দুর্বলতা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করাটাও ব্যাপক প্রচলিত,যারা উপস্থিত তাদের এবং যারা অনুপস্থিত তাদের আকার আকৃতি নিয়ে কৌতুক করা দৃষ্টিগোচর হয়। আর গীবতের সাথে সাথে বুহতান (মিথ্যা অপবাদ) এর বিষয়টিও উপস্থাপিত হয়। অনেক জায়গায় তো আল্লাহর পানাহ! কুফরীও প্রকাশ পেয়ে থাকে,মোটকথা এই

www.dawateislami.net

সকল কাজ থেকে দূরে থাকাটা খুব কঠিন, এই জন্য এমন অনুষ্ঠানই নাজায়িযের হুকুমে পড়ে, এমন অনুষ্ঠান করা, দেখা, দেখানো, তার জন্য পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া, তার ভিডিও, অডিও শুনা, শুনানো, লোকদের দেখানো, শুনানো, তার জন্য ভাইরাল করা ইত্যাদি হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরকালের কাজ দ্রুত করা উচিৎ

হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রতিটি ক্ষেত্রে একাগ্রতার সাথে কাজ করাটা উত্তম, পরকালের কাজ ছাড়া।

(আবু দাউদ, ৪/৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮১০)

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ দুনিয়াবী কাজে দেরী করাটা ভালো,সম্ভবত ঐ কাজটি মন্দ আর দেরী করাতে তার মন্দ বিষয়ে জানা যাবে, আর আমরা তা থেকে বিরত থাকি কিন্তু পরকালের কাজ তো ভালোই ভালো, তা করার সুযোগ (CHANCE) পেলে করে নাও, দেরী করার দ্বারা হয়তঃ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে। অনেক দেখা গিয়েছে যে, কিছু লোক যখন হজ্ব করার সুযোগ পেলো তখন ঐ সময় করলো না, পরবর্তীতে আর করতে পারে নাই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সৎ কার্যাবলীতে অন্যদের থেকে আগে চলে যাবে। (পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৮) শয়তান নেকীর কাজে দেরী করিয়ে শেষ পর্যন্ত তা করতে বাধা প্রদান করে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

ভালো বলাটা আল্লাহ পাকের দয়ায় আর.....

হযরত ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: জিহ্বার বলাটা শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের (PARTS) উপর প্রভাব বিস্তার হয়, ভালো বলাটা আল্লাহ পাকের দয়া আর মন্দ বলার দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়।

(মিনহাজুল আবেদীন, উর্দু ১৪২ পৃষ্ঠা। মিনহাজুল আবেদীন, আরবী ৬৫ পৃষ্ঠা)

ভাষার হিফাজত করো!

কেউ বলেছিল: চিন্তাভাবনাকে হিফাযত করো এটিই ভাষা হয়ে যায়, ভাষার হিফাযত করো এটি আমল হয়ে যায়, আমলের হিফাযত করো এটিই চাল-চলন হয়ে যায়, চাল-চলনের হিফাযত করো এটিই পরিচিতি হয়ে যায়।

অপর জনেরও জিহ্বা রয়েছে

নিজের জিহ্বাকে অপরের দোষ - ত্রুটি অন্বেষণ করার দ্বারা কুলষিত করো না কেননা দোষ-ত্রুটি তোমারও আছে এবং জিহ্বা অপর লোকেরও রয়েছে।

ঐ কথার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই

মুসলমানের প্রথম খলিফা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: ঐ কথার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই যেটার উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা থাকেনা।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৭১ পৃষ্ঠা বাণী নং-৮২)

www.dawateislami.net

সুন্দর ভাবে আহ্বান করো সাওয়াব অর্জন করো

ঠোঁট দ্বারা শিশ (তথা বাঁশির মত ধ্বনি) বাজিয়ে আওয়াজ দিয়ে ডাকা বা মনোযোগী করার ধরনটা সুন্দর না,জানাশুনা থাকলে উত্তম হলো এটাই যে, নাম বা উপনাম দ্বারা ডাকা, এটা সুন্নাত। যদি নাম জানা না থাকে তবে ঐ জায়গার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভদ্রভাবে ও সুন্দর শব্দে ডাকা। যখনই কোন মুসলমানকে ডাকা হবে তখন তার অন্তর খুশি করার জন্য ও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতের সাথে সাথে ভালো থেকে ভালো আচরণ হওয়া চাই এবং নামও সম্পূর্ণ নেয়া চাই, এছাড়া সুযোগ অনুযায়ী বাক্যের শেষে ভাই" বা সাহেব" ইত্যাদিও যুক্ত করা, হজ্ব করলে তবে হাজ্বী শব্দও যুক্ত করে নেয়া যায়।

কারো ডাকে জবাবে লব্বায়িক বলা

যাকে ডাকা হয়েছে তার জন্য উত্তম হলো সে লব্বায়িক (অর্থাৎ আমি উপস্থিত) বলবে। তা সত্ত্বেও স্থান কাল দেখতে হবে, এমন যেনো না হয় যে, আপনার লব্বায়িক বলার দ্বারা সামনের সবাই বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে কাউকে ডাকার ফলে অনেক সময় উত্তরে লব্বায়িক বলা হয়ে থাকে যা শুনতেও অনেক ভালো লাগে, আর এর দ্বারা মুসলমানের অন্তর খুশি হতে পারে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা হযরত আল্লামা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তিই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আহ্বান করতো উত্তরে লব্বায়িক (অর্থাৎ আমি উপস্থিত) বলতেন। (সুরূরুল কুলুব, ১৮২ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডাকলে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর লব্বায়িক বলে উত্তর দেয়া হাদিসে মোবারাকায় বর্ণনা করা হয়েছে, এছাড়া তা একজন আল্লাহ পাকের ওলীর কর্মকান্ড দ্বারাও প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব শতশত হাম্বলীদের মহান পথ প্রদর্শক হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে মাসআলা জানার জন্য যখন কেউ তার দিকে মনোযোগী করতে চাই তখন তিনি অধিকাংশ সময় লব্বায়িক বলতেন। (মানাকিবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল লিল জাওযী, ২৯৮ পৃষ্ঠা) দোয়ার সুন্নাত সমূহের প্রসিদ্ধ কিতাব **"হিসনে হাসীন"** এ রয়েছে: যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে ডাকে তখন উত্তরে লব্বায়িক বলো।

(হিসনে হাসীন, ১০৪ পৃষ্ঠা)

হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে মুসলমানদের ভালো নাম দ্বারা ডেকে তাদের অন্তরে খুশি প্রদান কারি সাওয়াব অর্জনের তাওফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাসি-ঠাট্টাকারীরা দৃষ্টির বাইরে থাকে

মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে হাসি-ঠাট্টা করে সে লোকের দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, উর্দু ৩/৩৮৯, ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৫৮)

www.dawateislami.net

পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার একটি কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করো না, এভাবে হাসার দ্বারা অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হিকাম, ১১৪ পৃষ্ঠা)

হাসি-ঠাট্টার দ্বারা শত্রুতা সৃষ্টি হয়

হযরত মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কথিত আছে যে, প্রত্যেক জিনিসের মূল থাকে আর শত্রুতার মূল হলো হাসি -ঠাট্টা। আর এটাও বলা হয়েছে যে, হাসি-ঠাট্টা আকল তথা বিবেককে ছিনিয়ে নেয় এবং বন্ধুকে পৃথক করে দেয়।

(ইহইয়াউল উলুম, উর্দু ৩/৩৯২, ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৫৯)

হে প্রিয় আল্লাহ পাক! আমাদেরকে মানুষদেরকে উপহাস করা ও অন্তরে কষ্ট প্রদানকারী কৌতুক থেকে বাঁচাও এবং মুসলমানদের সম্মান করার প্রেরণা দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা

২৭ পারা সূরা নাজম, আয়াত নং ৩২ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ সব লোক যারা মহাপাপ গুলো ও অশ্লীল কার্যকলাপ

www.dawateislami.net

থেকে বেঁচে থাকে। এর তাফসীরে সীরাতুল জিনান ৯ম খন্ড, ৫৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: গুনাহ ঐ আমল যা করার দ্বারা আমলকারী শাস্তির অধিকারী হয় বা এভাবে বলতে পারেন, নাজায়িয কাজ করাকে গুনাহ বলা হয়। অবশ্য গুনাহ দুই প্রকার: (১) সগীরা (২) কবীরা, কবীরা গুনাহ হলো সেটাই যা করার দ্বারা দুনিয়ায় শাস্তির হুকুম জারী করা হয় অর্থাৎ শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হয়। যেমন: হত্যা, ব্যভিচার ও চুরি ইত্যাদি বা পরকালে তাকে শাস্তি আরোপ করা হবে, যেমন: গীবত, চুগল খোরী, আত্মগর্ব, এবং রিয়াকারী ইত্যাদি আর অশ্লীলতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মন্দ কথা ও কাজ, এবং সকল সগীরা কবীরা (অর্থাৎ সব ছোট বড়) গুনাহ অন্তর্ভুক্ত, অবশ্য এখানে (অর্থাৎ এই আয়াতের) অশ্লীলতা (অর্থাৎ নিজ্জলতা) দ্বারা ঐ কবীরা গুনাহ (উদ্দেশ) যার মন্দ হওয়া ও ফিতনা ফ্যাসাদ অনেক বেশি। যেমন: ব্যভিচার করা, হত্যা করা ও চুরি করা ইত্যাদি। (খাযিন, ৪/১৯৬-১৯৭। মুসতাদরাক, ১১৮১ পৃষ্ঠা। আবু সাউদ ৫/৬৪৮)

দাম্বিকতার সংজ্ঞা

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনা কৃত তাফসীরের মধ্যে গুনাহের আলোচনায় দাম্বিকতারও উল্লেখ করা হয়েছে, দাম্বিকতাকে আরবীতে عُجْب বলে, মাকতাবাতুল মদীনার ৩৫২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাতেনী বিমারিউ কি মালুমাত"** এর ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় عُجْب অর্থাৎ দাম্বিকতার সংজ্ঞায় লিখেন: নিজের যোগ্যতা (যেমন: ইলম,

www.dawateislami.net

আমল, বা সম্পদ)এর নিজের দিকে সম্পৃক্ত করা আর এ বিষয়ে ভয় না করা যে, এগুলো ছিনিয়ে নেয়া হবে। হয়তঃ আত্মগর্বকারী ব্যক্তি নেয়ামতকে প্রকৃত নেয়ামত প্রদানকারী আল্লাহ পাকের দিকে সম্পৃক্ত করাটাই ভুলে যায়। (অর্থাৎ প্রাপ্ত নেয়ামত যেমন: সুস্থতা, সৌন্দর্য্যতা, সম্পদ, মেধা, সুকণ্ঠ পদমর্যাদা ইত্যাদিকে নিজের কৃতিত্ব মনে করা বসা এবং এটা ভুলে যাওয়া যে, সব কিছু আল্লাহ পাকেরই দান। আর আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা তার প্রদত্ত যোগ্যতা অথবা দান কৃত সকল নেয়ামত পুনরায় ফিরিয়ে নিতেও পারেন।

(বাতেনী বিমারীউ কি মালুমাত, ৩৬-৩৭, ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৫৪)

৭০ বছরের আমল নষ্ট

দাম্বিকতা নেকী সমূহের জন্য ধ্বংসাত্মক, যেমনিভাবে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দাম্বিকতা ৭০ বছরের আমলকে নষ্ট করে দেয়। **(জামে সগীর, ১২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৭৪)**

গুনাহ থেকেও বড় অপরাধ

হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাম্বিকতার ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে সর্তক করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: যদিও তোমাদের থেকে কোন গুনাহ প্রকাশ না পায় কিন্তু আমার তোমাদের উপর গুনাহের থেকে বড় অপরাধের ভয় হচ্ছে, আর তা হলো "দাম্বিকতা" **(শুয়াবুল ঈমান, ৫/৪৫৩, হাদীস: ৭২৫৫)** এই মোবারক বাণীতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাম্বিকতাকে বড় গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৫৩)**

www.dawateislami.net

আর যে কোন প্রকাশ্যে ও গোপন গুনাহ থেকে বাঁচা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল করীমের ৮ পারা সূরা আনআমের ১২০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন: وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ছেড়ে দাও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ। (পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত নং ১২০)

দাম্ভিকতার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

হযরত ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যে ব্যক্তি ইলম আমল এবং সম্পদের মাধ্যমে নিজেকে নিজে পরিপূর্ণ ও উত্তম মনে করে, তার দুটি অবস্থা: (১) তাদের মধ্যে একটি হলো এটাই যে, তার মধ্যে এই নেয়ামত বিলুপ্তির ভয় থাকে আর তার এই কথার ভয় হয় যে, এই নেয়ামতের মধ্যে কোন পরিবর্তন চলে আসলে বা নিঃশেষ হয়ে গেলে, তবে এসব মানুষ দাম্ভিক হবে না। (২) দ্বিতীয় অবস্থা হলো এটাই, সে এই নেয়ামত কমে যাওয়া বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে ভয় করে না বরং সে এই কথার উপর সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ পাক আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন, এতে আমার কোন পরিপূর্ণতা বা যোগ্যতা নেই। এটাও দাম্ভিকতা নয় আর এর জন্য একটি তৃতীয় অবস্থাও রয়েছে যা দাম্ভিকতা, আর তা হলো এটাই যে, তার এই নেয়ামত কমে যাওয়া বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না বরং সে এটার উপর সন্তুষ্ট থাকে। আর তার খুশির কারণ হলো এটাই

www.dawateislami.net

যে, এ নেয়ামতের পরিপূর্ণতা, কল্যাণ ও মর্যাদাই, সে এজন্য খুশি হয় না যে, এটি আল্লাহ পাকের দানকৃত নেয়ামত বরং এই দাম্ভিক বান্দার খুশির কারণ হলো এটাই যে, সেই এটাকে নিজের গুণ এবং নিজের যোগ্যতাই অর্জন করেছে বলে মনে করে, সে এটাকে আল্লাহ পাকের দয়া ও দান বলে কল্পনাও করে না। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪০৪ পৃষ্ঠা)

দাম্ভিকতার পরিক্ষিত চিকিৎসা

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজের তাকওয়া ও পরহেযগারীতা সত্ত্বেও এই আক্ষাখা করতেন হায়!! তিনি যদি মাটি, শস্যের খোসা বা পাখি হতেন। তবে দৃষ্টি শক্তির অধিকারীরা (অর্থাৎ বুদ্ধিমান) ব্যক্তি কিভাবে নিজের আমলের উপর দাম্ভিকতা করতে পারে বা অহংকার করতে পারে। আর কিভাবে নিজের নফসের ব্যাপারে ভীতিহীন হতে পারে? এটাই দাম্ভিকতার চিকিৎসা যার দ্বারা দাম্ভিকতার উপাদান একেবারে মূল থেকে কেটে যায়, যখন দাম্ভিকতায় লিপ্ত ব্যক্তি এই পদ্ধতির চিকিৎসা অনুযায়ী দাম্ভিকতার চিকিৎসা করবে তখন যে সময় তার অন্তরে দাম্ভিকতার আধিক্যতা বৃদ্ধি পাবে তখন নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার ভয় তাকে অহঙ্কার থেকে বাঁচায়। আর যখন ঐ কাফের ও ফাসেকদেরকে দেখে যে, কোন গুনাহ ছাড়া তাদের ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে, তখন সে ভীত হয়ে এটা ভাবতে থাকে যে, যেই সত্ত্বার এ বিষয়ে কোন

www.dawateislami.net

পরোয়া নেই যে, কোন অপরাধ ছাড়াই কাউকে বঞ্চিত করেন বা কোন মাধ্যম ব্যতীত কাউকে দান করেন, তবে তিনি প্রদত্ত এ নেয়ামত ফিরিয়েও নিতে পারেন। কতো ঈমানদার মুরতাদ হয়ে গিয়েছে আর কতো আনুগত্যশীল (নেককার মুসলমান) ফাসেক হয়ে মন্দ মৃত্যুর শিকার হয়েছে, যখন মানুষ এভাবে চিন্তা করবে তখন দাম্ভিকতা তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না।

(ইহইয়াউল উলুম, উর্দু ৩/১১০৬ পৃষ্ঠা, ইহইয়াউল উলুম, আরবী ৩/৪৫৮ পৃষ্ঠা)

হুব্বে জাহ খোদ পছন্দী কি মিঠা দে আদতী
ইয়া ইলাহী! বাগে জান্নাত কি আতা কর রাহাতী

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দাম্বিকতার ৮টি কারণ ও চিকিৎসা

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুম এ عُجْب অর্থাত দাম্ভিকতার ৮টি কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

(১) **প্রথম কারণ:** নিজের শরীরের সৌন্দর্য্যতার কারণে দাম্ভিকতায় লিপ্ত হয়ে যাওয়া। এর প্রতিকার হলো, বান্দা নিজের অপ্রকাশ্য অপবিত্রতার প্রতি চিন্তা করবে ও নিজের (দূর্গন্ধ পানির ফোটা দিয়ে শুরু এবং পঁচনশীল লাশ হওয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি) এ ব্যাপারে চিন্তা করবে।

www.dawateislami.net

(২) **দ্বিতীয় কারণ:** "নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর গর্ব করা"। এর প্রতিকার হলো, বান্দা এটা চিন্তা করবে যে, আল্লাহ পাক সামান্য কষ্টের (যেমন: অসুস্থতা, দূর্ঘটনা ইত্যাদি) মধ্যে লিপ্ত করিয়েও এই শক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন।

(৩) **তৃতীয় কারণ:** "বুদ্ধি ও মেধার কারণে দাম্ভিকতায় লিপ্ত হওয়া"। এর প্রতিকার হলো বান্দা এটা চিন্তা করবে যে, যেকোন রোগ কিংবা দুর্ঘটনার মাধ্যমে এই নেয়ামত নিয়ে নিতে পারে।

(৪) **চতুর্থ কারণ:** "উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারণে অহঙ্কার করা"। তার প্রতিকার হলো বান্দা এটা চিন্তা করবে যে, নিজের পিতা ও দাদার মতো নেক আমল না করা সত্ত্বে তাদের সমমর্যাদায় কিভাবে পৌঁছতে পারবে?

(৫) **পঞ্চম কারণ:** "জালিম তথা অত্যাচারির ছত্রছায়ায় থাকার কারণে অহংকার করা দ্বীনদার ও জ্ঞানীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে গুরুত্ব না দেয়া"। এর প্রতিকার হলো বান্দা এই অত্যাচারী লোকদের পরকালের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রাখবে আর এইটা চিন্তা করবে যে, অত্যাচারী লোক আল্লাহ পাকের শাস্তির অধিকারী হয়ে থাকে।

(৬) **৬ষ্ঠ কারণ:** "নিজের চাকর বাকর ইত্যাদির উপর দাম্ভিকতা করা" এর প্রতিকার হলো বান্দা নিজের দূর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখা আর এই মন মানসিকতা তৈরি করে নিবে যে, সকল লোক আল্লাহ পাকের দুর্বল বান্দা।

www.dawateislami.net

(৭) **সপ্তম কারণ:** "ধন-সম্পদের উপর অহঙ্কার করা।" এর প্রতিকার হলো বান্দা ধন-সম্পদের বিপদ, তার হক সমূহ এবং তার দ্বারা সৃষ্ট ফিৎনার দিকে দৃষ্টি রাখা।

(৮) **অষ্টম কারণ:** "নিজের ভুল মতামতের উপর অহঙ্কার করা" এর প্রতিকার হলো বান্দা নিজের মতামতের পরিশুদ্ধতার উপর কখনো ভরসা করবে না। (অর্থাৎ চিন্তা করবে যে, হতে পারে এটা আমার ভুল সিদ্ধান্ত)

(বাতেনী বিমারীউ কী মালুমাত, ৩৮-৪৩ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলুম ৩/১১০৭-১১১৯ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পথহারা যুবক সংশোধন হতে শুরু করলো

হে আশিকানে রাসূল! দাম্ভিকতা এবং অন্যান্য মন্দ কার্যাবলী সম্পর্কে জানার জন্য, গুনাহের অভ্যাস দূর করার এবং নেকীর স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে পথহারা লোকের সংশোধন হয়ে থাকে, তার একটি "মাদানী বাহার" আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, লাহোর পাঞ্জাবের এক যুবক খেলাধূলার প্রতি খুবই আসক্ত ছিল, সকাল-সন্ধ্যা খেলাধুলা করাই ছিল তার একমাত্র কাজ, তার পিতা যিনি একজন মসজিদের ইমামও, তিনি তাকে অনেক বুঝাতেন কিন্তু সে তা শুনতনা। খেলার শখ এতো বেড়ে গিয়েছিল যে,আল্লাহর পানাহ! সে জুয়া খেলাও শুরু করে দিল। খেলার মাঠ ছাড়াও বন্ধুদের সাথে গভীর রাত পর্যন্ত

www.dawateislami.net

গলি ও বাজারে ঘুরতে থাকত, ইন্টারনেট কেফে যাওয়াটা তার পছন্দনীয় শখে পরিণত ছিলো। সত্য বলার অভ্যাসও ছিল না, যার কারণে যখন রাতে দেরীতে ঘরে পৌঁছলে তখন দেরী হওয়ার কারণও মিথ্যা বলতো। তার জীবনের পরিবর্তন কিছুটা এভাবে হলো যে, তার পিতা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাইকে তার অবস্থা সম্পর্কে জানালো এবং সংশোধন করানোর আবেদন করলো। ঐ ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে সে দুই তিন বার সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার পর তিন দিনের সুন্নাত শেখা ও শেখানোর মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো, আশিকানে রাসূলের সান্যিধ্যে সে ঐসমস্ত সুন্নাত ইত্যাদি শিখতে পারলো যা সেই এর পূর্বে জানতোই না। যখন সে মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসলো তখন তার সংকল্প এমন ছিল যে, সে সমাজের মধ্যে ভদ্র ও নেককার ব্যক্তি হিসাবে জীবন অতিবাহিত করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে সে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

রব কে দর পর ঝুকে ইলতিজা' ই করে
বাবে রহমত খোলে কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অশ্লীলতার ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী

অশ্লীলভাষী (অর্থাৎ লজ্জাশীল কথাবার্তায় অভ্যস্ত) মানুষ বেয়াদব ও ভীতিহীন হয়ে থাকে, আর তাদের সবচেয়ে বড় দূর্ভাগ্য হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন ব্যক্তিদের অপছন্দ করেন আর অশ্লীলভাষীদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। এ ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন। (১) অশ্লীল কথাবার্তা অসৎ চরিত্রের একটি শাখা আর অসৎ চরিত্র জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ। (তিরমিযী, ৩/৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০১৬) (২) অসৎ কাজ ও অশ্লীল কথাবার্তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৭/৪৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৯৯৭) (৩) অশ্লীলতা ও খারাপ ভাষাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। (মুসলিম, ৯২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৬৫৯) (৪) অশ্লীলতা যদি মানুষের রূপ ধারণ করতো তবে অসৎ লোকের রূপ ধারণ করতো।

(আস সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া মাআ মাওসুয়াতি, ৭/২০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩১)

অশ্লীল ভাষা ভয়ানক রোগ

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আহনাফ বিন কায়েস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার লোকদেরকে বললেন: আমি তোমাদেরকে মন্দ রোগ সম্পর্কে বলবো না? লোকজন বললো: অবশ্যই! তিনি বললেন:

www.dawateislami.net

অসৎ চরিত্র এবং অশ্লীল ভাষা সবচেয়ে অধিক ভয়ানক রোগ।

(আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব্বে মুস্তাফা! মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গণী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লজ্জার উসিলায় আমাদের অশ্লীল কথাবার্তা ও অশ্লীল কাজ থেকে বাঁচাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুকুরের আকৃতি ধারণকারী

হযরত ইব্রাহীম বিন মাইসারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কথিত আছে: যে অশ্লীল কথাবার্তা বলে কিয়ামতের ময়দানে সেই কুকুরের আকৃতিতে আসবে। (আস সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া মাআ মাওসুয়াতি, ৭/২০৫ পৃষ্ঠা)

অশ্লীল কথার সংজ্ঞা

কতো সৌভাগ্যবান ঐ ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন! যারা শুধু ভালো কথাবার্তার জন্য জিহ্বাকে ব্যবহার করে এবং বেশী পরিমাণে মানুষের নিকট "নেকীর দাওয়াত" পৌঁছায়। আফসোস! বর্তমানে লোকদের খুব কম বৈঠকই এমন হয়ে থাকে যা অশ্লীল কথাবার্তা থেকে মুক্ত থাকে এমনকি ইসলামী পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তিরাও অনেক সময় এদের থেকে বাঁচতে পারে না, হয়ত সাধারণ লোকদের এটা জানা নেই যে, অশ্লীল কথা কাকে বলে! তাহলে শুনুন: অশ্লিল কথার সংজ্ঞা হচ্ছে: اَلتَّعْبِيْرُ عَنِ الْاُمُوْرِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الصَّرِيحَةِ। অর্থাৎ অশ্লীল কথা ও কাজকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা।

www.dawateislami.net

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৫১) তবে ঐসব যুবক যারা "বিশেষ কামনা"র তৃপ্তি লাভের জন্য নির্লজ্জ তথা যারা অশ্লীল কথাবার্তা বলে বরং শুধু শুনে মনের তৃপ্তি মেটায়, বিশ্রী গালিগালাজকারী, নির্লজ্জ ইশারা ইঙ্গিতকারী, এসব বিশ্রী ইঙ্গিত উপভোগকারী এছাড়া কুপ্রবৃত্তির স্বাদ লাভের জন্য গান সিনেমা (তাতে বিশেষ করে অশ্লীলতায় পূর্ণ থাকে) দর্শক একটি হৃদয় স্পর্শী বর্ণনা বার বার পড়ুন এবং আল্লাহ পাকের ভয়ে কেঁপে উঠুন। নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম যারা অশ্লীলতা (অশ্লীল কথা বা কাজ) দ্বারা কাজ আদায় করে থাকে। (আস সামত, ৭/২০৪, হাদীস: ৩২৫) পরনারী ও সুন্দর বালকদের ব্যাপারে আগত নোংরা খেয়ালের প্রতি মনোযোগ স্থীর করা, জেনে শুনে অশ্লীলতার জগতের ধ্যানে নিজেকে বিভোর রাখা এবং আল্লাহর পানাহ! অশ্লীল কর্মকান্ডের কল্পনার মাধ্যমে স্বাদ অর্জনকারীদেরকে বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত।

(সিরাজে মুনীর, শরহে জামে সগীর, ৩/৮৪)

আয়ে না মুঝ কো ওয়াসওয়াসে আওর গান্ধে খিয়ালাত
আল্লাহ! নিকাল জায়ে হার ইক দিল সে বুড়ী বাত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

উত্তম কথা বলার ৮টি মাদানী ফুল

(১) মুচকি হেসে হাস্য-উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে কথাবার্তা বলা সুন্নাত।

(২) কথাবার্তা বলার সময় ছোটদের সাথে স্নেহ পূর্ণ এবং বড়দের সাথে শিষ্টাচারমূলক আচরণ বজায় রাখুন, اِنْ شَآءَ الله উভয়ের কাছ থেকে আপনি সম্মান পাবেন।

(৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা সুন্নাত নয়।

(৪) কথাবার্তার মাঝখানে একে অপরের হাতে হাত তালি দেয়া ঠিক নয়, এটা সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তির আচরণের বিপরীত।

(সীরাতুল জিনান, ৭/ ৫০২-৫০৩)

(৫) কথাবার্তা বলার সময় অপরের সামনে বার বার নাক পরিষ্কার করতে থাকা, নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করতে থাকা,থুথু ফেলা, শরীরের ময়লা বের করা, সতরের স্থান স্পর্শ করা বা চুলকানো ভালো কাজ নয়, বিনা প্রয়োজনে একাকীও একাজ না করা উচিত।

(৬) যতক্ষণ পর্যন্ত অপরজন কথা বলবে, এদিক সেদিক দেখার পরিবর্তে তার দিকে পূর্ণ মনোযোগী হয়ে ধৈর্য্য সহকারে শুনা উচিত, মধ্যখানে বলাটাও উচিত নয়, কারো কথা কেটে বলাটা আদবের বিপরীত। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো কথা কেটে বলতেন না তবে কেউ যদি সীমালঙ্ঘন করতো তবে তাকে থামিয়ে দিতো বা সেখান থেকে উঠে যেতেন। (শামায়িলে তিরমিযী, ২০০ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

(৭) যে থেমে থেমে কথা বলে বা তোৎলার অনুপস্থিতে তার নকল করবেন না, কেননা এটা গীবত, আর তার সামনে নকল করাটা তার অন্তরে কষ্ট প্রদানের কারণ হয়।

(৮) অধিক কথা বলা এবং কথাবার্তার মাঝখানে অট্টহাসি দেয়ার দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারী ১৫টি বাণী

(১) হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি এই সম্মান ও মর্যাদা পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছেছেন? তিন উত্তর দিলেন: সত্য বলা, আমানত পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া এবং অহেতুক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯২৫, আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৬/৪৬২ পৃষ্ঠা)

(২) ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে কথা (কাউকে তার সংশোধনের জন্য) সবার সামনে বলা হয় সেটাকে বকা ঝকা ও অসম্মাণিত করার মধ্যে গন্য করা হয়, আর যে কথা (কাউকে সংশোধনের জন্য) একাকী বলা হয় সেটাকে স্নেহ ও উপদেশ হিসাবে গন্য করা হয়। (ইহইয়াউল উলুম, উর্দু ২/৬৫৯)

(৩) চারটি বিষয় চারটি বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়: ১. "চুপ থাকা" নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। ২. "নেকী" বুযুর্গীর দিকে। ৩. "দানশীলতা" নেতৃত্বের দিকে, আর (৪) "শোকর" নেয়ামত বৃদ্ধির দিকে। (দ্বীন দুনিয়াকী আনুকা বাতে, ১/৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) "মানুষের কথা বলা" তার মর্যাদা বর্ণনা ও বুদ্ধির বহি:প্রকাশ হয়ে থাকে, সুতরাং তাকে ভালো এবং সামান্য কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখো। (অর্থাৎ বলার দ্বারা ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাই কম বলো যাতে গোপন থাকে। কথা বলতে থাকার দ্বারা তার মধ্যে লুকায়িত জ্ঞানের স্বল্পতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ হতে পারে।)

(৫) মানুষকে তার কথাবার্তার মাধ্যমে চেনা যায় এবং নিজের কাজের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ হয়, সুতরাং সঠিক কথা বলো (আর শুধু ভালো কাজই করো)

(৬) যে নিজেকে নিজে চিনে, নিজের জিহ্বাকে হিফাযত করে, অহেতুক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না এবং আপন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান হানি করে না তবে সে সর্বদা নিরাপদ থাকবে ও তাকে লজ্জায় কম পড়তে হবে।

(৭) নিশ্চুপ থাকার অভ্যাস গড়ো এবং সত্যবাদী হয়ে থাকো কেননা নিশ্চুপ থাকাটা হিফাযতকারী ও সত্যবাদিতা সম্মান প্রদানকারী হয়ে থাকে।

(৮) যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে বিবেকবান লোক তার পাশ এড়িয়ে চলে এবং দূরে পালিয়ে যায়।

(৯) যে ব্যক্তি নিজের কথাবার্তার ক্ষেত্রে সত্য কথা বলে তার সচ্ছরিত্র বৃদ্ধি পায়।

www.dawateislami.net

(১০) এমন নিরবতা যদ্ধারা প্রশান্তি পাওয়া যায়,ঐ কথাবার্তা থেকে উত্তম যদ্ধারা লজ্জিত হতে হয়।

(১১) যে ব্যক্তি অনুচিত কথাবার্তা বলে তাকে অপছন্দনীয় কথা শুনতে হয়।

(১২) জিহ্বার আঘাত তরবারীর আঘাতের চেয়ে অধিক ভয়াবহ।

(১৩) মূর্খের অহেতুক ও কষ্ট দায়ক কথায় চুপ থাকা তার জন্য উপযুক্ত জবাব এবং ঐ মূর্খের জন্য খুব কষ্টের কারণ হয়ে থাকে।

(১৪) জিহ্বা এমন কর্তনকারী তরবারী যার আক্রমন থেকে বাঁচা সম্ভব নয় আর কথা এমন বের হওয়া তীর যেটাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। (দ্বীন ও দুনিয়া কি আনুকী বাতে, ১/৮৫-৮৮ পৃষ্ঠা)

(১৫) কাউকে নিজের গোপন কথা বলো না, যে কথা দুই ঠোঁটের মধ্যে নিরাপদ নয় তা কোথাও নিরাপদ হতে পারে না।

উপদেশ পূর্ণ ৫০টি মনোমুগ্ধকর কথা

(এই কথাগুলো সোস্যাল মিডিয়া ইত্যাদি থেকে নিয়ে পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।)

(১) সুতা ও জিহ্বা সাধারনত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এজন্য সুতাকে মুড়িয়ে রাখুন আর জিহ্বাকে সংযত রাখুন।

(২) সুগার (এর রোগ) মিষ্টি খাওয়ার দ্বারা হয়ে থাকে, মিষ্টি বলার দ্বারা নয়।

www.dawateislami.net

(৩) যখন চাকু, ছুরি, তীর এবং তরবারী বসে চিন্তা করছিল যে, কে অধিক গভীর ক্ষত করে থাকে, তখন শব্দাবলী পিছে বসে মুচকি হাসছিল (অর্থাৎ বাক্য তথা জিহ্বার আঘাতই সবচেয়ে গভীর ক্ষত হয়ে থাকে।)

(৪) যে সব কথার দ্বারা মানুষ মণ মণ মাটির নিচে শুয়ে যায় ঐসব কথার উপর হালকা মাটি দিয়ে দুনিয়ায় শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

(৫) ছুরি দিয়ে নয় জিহ্বা দ্বারাও জবেহ করা যায়, শুধু গুলিই প্রাণ নাশ করে না, দুর্ব্যবহারও প্রাণ নাশ করে থাকে, নিঃসন্দেহে গুলি ও ছুরি দুনিয়া থেকে নিঃশেষ করে দেয় কিন্তু জিহ্বার আঘাত ও দুর্ব্যবহার গলায় ফাঁস লাগিয়ে না বাঁচতে দেয় না মৃত্যু বরণ করতে দেয়।

(৬) তখন বলুন, যখন আপনার কথা আপনার চুপ থাকার চেয়ে অধিক উপকারী ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়।

(৭) তোতা পাখি মরিচ খাওয়ার পরও মিষ্টি কথা বলে অথচ মানুষ অনেক সময় মিষ্টি খাওয়ার পরও তিক্ত কথা বলে।

(৮) মিষ্ট ভাষী লোক "বিষ"ও বিক্রি করতে পারে অথচ তিক্তভাষি "মধ"ুও বিক্রি করতে পারে না।

(৯) যেভাবে ফল ক্রয় করার সময় "মিষ্টি ফল" বাচায় করেন তেমনিভাবে কথাবার্তা বলার সময়ও "মিষ্টি ভাষা" বাচায় করুন।

www.dawateislami.net

(১০) যেভাবে ছোট ছোট গর্ত বদ্ধ কক্ষে সূর্য উদয়ের কথা জানান দেয়, তেমনি ভাবে ছোট ছোট কথাও মানুষের কর্মকান্ডের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

(১১) নিঃসন্দেহে কথারও গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু অনেক সময় কথার ধরনের প্রভাব অনেক বেশি হয়ে থাকে।

(১২) সর্বদা "মিষ্টি" কথা বলো, যদি কখনো ফিরিয়ে নিতে হয় তখন "তিক্ত" লাগবে না।

(১৩) কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য জিহ্বা সময় দেয় না, আর সময় যখন উত্তর দেয় তখন সে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়।

(১৪) বলা হয়: সামান্য কথার দ্বারা সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলো অথচ ঐ "সামান্য কথার"পিছনে অনেক সময় "অনেক কথায়" হয়ে থাকে, আর ঐ সামান্য কথা প্রকৃত পক্ষে সহশীলতার চূড়ান্ত সোপান হয়ে থাকে।

(১৫) মানুষ তার ভাষার পেছনে লুকায়িত, যদি তাকে বুঝতে চান তাহলে তাকে বলতে দিন।

(১৬) কথার দাঁত নেই কিন্তু সে কাটতে থাকে আর যখন সে কাটতে থাকে তখন তার ক্ষত সহজেই পূর্ণ হয়না।

(১৭) অনেক সময় মানুষ নরম ভাবে এমন গরম কথা বলে যে, ঐ শব্দাবলীর উত্তপ্ততা ঠান্ডা হতে (অর্থাৎ ভূলতে) সারা জীবন প্রয়োজন হয়।

(১৮) জ্ঞান বুদ্ধি কমে গেলে তখন জিহ্বা লম্বা হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

(১৯) "মেশিনে" জং (মরিচা) লেগে গেলে তখন যন্ত্রাংশ (অর্থাৎ PARTS) শোরগোল করতে থাকে আর যখন "বিবেকে" জং (মরিচা) ধরে তখন জিহবা অনর্থক কথাতে লেগে যায়।

(২০) ভেবে চিন্তে বলুন কারণ আপনার কথা কারো অন্তরকে ঘৃনিতভাবে ভেঙ্গে দিতে পারে।

(২১) সুন্দর ভাবে কথা বলার দ্বারা কথা বুঝে আসে এবং অন্তরে বসে যায়, কেননা অনেক সময় জাদু কথার মধ্যে কম এবং কথা বলার ধরনের মধ্যে অধিক হয়ে থাকে।

(২২) এমনি তো সবাই বলতে পারে কিন্তু কারো মস্তিষ্ক কথা বলে তো কারো চরিত্র।

(২৩) 'কথাবার্তা' এমন একটি আমল যার মাধ্যমে হয়ত মানুষ কারো মন জয় করে নেয় অথবা কারো অন্তর থেকে বের হয়ে যায়।

(২৪) দুটি মিষ্টি কথা, নিষ্ঠাপূর্ণ ভাষা এবং আদব সম্পন্ন আচরণ যে কারো মনকে সতেজ করতে পারে।

(২৫) তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে পূর্ণ বিষাক্ত ভাষা অনেক সময় কাউকে জীবিত অবস্থায় জীবন্ত লাশে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে।

(২৬-২৭) সমগ্র পৃথিবীর মধু জমা করে নিন কিন্তু মুখের একটি মিষ্টি কথা" ঐ (পৃথিবীর সব মধু) হতে অধিক মিষ্টি হয়ে থাকে আর সমগ্র পৃথিবীর বিষ জমা করে নিন কিন্তু মুখের একটি "তিক্ত কথা"র বিষ ঐ (পৃথিবীর সব বিষের) চেয়ে অধিক বিষাক্ত হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

(২৮) নিজের জিহ্বাকে তিক্ত কথা থেকে বাঁচানো অনেক বড় সফলতা।

(২৯) সুন্দর ও মিষ্টি কথার দ্বারা সমগ্র দুনিয়া জয় করতে পারে।

(৩০) জিহ্বার সাইজ যদিও কম কিন্তু অনেক কম লোকই তাকে সামলাতে পারে।

(৩১) শুধু নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রন করার দ্বারা আপনি অনেক বিপদ থেকে বাঁচতে পারবেন।

(৩২) যদি কাউকে সংশোধন করতে হয় তাহলে নম্র ভাষায় করুন, কেননা নম্র ভাষা সংশোধনের স্পৃহাকে জাগ্রত করে, যেখানে কঠোর ভাষা জেদ সৃষ্টি করে।

(৩৩) কিছু কথার উত্তর হলো শুধুই নিশ্চুপ থাকা, আর নিশ্চুপ থাকা অনেক বড় সুন্দর উত্তর।

(৩৪) পাখি নিজের পা এবং মানুষ নিজের জিহ্বার কারণে জালে ফেঁসে যায়।

(৩৫) কথাবার্তার ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করুন,কথার চেয়ে কথার ধরন অধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(৩৬) চামচ অপবিত্র হয়ে গেলে সেটাকে সামান্য পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্র করা যায়, কিন্তু জিহ্বা অপবিত্র হয়ে গেলে তা সাত সমুদ্রের পানিও পবিত্র করতে পারে না।

(৩৭) যদি কারো খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয় তবে তার চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু কোন কানে বিষ প্রয়োগ করা হয় তাহলে তার চিকিৎসা অনেক কঠিন হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

(৩৮) নিজের জিহ্বা দ্বারা মুসলমানকে সালাম করার অভ্যাস গড়ে তলুন, এর মাধ্যমে বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শত্রুর সংখ্যা কম হয়।

(৩৯) বাচ্চার ভাষাও অনেক সময় মানুষের ভালো ও মন্দ স্বভাবের রহস্য উন্মোচন করে দেয়।

(৪০) সর্বদা ছোট ছোট কথার মধ্যেও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যে, মানুষ পাহাড়ের সাথে নয় পাথরের সাথেও হোঁচট খেয়ে থাকে।

(৪১) কুধারণা ও মন্দ কথা দুটি এমন দোষ যা মানুষের সকল গুণাবলীকে বিনাশ তথা ক্ষতিতে রুপান্তরিত করতে পারে।

(৪২) ছোট ছোট কথা খেয়াল রাখার দ্বারা বেশি বেশি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

(৪৩) জিহ্বার হিফাযত করুন اِنْ شَآءَ الله সম্মান পাবেন,অন্যথায় অপমানকে স্বাগতম জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকুন।

(৪৪) আওয়াজ উঁচু করার পরিবর্তে নিজের প্রমাণ তথা যোগ্যতাকে উচু করুন, ফুল বৃষ্টির পানিতে ফুটে,মেঘের গর্জনে নয়।

(৪৫) এক বার মিথ্যা বলার দ্বারা আপনার সবসময়ের সত্যবাদীতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে!

(৪৬) বুদ্ধিমান লোক ততক্ষন পর্যন্ত বলে না যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই চুপ হয়ে না যায়।

www.dawateislami.net

(৪৭) মন্দ কথা শুনে সাহস হারাবেন না, শোরগোল তথা চেচামেচি খেলোয়ার নয় দর্শক তথা তামাশাকারিরা করে।

(৪৮) কাউকে চার পয়সা দিয়ে খুশি করতে না পারলে তবে **"দু'টি মিষ্টি কথা"** বলে খুশি করে দিন।

(৪৯) মানুষের সাথে সর্বদা সদাচরণ করুন, اِنْ شَآءَ الله তার অন্তরের মধ্যে আপনার জন্য সর্বদা সম্মান বিদ্যমান থাকবে।

(৫০) আমার দোষ-ত্রুটি আমার সংশোধনের নিয়্যতে আমাকে বলুন, আমার অন্য কোন শাখা নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জিহ্বার ১৯টি মাদানী ফুল

(১) خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ উত্তম কথা হলো তা যা সংক্ষিপ্ত ও তথ্য বহুল হয়ে থাকে।

(২) عَيْبُ الْكَلَامِ تَطْوِيْلُهٗ অপ্রয়োজনে কথাবার্তা দীর্ঘায়িত করা কথার দোষ-ত্রুটি।

(৩) بَلَاءُ الْاِنْسَانِ مِنَ اللِّسَانِ মানুষের উপর বিপদ জিহ্বার কারণে এসে থাকে।

(৪) لِسَانُكَ دَاءٌ مَا لَهٗ دَوَاءٌ তোমার জিহ্বার ভুল ব্যবহার করা এমন একটি রোগ যে রোগের কোন ঔষধ নাই।

(৫) لَا تُكْثِرْ كَلَامَكَ فَيَقِلَّ مَقَامُكَ অতিরিক্ত কথাবার্তা বলো না, অন্যতায় তোমার সম্মান ও মর্যাদা কমে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(৬) حِفْظُ اللِّسَانِ سَلَامَةُ الْاِنْسَانِ জিহ্বার হিফাযতের মধ্যে মানুষের নিরাপত্তা রয়েছে।

(৭) يَمُوْتُ الْفَتٰى مِنْ عَثْرَةٍ بِلِسَانِهٖ وَلَيْسَ يَمُوْتُ مِنْ عَثْرَةِ الرِّجْلِ যুবক তার জিহ্বার পদস্খলনের কারণে মারা যায়, পায়ের পদস্খলনের দ্বারা নয়।

(৮) خَيْرُ الْخِلَالِ حِفْظُ اللِّسَانِ জিহ্বার হিফাযত সর্বোত্তম বৈশিষ্ট ও অভ্যাস।

(৯) صَدْرُكَ اَوْسَعُ لِسِرِّكَ তোমার নিজের বক্ষ নিজের গোপন বিষয়ের জন্য প্রশস্ত জায়গা সুতরাং নিজের দূর্বলতা কাউকে বলবে না।

(১০) مَا اَصْغَرَ اللِّسَانَ وَمَا اَكْثَرَ نَفْعَهٗ وَ ضَرَرَهٗ জিহ্বা কতোই না ছোট কিন্তু এর লাভ ও ক্ষতি খুব বেশি হয়ে থাকে।

(১১) جُرْحُ اللِّسَانِ اَنْكٰى مِنْ جُرْحِ السِّهَامِ জিহ্বার আঘাত তীরের আঘাতের চেয়ে অধিক যন্ত্রনাদায়ক হয়ে থাকে।

(১২) مَنْ حَفِظَ لِسَانَهٗ نَجَا مِنَ الشَّرِّ كُلِّه যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে হিফাযত করলো, সে অনেক অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেলো।

(১৩) لَا تَتْرُكْ لِسَانَكَ يَقْطَعُ عُنُقَكَ নিজের জিহ্বাকে এমনভাবে উন্মুক্ত রেখো না যে, তোমার গর্দান কেটে দেয়।

(১৪) مَنْ كَثُرَ كَلَامُهٗ قَلَّ فِعْلُهٗ যার কথা বেশি হয় তার কাজ কম হয়।

(১৫) مَنْ كَثُرَ كَلَامُهٗ كَثُرَ مَلَامُهٗ যে ব্যক্তি অধিক কথাবার্তা বলে তাকে অধিক লজ্জিতও হতে হয়।

(১৬) مَنْ عَذُبَ لِسَانُهٗ كَثُرَ اِخْوَانُهٗ যার মুখের ভাষা মিষ্টি হয় তার বন্ধুও অধিক হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

(১৭) اَللِّسَانُ مِفْتَاحُ الْخَيْرِوَالشَّرِّ ভালো ও মন্দের চাবি হলো জিহ্বা।

(১৮) اَلْحَرْبُ اَوَّلُهَا كَلَامٌ লড়াইয়ের সূচনা কথার দ্বারা হয়ে থাকে।

(১৯) لِيْنُ الْكَلَامِ قَيْدُ الْقُلُوْبِ নম্র ভাষা মন জয় করে নেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১১টি কথোপকথন

(কথোপকথন: অর্থাৎ ঐ শব্দাবলী বা বাক্য যেগুলো ভাষাবিদরা আভিধানিক অর্থের উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত শব্দ দ্বারা কোন বিশেষ কিছু অর্থের জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছে)

(১) ভাষা পরিবর্তন করার চেয়ে গুলি পরিবর্তন করা উত্তম। (অর্থাৎ ওয়াদা রক্ষা করতে না পারার চেয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হওয়াটা উত্তম।)

(২) ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখা (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য জীবন বাজি রাখা)

(৩) মুখ থেকে ফুলের বর্ষণ করা। (অর্থাৎ অত্যন্ত মিষ্টি কথা বলা)

(৪) মুখ কাঁচির মতো ব্যবহার করা। (অর্থাৎ অনেক দ্রুততার সাথে কথাবার্তা বলা।)

(৫) জিহ্বায় লাগাম দাও (অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করে কথা বলো)

(৬) জিহ্বা নাড়াচাড়া করার দ্বারা কাজ হয়ে থাকে অর্থাৎ বলা, শুনার দ্বারা কাজ হয়ে থাকে। আর সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

(৭) প্রথমে ওজন করো তারপর বলো (অর্থাৎ: প্রথমে চিন্তা ভাবনা করে নাও, কথা বলা উচিত হলে বলো অন্যতায় চুপ থাকো।)

www.dawateislami.net

(৮) এক চুপ শত সুখ। (অর্থাৎ চুপ থাকার মধ্যে শান্তিই শান্তি।)

(৯) এক চুপ শতজনকে পরাজিত করে। (অর্থাৎ যারা চুপ থাকে তারা সফল হয়।)

(১০) যে কথা দুই ঠোঁটের মধ্যে নিরাপদ নয় তা কোথাও নিরাপদ নয়। (অর্থাৎ কাউকে গোপন কথা বলে এটা আশা করা অনর্থক যে, অন্য কেউ জানবে না।)

(১১) মুখের ভাষার মধ্যে ঝড়তা থাকা। (অর্থাৎ তুমি তুমি আমি আমি করাকে পছন্দ করা।

গুনাহের অভ্যাস থেকে তাওবা করার সৌভাগ্য হলো

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে কথাবার্তাও আমল, যদি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তো সাওয়াব, গুনাহ পূর্ণ হলে তো শাস্তি, আর অশ্লীল কথাবার্তা হলে তো পরকালে হিসাব দিতে হবে। এ সকল বিষয় জানার জন্য এবং আমলের স্পৃহা বৃদ্ধি করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণ ও শিখানোর মাদানী কাফেলায় সফর করাতে উপকারীতা রয়েছে। একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করা হচ্ছেঃ করাচীর লাইনযাইরিয়া এলাকার এক যুবক দ্বীনি পরিবেশে আসার পূর্বে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করতো। মিথ্যা বলা, পিতা মাতার অবাধ্যতা, কথায় কথায় রাগ করা, নাজায়িয আংটি ও ব্রেসলেট পড়া এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুলের নখ খুব বড় করা ইত্যাদি তার জীবন যাপনের অংশ হয়ে গিয়েছিল। লোকজনের বুঝানো সত্বেও কোন উপকার হয়নি, অবশেষে ইসলামী ভাইদের

www.dawateislami.net

একক প্রচেষ্টার বরকতে তার দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত শিখার ও শিখানোর তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন হয়। মাদানী কাফেলার বরকতে এটা প্রকাশ হলো যে, সে মিথ্যা বলার মতো মন্দ অভ্যাস থেকে তাওবা করলো এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুলে বর্ধিত নখ যা নিষেধ করা সত্ত্বেও কাটতো না তা মাদানী কাফেলায় সফরের মাঝেই কেটে ফেললো। আরো প্রকাশিত হলো যে, সে নিজের মন্দ অভ্যাস থেকে তাওবা করে ভালো ভালো নিয়্যত করলো, পিতা মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে সন্তুষ্টি করবো, নিজের রাগকে দমন করবো, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে আমি নিজেও অংশ করবো এবং অপরকেও এর দাওয়াত দিবো।

হে আশিকানে রাসূল! এই মাদানী বাহারে আপনারা শুনলেন যে, সে যুবক ইসলামী ভাই নাজায়িয আংটি ও চেইন পরিধান করতো, এ প্রসঙ্গে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "রফিকুল হারামাঈন" ৮২ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: ইসলামী ভাই যখনই আংটি পরিধান করবে তখন শুধুমাত্র রুপার তৈরী সাড়ে চার মাশা (অর্থাৎ ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলি: গ্রাম) থেকে কম ওজনের একটি আংটি পড়বে। একটির চেয়ে বেশি পড়বে না, আর ঐ একটি আংটিতে পাথরও যেন একটিই হয়, একের চেয়ে অধিক পাথর যেন না হয়, আবার পাথর বিহীন আংটিও পড়বে না। আংটির ওজনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, রুপার বা অন্য কোন ধাতুর রিং (মদীনা শরীফেরই

www.dawateislami.net

হোক না কেন) বা রুপার বর্নিত ওজন ইত্যাদি ব্যতীত কোন ধাতু (ধাতু (METAL) যেমন: স্বর্ণ, তামা, লোহা, পিতল, স্টীল ইত্যাদি) আংটি পড়তে পারবে না। স্বর্ণ রূপা বা অন্য কোন ধাতুর চেইন গলায় পরিধান করা গুনাহ।

এছাড়া মাদানী বাহারের মধ্যে এটাও ছিল যে, সে যুবক "হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের নখ অনেক বড় করে রাখতো, এই ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা হলো এটাই যে, চল্লিশ দিনের অধিক নখ বা বগলের পশম, বা নাভির নিচের পশম রাখার অনুমতি নেই, চল্লিশ দিনের পর রাখার দ্বারা গুনাহগার হবে, এক অর্ধবার করার দ্বারা সগিরা গুনাহ (অর্থাৎ ছোট গুনাহ) হবে, অভ্যাসটা নিয়মিত করার দ্বারা কবিরা গুনাহ (বড় গুনাহ) হয়ে যাবে, দুস্কৃতি হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/৬৭৮)

সুন্নাতে শিখনে তিন দিন কেলিয়ে,
হার মাহিনে চলে কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে মুস্তফার প্রতিপালক! আমাদেরকে কথাবার্তা বলার আদবের উপর আমল করার সামর্থ্য দান করো, আর আমাদের মুখ থেকে কখনো তোমার অসন্তুষ্ট মূলক কথা যেন বের না হয়।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

নেকীর দাওয়াত (সংক্ষিপ্ত)

আমরা আল্লাহ পাকের গুনাহগার বান্দা এবং তাঁর প্রিয় হাবীব হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম। নিঃসন্দেহে জীবন সংক্ষিপ্ত, আমরা সবসময় মৃত্যুর নিকটবর্তী হতে চলেছি। আমাদেরকে দ্রুত অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ পাকের নির্দেশ মান্য করা এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করার মধ্যে মুক্তি রয়েছে।

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী" একটি মাদানী কাফেলা ..... আপনার এলাকায় ..... মসজিদে এসেছি। আমরা নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। মসজিদে এখনো দরস অব্যাহত আছে, দরসে অংশ গ্রহণ করার জন্য দয়া করে এখনো চলুন, আমরা আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি, আসুন! আমরা সেখানে যায়! (যদি সে প্রস্তুত না থাকে তাহলে বলবেন) যদি এখন আসতে না পারেন তাহলে মাগরিবের নামায ঐখানে আদায় করবেন। নামাযের পর اِنْ شَآءَ الله সুন্নাতে ভরা বয়ান হবে, আপনার নিকট আবেদন অবশ্যই বয়ান শুনবেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে এবং আপনাকে উভয় জগতের কল্যাণ নসীব করুক। اٰمِين

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার ফযীলত

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি "অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার ফযীলত" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে অশ্লীলতা থেকে বাঁচাও, নেককার বানাও, বারবার হজ্ব ও মদীনা শরীফের যিয়ারত নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়া কাজে এসে গেলো

হযরত আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার মরহুম প্রতিবেশীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন? সে বললো, আমি ভয়ানক বিপদে পতিত হলাম, মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তরও আমার মনে পড়ছে না, আমি মনে মনে ধারনা করলাম যে, হয়তঃ আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হয়নি! এতটুকুতেই আওয়াজ আসলো, দুনিয়ার মধ্যে জিহ্বাকে অপ্রয়োজনে ব্যবহার

www.dawateislami.net

করার কারণে তোমাকে এই শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। এখন আযাবের ফেরেশতা আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইতিমধ্যে এক সুন্দর উজ্জল ও সুগন্ধযুক্ত ব্যক্তি আমার এবং আযাবের মধ্যখানে দেয়াল হয়ে গেল। আর তিনি আমাকে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং আমি তাঁর মতো করে উত্তর দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আযাব আমার থেকে দূর হয়েগেল। আমি ঐ বুযুর্গকে আরয করলাম: আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুক আপনি কে? বললেন: তোমার অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে সৃষ্টি হয়েছি আর আমাকে প্রত্যেক বিপদে তোমাকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। (আল কাওলুল বদী ২৬০)

আপ কা নামে নামী আয় সাল্লে আলা,
হার জাগা হার মুসিবত মে কাম আগিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে দূর্ভাগ্যজনক ভাবে নিশ্চুপ থাকা ব্যক্তি খুব কম পাওয়া যায়, অনেকের মুখ তো সারা দিন চলতে থাকে, শুধু শয়ন করার সময় জিহ্বা কিছুটা আরামে থাকে। আবার অনেকে তো ঘুমের মধ্যেও কথাবার্তা বলতে থাকে, যে বেশি কথা বলে অনেক সময় তার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথাও বের হতে পারে, গীবতও হতে পারে, চুগলখোরী করতে পারে, রহস্যও ফাঁস হয়ে যেতে পারে, মানুষের মনে কষ্টও দিতে পারে, প্রতিটি কথা কাঁচির

www.dawateislami.net

মতো কাঁটতে থাকার কারণে নিজের মর্যাদাও হারাতে হয়, অনেক সময় এমনও হয় যে, বলার পর নিরব ও আফসোস করতে হয়, অতঃপর বাচাল ব্যক্তির বকবক করার দ্বারা অন্য লোকেরাও বিরক্ত হয়ে যায়, লোকেরা বিরক্ত হয়ে তার পিছু ছাড়তে চেষ্টা করে, মোটকথা বেশি কথা বলার দ্বারা অসংখ্য ক্ষতি হয়। এজন্যই তো কেউ বলেছেন, না বলার মধ্যে ৯টি গুণ (অর্থাৎ না বলার মধ্যে ৯টি সৌন্দর্যতা) কেননা নিশ্চুপ ব্যক্তি অনেক বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বিনা প্রয়োজনে কথাবার্তা বলা থেকে রক্ষা করুন এবং জিহ্বার বিপদ থেকে হিফাযত করুন। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অহেতুক কথাবার্তা আল্লাহ পাকের অপছন্দ

আল্লাহ পাক অনর্থক কথাবার্তাকে অপছন্দ করেন। পারা ১৮, সূরা মু'মিনুন, আয়াত নং ৩ এ, অনর্থক কথাবার্তা সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করে না।

www.dawateislami.net

আয়াতে মোবারাকার তাফসীর

এই আয়াতে মোবারাকার মধ্যে সফলতা অর্জনকারী মুমিনদের আরেকটি গুণ বর্ণনা করেছেন, সে সকল প্রকার রক্তপাত থেকে বেঁচে থাকবে। এই আয়াতে মোবারাকায় "**لَغْو**" এর আলোচনা করা হয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় তাফসীরে সীরাতুল জিনান ৬ষ্ঠ খন্ড ৪৯৯-৫০১ পৃষ্ঠায় রয়েছে, আল্লামা আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**لَغْو**" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঐ কথা, কাজ ও অপছন্দনীয় অথবা মুবাহ কাজ যার দ্বারা মুসলমানের দ্বীনি ও দুনিয়াবী কোন উপকারীতা অর্জন হয় না, যেমন: হাসি ঠাট্টা, অহেতুক কথাবার্তা, খেলা করা, অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা, কামনা চরিতার্থে লেগে থাকা ইত্যাদি ঐ সকল কাজ যা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন। সারমর্ম হলো যে, মুসলমানকে নিজের আখিরাত ভালো করার জন্য নেক আমল করার ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকা উচিত বা সে নিজের জীবন অতিবাহিত করার জন্য যথা সম্ভব হালাল আয়ের চেষ্টা করতে থাকবে। (তাফসীরে সাভী ৩, ৪/ ১৩৭৫-১৩৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার উৎসাহ প্রদান

হাদীসে মোবারাকায় অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কাজ থেকে বাঁচার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, অতঃপর হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

www.dawateislami.net

করেন: মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য্যতার মধ্যে থেকে এটা হলো যে, সে যেন অপ্রয়োজনীয় জিনিস ছেড়ে দেয়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪০৩, হাদীস: ১৭১৮) অর্থাৎ যে জিনিস অপ্রয়োজনীয় তাতে না পড়া, মুখ, অন্তর ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অহেতুক কথার দিকে মনোযোগী না করা।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুক্তি কি?

হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: মুক্তি কি? ইরশাদ করলেন: নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো এবং তোমার ঘর যেন তোমার জন্য সুযোগ রাখে (অর্থাৎ অহেতুক এদিক সেদিক যাবে না) আর নিজের ভুলের জন্য অশ্রু প্রবাহিত করো। (তিরমিযী ৪/১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জিহ্বা হিফাযত করার প্রয়োজনীয়তা ও তার উপকারীতা এবং ক্ষতি

মনে রাখবেন! জিহ্বার হিফাযত ও বাতুলতা এবং অহেতুক ও নিরর্থকতা থেকে সেটাকে বিরত রাখা অনেক জরুরী, কেননা অধিক অবাধ্যতা ও সবচেয়ে বেশি ফ্যাসাদ ও ক্ষতি এই জিহ্বার দ্বারা প্রকাশ হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রন করে না ও

www.dawateislami.net

তার লাগাম ছেড়ে দেয় তখন শয়তান তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। জিহ্বার হিফাযতের একটি উপকারীতা এটাও যে, এর দ্বারা নেক আমলের হিফাযত হয়ে থাকে, কেননা যে ব্যক্তি জিহ্বার হিফাযত করে না বরং সবসময় কথাবার্তা বলায় ব্যস্ত থাকে তখন এই ধরনের ব্যক্তি মানুষের গীবতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে না, এভাবে তার থেকে কুফরী বাক্য প্রকাশ হওয়ার (RISK) সম্ভাবনা থাকে। আর এই দুটি এমন আমল যার দ্বারা বান্দার নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়।

খেজুরের প্লেট (ঘটনা)

হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র নিকট কোন ব্যক্তি বলল: অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে, এটা শুনে তিনি গীবতকারী ব্যক্তিকে খেজুরের প্লেট ভর্তি করে পাঠিয়ে দিলেন এবং সাথে এটাও বলে দিলেন, শুনলাম তুমি আমাকে নেকীর হাদিয়া (অর্থাৎ GIFT) দিয়েছো তাই আমি তার প্রতিদান প্রদান করাকে উত্তম মনে করেছি (এই জন্য খেজুরের এই প্লেট উপস্থিত বা প্রেরণ করা হলো) (মিনহাজুল আবেদীন ৬৫ পৃষ্ঠা)

লোকজন যেন তোমার দাঁত ফেলে না দেয়

আর আরেকটি উপকারীতা হলো এটাই যে, জিহ্বার হিফাযত করার দ্বারা মানুষ দুনিয়ার বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকে। অতঃপর হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মুখ থেকে এমন

www.dawateislami.net

কথা যেন বের না হয় যা শুনে লোকজন তোমার দাঁত ফেলে দেয়। আরেক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের জিহ্বাকে লাগামহীন ভাবে ছেড়ে দিও না, যাতে এটি তোমাকে ফ্যাসাদে লিপ্ত করিয়ে না দেয়। **(মিনহাজুল আবেদীন ৬৬ পৃষ্ঠা)**

একটি অনর্থক প্রশ্নের অন্য রকম শাস্তি

এছাড়া মুখের হিফযত না করার একটি ক্ষতি হলো এটাই যে, বান্দা নাজায়িয ও হারাম এবং অনর্থক কথায় ব্যস্ত হয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আর নিজের জীবনের মূল্যবান জিনিস "সময়" কে ধ্বংস করে দেয়। হযরত হাস্‌সান বিন সিনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি একটি বালা খানা (অর্থাৎ ঘরের ছাদের তৈরিকৃত একটি কক্ষ) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সেটার মালিকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এই বালা খানা তৈরিতে তোমার কতো দিন লেগেছে? এই প্রশ্ন করার পর তিনি নিজের অন্তরে খুব লজ্জা অনূভব করলেন, আর নফসকে লক্ষ্য করে এটাই বললেন: হে অহঙ্কারী নফস! তুমি অনর্থক ও অর্থহীন প্রশ্নে মূল্যবান সময়কে নষ্ট করছো! অতঃপর তিনি এই অনর্থক প্রশ্নের কাফফারা স্বরূপ এক বছর রোযা রাখলেন। **(মিনহাজুল আবেদীন ৬৫ পৃষ্ঠা)**

জাহান্নামের শাস্তি কেউ সহ্য করতে পারবে না

আরেকটি ক্ষতি হলো এটাই যে, নাজায়িয ও হারাম কথাবার্তার কারণে মানুষ কিয়ামতের দিন জাহান্নামের বেদনাদায়ক

www.dawateislami.net

শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে, যা সহ্য করার শক্তি কারো নেই, সুতরাং নিরাপত্তা এরই মধ্যে রয়েছে যে, বান্দা নিজের জিহ্বাকে হিফাযত করবে এবং এটাকে ঐ বিষয়ের জন্য ব্যবহার করবে যা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার প্রদান করবে। আল্লাহ পাক সকল মুসলমানকে জিহ্বার হিফাযত ও সংযত করার সামর্থ্য দান করুক।

اٰمِين **(সীরাতুল জিনান ৬/৪৯৯-৫০১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভারী আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের ব্যাপারে বলবো না যা শরীরে হালকা আর মিযানে (অর্থাত: SCALE) ভারী হবে? আমি আরয করলাম কেন নয়! ইরশাদ করলেন: তা হলো চুপ থাকা, উত্তম চরিত্র, এবং অনর্থক কথাবার্তা ছেড়ে দেয়া।

(আস সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া মাআ মাওসুআতি, ৭/৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানুষের সৌন্দর্য কি?

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন চাচা হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: আপনার সৌন্দর্য আমাকে বিস্ময় করে দিয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের সৌন্দর্য কি? নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তার জিহ্বা।

(আদাবুদ দুনিয়া অর দ্বীন, ২৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপদেশ

জান্নাতী যুবকদের সর্দার সাহাবী ইবনে সাহাবী ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি আমার নানাজান নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি যে উপদেশ প্রদান করতে শুনেছি তার মধ্যে একটি হলো এটাই: সুসংবাদ তার জন্য যে অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত রয়েছে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/২৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮১৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর দোয়া

হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিন বার এই কথাটি ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ পাক তার উপর দয়া করুক! যে কথা বলে তো উপকার (সাওয়াব) লাভ করে আর চুপ থাকে তো নিরাপদ থাকে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪/২৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৩৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

আল্লাহ পাকের দয়ার দৃষ্টি ফিরে যাওয়ার আলামত

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বান্দা অহেতুক কাজে লিপ্ত হওয়া এই কথারই আলামত (চিহ্ন) আল্লাহ পাক তার থেকে আপন দয়ার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। **(আত তামহীদ লিইবনে আব্দুল বার, ৪/১৭৯)**

তার গুনাহ সবচেয়ে বেশি যে অনর্থক কথা বলে

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক তার গুনাহই হবে যে সবচেয়ে অধিক অহেতুক, অনর্থক কথা বলবে।

(জামে সগীর ৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৮৬)

হাদীসের ব্যাখ্যা: এই জন্য যে, যে অধিক কথা বলবে তাতে অহেতুক এবং শরীয়তের বিপরীত কথাও অধিক হবে, তখন শরীয়তের বিপরীত কথাবার্তা বলার দ্বারা তার গুনাহ বৃদ্ধি পাবে আর এই দিকে তার মনোযোগও থাকবে না।

(আত তাইসীর শরহে আল জামেউস সগীর, ১/২০০ পৃষ্ঠা, ফতোওয়ায়ে রযবিয়া ২৮/৬৪৫ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আবু আউফার উত্তম আলোচনা

আসুন! এই রেওয়ায়েতটির বর্ণনাকারী প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র পবিত্র জীবনী শুনি, তাঁর নাম আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা, আর কুনিয়াত বা উপনাম আবু মুয়াবিয়া।

www.dawateislami.net

যাকাত প্রদানকারীর জন্য দোয়া

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বর্ণনা করেন: হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র খিদমতে আমার সাম্মানিত পিতা (আবি আউফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا যাকাত নিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই দোয়া দিলেন: اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ اَبِیۡ اَوۡفٰی অর্থাৎ হে আল্লাহ! আবু আউফার পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করো। (বুখারী ১/৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৯৭)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গর্বের সাথে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে রইলেন যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র দোয়া আমি ও আমার সম্মানিত পিতা পেয়ে গেলাম। কেউ কেউ বলেন এখানে اٰل শব্দটি (পরিবার) অতিরিক্ত কিন্তু সঠিক এটাই যে, اٰل শব্দটি আপন অর্থের মধ্যে রয়েছে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুধু ঐ লোকদের জন্য নয় বরং তাঁর বাচ্চাসহ পরিবারের সকল সদস্যের জন্যও দোয়া করেছেন। (মিরাত ৩/১১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবীর সাহাবীর সাথে ইমাম আবু হানিফার সাক্ষাত

মিরাতে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কূফায় ৮৭ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত সর্বশেষ সাহাবী ছিলেন। তিনি ঐ সাহাবীর অন্তর্ভূক্ত যার সাথে হযরত ইমাম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'র সাথে সাক্ষাত হয়, কেননা তাঁর ওফাতের সময়

www.dawateislami.net

ইমামে আযমের বয়স ৭ বছর (কারো কারো মতে ১৭ বছর (নুযহাতুল ক্বারী ১/৭০ পৃষ্ঠা) ছিল। (মিরাত ৫/৩৮২ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষণ হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অনর্থক কথা কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"ইহইয়াউল উলুম"এ** উল্লেখ করেন: যদি একটি বাক্য দ্বারা এই (বক্তার) উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে, আর সেই দুটি বাক্য ব্যবহার করে তখন অপর বাক্য অহেতুক অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক হবে। (ইহইয়াউল উলুম ৩/১৪১ পৃষ্ঠা) যদি এক শব্দ দ্বারা কাজ না হয় তাহলে এরুপ পরিস্থিতিতে দুই বা প্রয়োজন অনুসারে যতটুকু কথা বলবে তা অর্নথক নয়। যে জিনিসের মধ্যে ক্ষতি রয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তি রয়েছে তা থেকে বাঁচার জন্য তো প্রত্যেক বিবেকবান মুসলমানের চাহিদা, কিন্তু যে কথাবার্তা এমন হবে যা থেকে না উপকার লাভ করা যায় আর না ক্ষতিগ্রস্থও হয়, প্রকৃত পক্ষে সেটাও ক্ষতিকর কথা কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা হয়েছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তো যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠ করতে পারতো, তিলাওয়াতও করতে পারতো। এই উপকারীতাকে ধ্বংস করা ক্ষতি নয় তো আর কি? অতঃপর যখন অহেতুক কথাবার্তা শুরু হয়ে যায়

www.dawateislami.net

তখন অনেক সময় অগ্রসর হতে হতে মানুষের ক্ষতি ও গীবত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই জন্য চুপ থাকার মধ্যে কল্যাণ, বা আল্লাহ পাকের যিকির করবে, আর প্রয়োজন অনুসারে দুনিয়াবী অনেক কথাবার্তা যা জায়িয কাজের সাথে সম্পৃক্ত, দুনিয়াবী জায়িয কথার আধিক্যতাও অন্তরের মধ্যে কঠোরতা সৃষ্টি করার মাধ্যম হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নীরবতা পরকালের চিন্তা শূন্য হলে তা উদাসীনতা

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের যিকির হতে যে কথাবার্তা শূন্য তা অহেতুক কথাবার্তা আর যে নীরবতা পরকালের চিন্তা থেকে বিমূখ তা উদাসীনতা। আর যে দৃষ্টি শিক্ষা থেকে বিমূখ তা অনর্থক ও অহেতুক। ঐ ব্যক্তি বরকত সম্পন্ন যার কথাবার্তার মধ্যে আল্লাহ পাকের যিকির হয়ে থাকে, যার নীরবতার মধ্যে চিন্তা ভাবনা রয়েছে, যার দৃষ্টির মধ্যে শিক্ষা রয়েছে।

(তাম্বিহুল গাফেলীন ১১৫ পৃষ্ঠা)

উদাসীনতা কাকে বলে?

হে আশিকানে রাসূল! ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এটাও বলেছিলেন: যে নীরবতা পরকালের চিন্তা ভাবনা থেকে বিমূখ তা হলো উদাসীনতা। আসুন! জেনে নিই উদাসীনতা কাকে বলে, আত তা'রিফাত গ্রন্থে রয়েছে যে, اَلْغَفْلَة: مُتَابَعَةُ النَّفْسِ عَلٰى مَا تَشْتَهِيْهِ অর্থাৎ নফসকে কামনার দিকে ধাবিত করাকেই উদাসীনতা বলে। (আত তারিফাতি লিল জুরজানী, ১১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَالله স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

উদাসীনদের নিন্দা সম্পর্কে আল্লাহ পাক ৯ পারা, সূরা আরাফ, আয়াত ২০৫, ইরশাদ করেন:

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿۲۰۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপন প্রতিপালককে নিজের অন্তরে স্মরণ করুন সবিনয়ে ও ভয় সহকারে এবং মুখ থেকে উচু আওয়াজ বের হবে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় এবং উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

আমার তোমাদের উপর উদাসীনতার ভয় হয়

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে: আল্লাহ পাকের শপথ! আমার তোমাদের উপর দারিদ্রতার ভয় নেই কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তোমাদেরকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হবে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তোমরা এই দুনিয়ার কারণেই পূর্ববর্তী লোকদের মতো পরস্পর মোকাবেলা করবে, আর এটাই তোমাদেরকে উদাসীনতায় লিপ্ত করাবে যেভাবে তিনি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে উদাসীনতায় লিপ্ত করেছিলেন। **(বুখারী ৪/২২৫-২২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪২৫)**

বরং নামায কাযা হওয়ার কারণে কান্না করেছিল

"মুকাশাফাতুল কুলুব" এ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু আলী দক্কাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একজন অনেক বড় আল্লাহর অলি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কঠিন রোগাক্রান্ত ছিলেন, আমি সেবার জন্য উপস্থিত

www.dawateislami.net

হলাম, চারিদিকে শীষ্যদের ভিড় ছিলো, ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কান্না করছিলেন, আমি আরয করলাম: হে শায়খ! আপনি কি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়াতে কান্না করছেন? বললেন: না, বরং নামায কাযা হওয়ার কারণে কান্না করছি। আমি আরয করলাম: হুযুর! আপনার নামায কেন কাযা হলো? বললেন: আমি যখনই সিজদা দিতাম তখন উদাসীনতার সাথে দিতাম। আর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতাম তখন উদাসীনতার সাথে উঠাতাম, আর এখন উদাসীনতায় আমি মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করছি, অতঃপর এক দীর্ঘশ্বাস টেনে ৪টি আরবী পংক্তি পাঠ করেন যার অনুবাদ হলো এটাই: (১) আমি আমার পূনরুত্থান, কিয়ামতের দিন ও কবরে নিজের মুখমন্ডলের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছি। (২) আমি এতো সম্মান মর্যাদা লাভ করেছি এরপরও একা থাকতে হবে আর নিজের অপরাধের কারণে পাকড়াও করবে ও মাটি আমার বিছানা হবে। (৩) আমি আমার দীর্ঘ হিসাব ও আমলনামা দেওয়ার সময় অপমানের কথাও চিন্তা করছি। (৪) কিন্তু হে আমার সৃষ্টিকর্তা, আমার পালনকর্তা! আমি তোমার রহমতের আশা করছি, তুমিই আমার গুনাহসমূহ ক্ষমাকারী। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)

কান্না করতেই জাহান্নামে প্রবেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনার কেমন শিক্ষা রয়েছে! এই আল্লাহর অলিকে দেখুন যার প্রতিটি মূহুর্ত আল্লাহ পাকের

www.dawateislami.net

স্মরণে অতিবাহিত হয়, কিন্তু এরপরও বিনয়ের পর্যায়টা এমন ছিল যে, নিজের ইবাদত ও রিয়াযতকে কোন কিছুর বিনিময়ে উল্লেখও করেননি, আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষীতা এবং তার গোপন পরিকল্পনাকে ভয় করে অঝোর নয়নে কান্না করতে থাকেন। ঐ সকল উদাসীনদের প্রতি শতকোটি আফসোস! নেকীর নুন এর নুকতা পর্যন্ত যাদের মিযানের পাল্লায় নেই, একনিষ্ঠতার নাম নিশানা পর্যন্ত নেই কিন্তু অবস্থা এমন যে, নিজের ইবাদতের উচু আওয়াজের দাবি করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগন গুনাহ থেকে নিরাপদ হওয়ার পরও আল্লাহ পাকের ভয়ে থরথর করে কাঁপতেন এবং টপটপ করে অশ্রু ঝরাতেন। কিন্তু উদাসীন বান্দাদের অবস্থা এমন যে, নির্ভয়ে গুনাহ (অর্থাৎ অবাধ্যতা) ধারাবাহিক ভাবে চালাতে থাকে, নিজের গুনাহের সাধারণ ঘোষণা শুনাতে থাকে এরপরও তাতে উচ্চ স্বরে অট্টহাসি দিতে থাকে, তাদের একটু যদি লজ্জা হতো। কান খোলে শুনুন! মুকাশাফাতুল কুলুবে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: যে হাসতে হাসতে গুনাহ করবে সে কান্না করতে করতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব ২৭৫ পৃষ্ঠা)

গুনাহো সে মুজ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী
বুরি আদাতে বিহ চোঁড়া ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

স্বপ্নে বুযুর্গ সুসংবাদ দিলেন

হে আশিকানে রাসূল! উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হতে, গুনাহের অভ্যাস বিতাড়িত করতে ও সুন্নাতের উপর আমলের স্পৃহা বৃদ্ধি করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত শিখা ও শিখানোর মাদানী কাফেলায় সফর করুন। আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি ঈমান উদ্দীপক মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি: ওয়াহাড়ি পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই দ্বীনি পরিবেশে আসার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত ছিল। সে শারীরিক দিক দিয়ে যদিও স্বাস্থ্যবান ছিল কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক দূর্বল ছিল, যেমনিভাবে যৌবনের নিকটবর্তী হলো তেমনিভাবে নেকী হতে দূরে চলে গেলো, অসৎ কাজে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলো। গান -বাজনা, নাটক সিনেমা, মিথ্যা গীবত এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহে সময় নষ্ট করতে থাকে, আর শুধু এটা নয়, বরং তার ডাউনলোডের দোকানও ছিল যার মাধ্যমে তো সে নিজেই গুনাহ করতো আরো অপরের মোবাইলে নাটক সিনেমা, গান বাজনা ডাউনলোড করার মাধ্যমে সেও তার গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। আর তার পয়সাও নিতো, তার জীবন গুনাহের অন্ধকারে ডুবে ছিল, এমনকি সে নিজেকে নিজে দুনিয়ার সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি মনে করতে থাকে। অবশ্য দাওয়াতে ইসলামীর সাথে তার শৈশব কাল থেকে ভালোবাসা ছিল, যার কারণে সে যে কারো মাধ্যমে ইসলামী ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে তিন দিনের মাদানী কাফেলার

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

মুসাফির হয়ে গেল। মাদানী কাফেলায় সে অনেক কিছু শিখতে পেরেছে, যার কারণে দাওয়াতে ইসলামীর প্রতি তার ভালোবাসা আরো বাড়তে থাকে। একদিন যখন সে ঘরের অবস্থার কারণে চিন্তিত ছিলো, এবং এই চিন্তিত অবস্থায় যখন সে শয়ন করলো তখন স্বপ্নে দেখলো যে, এক বুযুর্গ তাকে বলছেন: ছোট ভাইকে নিয়ে ফয়যানে মদীনায় (করাচী) চলে আসো, اِنْ شَآءَ الله সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এতোটুকু শুনতেই তার চোখ খুলে গেল, অতঃপর সে তার পরিবারের সদস্যদের স্বপ্নের কথা বললো ও ছোট ভাইকে নিয়ে ফয়যানে মদীনা করাচীতে যাওয়ার অনুমতি চাইলো, যেটাতে পরিবারের সবাই রাজি হয়ে গেল, ফয়যানে মদীনা করাচী পৌঁছে তারা দুজনই পুরো রমযান মাসের ইতিকাফ করলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইতিকাফের বরকতে তারা নিজের সকল মন্দ কাজ থেকে তাওবা করলো এবং মাথায় পাগড়ী শরীফ দ্বারা সজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে হুযুর গউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

হে আশিকানে আউলিয়া! যৌবনে তাওবা করে নেওয়া ও আল্লাহ পাকের অনুসরন ও অনুকরনে ব্যস্ত হয়ে যাওয়াটা অনেক বড় সৌভাগ্যের কথা। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যৌবনে তাওবাকারী ব্যক্তি আল্লাহ পাকের (মাহবুব) প্রিয় হয়ে থাকে। (কিতাবুত তাওবাতি মাআ মাওসুআতি ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৪) নিজের যৌবন ইবাদতে অতিবাহিতকারীদের কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া নসীব হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

(মুসলিম, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৮০) এমনকি সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যৌবনের ইবাদত বৃদ্ধ অবস্থার ইবাদত থেকে উত্তম, ইবাদতের প্রকৃত সময় হলো যৌবন অবস্থায়।

কর জাওয়ানি মে ইবাদত কা হিলি আচ্ছি নেহী,
জব বুড়াপা আগিয়া কুছ বাত বান পাড়তি নেহী,
হে বুড়াপা বিহ গনীমত জব জাওয়ানী হো চুকী,
ইয়ে বুড়াপা বিহ না হোগা মাওত জিস দম আগেয়ী।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৬৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তাঁর অনুগত রাখুন এবং ইবাদতে একনিষ্ঠতা ও স্বাদ দান করুন।

اٰمِين بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বলার ও চুপ থাকার দুটি প্রকার

হুযুর পূরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنْ اِمْلَاءِ الشَّرِّ۔ অর্থাৎ: ভালো কথা বলা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। আর চুপ থাকা মন্দ কথা বলার চেয়ে উত্তম। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৯৩) হযরত আলী বিন ওসমান হাজবেরী হানাফী, প্রসিদ্ধ হলো দাতা গঞ্জে বখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "কাশফুল মাহজুব"এ বলেন: কথা দুই ধরনের হয়ে থাকে, **এক:** ভালো কথাবার্তা, **দুই:** ভুল ও অহেতুক কথাবার্তা। এই ভাবে চুপ থাকাও

www.dawateislami.net

দুই প্রকার হয়ে থাকে: (১) উদ্দেশ্য পূর্ণ চুপ (যেমন: আখিরাতের চিন্তা বা শরয়ী বিধি-বিধানের প্রতি গভীর চিন্তা ও ধ্যান ইত্যাদির জন্য চুপ থাকা।) (২) উদাসীনতা পূর্ণ (বা আল্লাহর পানাহ! অসৎ চিন্তা ভাবনা বা দুনিয়াবী অশোভন চিন্তাভাবনায় পরিপূর্ণ) চুপ। প্রত্যেক ব্যক্তিকে চুপ থাকা অবস্থায় ভালো ভাবে গভীর চিন্তা ভাবনা করা উচিত, যদি তার বলাটা ভালো হয় তাহলে এখন বলাটা তার জন্য চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। আর যদি তার বলাটা ভুল অর্থাৎ অনর্থক বা অহেতুক হয় তাহলে এ অবস্থায় চুপ থাকাটা তার বলার চেয়ে উত্তম। হুযুর দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কথাবার্তার ভালো ও মন্দ দিক সম্পর্কে বুঝানোর জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: হযরত আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার বাগদাদ শরীফের এক মহল্লা দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে এটা বলতে শুনলো, সে বলছিল: اَلسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنَ الْكَلَامِ অর্থাৎ: কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে বললেন: (তারপরও সর্বাস্থায় চুপ থাকাটা ভালো নয়, সুতরাং) তোমার (এই বাক্য) বলার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম আর আমার বলা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। (কাশফুল মাহজুব ৪০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

যারা জিহ্বার হিফাযত করে না তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে

অধিক "বক বক" কারীর উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে থাকে, কেননা যখন মানুষ অধিক কথাবার্তা বলে তখন ভুলের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, আর হতে পারে শয়তান তার দ্বারা গুনাহ করতে সফল হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে নেয় সেই শয়তানের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের তাকওয়াকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরো, যা সকল কল্যাণের মূল, আর জিহাদকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরো, কেননা এটা ইসলামের দুনিয়া ত্যাগ (নির্জনতা)। আর আল্লাহ পাকের যিকির ও পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত নিয়মিত আদায় করো, এগুলো তোমার জন্য জমিনে নুর এবং আসমানের মধ্যে তোমার আলোচনার কারণ হবে। আর ভালো কথা ব্যতীত নিজের জিহ্বাকে হিফাযত করো, এর মাধ্যমে তুমি শয়তানের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে। (মুজামু সগীর, ২/৬৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "ইহইয়াউল উলুম"এ বলেন: মানুষকে প্ররোচিত করতে জিহ্বা শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। (ইহইয়াউল উলুম ৩/১৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবর মুখে পাথর রাখতেন

মুসলমানের প্রথম খলিফা আশিকে আকবর, হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অকাট্য জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও জিহ্বার ক্ষেত্রে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতেন, ইহইয়াউল উলুম এ রয়েছে: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের পবিত্র মুখে পাথর রাখতেন যাতে কথা বলার সুযোগও না থাকে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৩৭ পৃষ্ঠা)

৪০ বছর পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকার অনুশীলন (ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনারা সত্যিই নিশ্চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে নিতে চান তাহলে এটাকে (Serious) গুরুত্বের সাথে নিতে হবে, আর চুপ থাকার খুব (Practice) অনুশীলন করতে হবে, অন্যতায় সামান্য চেষ্টার মাধ্যমে চুপ থাকার অভ্যাস গড়া কঠিন হবে। নিজে জিহ্বার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ধ্বংসযজ্ঞতাকে ভয় করে নিশ্চুপ থাকার অভ্যাস করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন, اِنْ شَآءَ الله সফলতা আপনার পদ যুগলে চুম্বন করবে। আসুন! এক প্রচেষ্টাকারীর

www.dawateislami.net

অটলতার ঘটনা শ্রবণ করি, হযরত আরতাহ বিন মুনযীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত চুপ থাকার এভাবে অনুশীলন করতে থাকেন যে, নিজের মুখে পাথর রাখতেন, এমনকি (নামায ও যিকির) পানাহার বা শয়ন ব্যতীত তিনি সে পাথর মুখ থেকে বের করতেন না। (আস সামতু মাআ মাওসুআতি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৭/২০৬ পৃষ্ঠা, বাণী নং ৪৩৮)

কথাবার্তা লিখে সেটার যাচাইকারী তাবেয়ী বুযুর্গ

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা রাবী বিন খুসাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২০ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথাবার্তা মুখ দ্বারা বলেননি, যখন সকাল হতো তখন কলম ও দোয়াত (অর্থাৎ INKPOT) এবং কাগজ নিতো, আর সারাদিন যা বলতেন তা লিখে নিতেন আর সন্ধ্যায় নিজেকে প্রশ্ন করতেন, অর্থাৎ ঐ লেখা অনুযায়ী নিজের কথাবার্তার যাচাই করতেন। (ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৯, ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৩৭)

কথাবার্তা যাচাই করার পদ্ধতি

নিজের কথাবার্তার হিসাব গ্রহণের পদ্ধতি হলো এটাই যে, নিজের প্রতিটি কথার প্রতি গভীর চিন্তাভাবনা করে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করা। যেমন: জিহ্বাকে নাড়াছাড়া ব্যতীত মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, অমুক কথা তুমি কেন বলেছো? ঐ জায়গায় বলার কি প্রয়োজন ছিল? অমুক কথাবার্তায় এতো শব্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারতো কিন্তু এতে অমুক অমুক শব্দ কেন

www.dawateislami.net

অতিরিক্ত বলেছি? অমুকের সাথে কথা বলতে গিয়ে বুঝে যাওয়ার পরও কেন? জি? কি বলেছে? ইত্যাদি কেন বলেছি? আর সামনে উপস্থিত ব্যক্তিকে তার কথা পুনরায় বলার কষ্ট কেন দিয়েছি? অমুককে যে বাক্য তুমি বলেছো তা কষ্টদায়ক ছিল, তুমি অন্যায় ভাবে তার অন্তরে কষ্ট দিয়েছো, চলো এখন তাওবাও করো এবং ঐ ইসলামী ভাইয়ের কাছে ক্ষমাও চাও। অমুক ভিড়ের (GATHERING) মধ্যে কেন গিয়েছো, যখন জানো যে, সেখানে অনর্থক কথাবার্তা হয় আর অমুক অমুক কথাবার্তায় তুমি হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ মিলিয়ে ছিলে কেন? সেখানে তোমাকে গীবত শুনতে হয়েছে বরং তুমি গীবত শুনার ক্ষেত্রে আগ্রহও দেখিয়েছো, চলো সত্যিকার তাওবা করো আর এমন ভিড়ের (GATHERING) মধ্য থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার করো। এভাবে বিবেকবান ব্যক্তি তার কথাবার্তায় বরং প্রতিদিনের সকল বিষয়ে যাচাই বাচাই করতে পারে। এই গুনাহ, অসাবধানতা, নিজের কতিপয় দূর্বলতা এবং ত্রুটি সামনে চলে আসবে আর সংশোধনের কারণও হতে পারে। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে হিসাব - নিকাশকে উপকারীতা বলা হয়ে থাকে, আর দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে কমপক্ষে ১২ মিনিট আমলের হিসাব করার ও এর মধ্যে নেক আমল রিসালা পূরণ করার মন মানসিকতাও প্রদান করা হয়।

যিকরো দরূদ হার ঘড়ি ভিরদে যবাঁ রহে,
মেরী ফুযুল গোয়ী কী আদাত নিকাল দো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩০৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

আমলের যাচাই

সকল আশিকানে রাসূলের উচিত, কমপক্ষে ১২ মিনিট নিজের সারা দিনের আমলের হিসাব নেয়া আর দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা "নেক আমল" এর খালি ঘর পূরণ করবে এবং প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখ নিজের নিকটস্থ দাওয়াতে ইসলামীর **"আমল সংশোধন বিভাগ"** এর যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ الله সৎ চরিত্রের ও খোদাভীরুতার অসংখ্য ভান্ডার হাতে চলে আসবে, আর ইশকে রাসূলের পরিপূর্ণ সুধা পান করা নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের কাছে জিহ্বার দ্রুততার অভিযোগ

মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দেখলেন যে, মুসলমানের প্রথম খলিফা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের জিহ্বা মোবরককে হাত দ্বারা ধরে টানছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলের নায়েব! আপনি এটা কি করছেন? তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: এটা আমাকে ধ্বংসের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে, আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শরীরে এমন কোন অঙ্গ নেই যে, আল্লাহ পাকের কাছে জিহ্বার দ্রুততার অভিযোগ করে না।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৫। ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৩৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

আমাকে মুখ থেকে বের করো না

দেখলেন তো আপনারা! মুসলমানের অন্যতম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মতো ক্ষমা প্রাপ্ত সাহাবী জিহ্বার ভয়াবহতাকে ভয় করতেন, নিঃসন্দেহে এতে আমাদের মতো লোকদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে, কেননা আমরা তো মুখে যা আসে তা বলে ফেলছি। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: অনেক কথা এমন হয়ে থাকে যা উক্তিকারী ব্যক্তিকে বলে: আমাকে মুখ থেকে বের করো না।

(মিনহাজুল আবেদীন উর্দু ১৪৫। মিনহাজুল আবেদীন আরবী ৬৬)

জিহ্বাকে বন্দীতেই রাখা উচিত

আরবীতে প্রবাদ বাক্য রয়েছে: مَا شَیۡءٌ اَحَقَّ بِطُوۡلِ السِّجۡنِ مِنَ اللِّسَانِ কোন জিনিস জিহ্বা থেকে বেশী অধিকারী নয় বন্দী রাখার।

(মিনহাজুল আবেদীন উর্দু ২১০, মিনহাজুল আবেদীন আরবী ৯৬)

জিহ্বার হিফাযতের দ্বারা ইবাদতের উপর অটলতা লাভ করা যায়

সাতজন আবিদ (ইবাদত গুজার) এর মধ্য হতে একজন আবিদ (অর্থাৎ ইবাদত গুজার) আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত ইউনুস عَلَیۡہِ السَّلَام এর খিদমতে আরয করলেন: যে লোক পরিপূর্ণ চেষ্টার মাধ্যমে ইবাদতে মগ্ন থাকে তার ইবাদতের উপর যে অটলতা নসীব হয় তা জিহ্বার পরিপূর্ণ হিফাযতের ফলাফল। অতঃপর ঐ

www.dawateislami.net

আবিদ (অর্থাৎ ইবাদত গুজার) আরয করলো: আপনার নিকট কোন জিনিস জিহ্বার হিফাযতের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় না হওয়া চাই, কেননা অন্তরকে প্রত্যেক প্রকারের কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার মাধ্যম হলো এটিই। **(মিনহাজুল আবেদীন উর্দু ২১০, মিনহাজুল আবেদীন আরবী ৯৬-৯৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অশ্লীল কথায় নিজেকে শাস্তি (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দায়ঘাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিত পিতা বললেন যে, হযরত কাইসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের এখানে আসরের পর তাশরীফ নিয়ে আসলেন আর আমার সাম্মানিত পিতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি বললাম: তিনি শুয়ে আছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তিনি আসরের পর শুয়ে আছেন? এই সময়? এটা কি শুয়ে থাকার সময়? এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাশরীফ নিয়ে গেলেন, আমরা এক ব্যক্তিকে তাঁর পিছনে পাঠালাম আর তাঁকে বললাম আপনি চলুন! আমি তাকে আপনার জন্য জাগিয়ে দিবো। ঐ ব্যক্তি মাগরিবের পর পুনরায় ফিরে আসলেন, তখন আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কি তাকে সংবাদ প্রেরণ করেছো? বলল: তিনি নিজেকে নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিল যে, আমার কথার প্রতি মনোযোগই দেননি, আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি কবরস্থানে প্রবেশ করছিল আর নিজে নিজেকে দোষারোপ করে (অর্থাৎ বকা দিয়ে) বলতে লাগলেন: বান্দা যখন ইচ্ছা শয়ন

www.dawateislami.net

করবে, তুমি এটা কেন বলেছো যে, এটা কেমন সময় শুয়ার! তোমার অহেতুক প্রশ্ন করা উচিত ছিল না, এখন আমি আল্লাহ পাকের নিকট প্রতিশ্রুতি করছি আর তা কখনো ভঙ্গ করবো না, আমি তোমাকে পূর্ণ এক বছর শয়ন করতে দিবো না। যখন আমি এটি শুনেছি তখন তাঁকে ছেড়ে পুনরায় চলে এসেছি।

(আল্লাহ ওয়ালো কী বাতে, ৬/২৬৯-২৭০)

سُبْحٰنَ الله! একদিকে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের আমল আর আফসোস! অন্যদিকে আমাদের বিকৃত অবস্থা যে, অহেতুক অভিযোগ, অনর্থক সমালোচনা এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাচ্ছি না, হায়! আমাদের জিহ্বার উপর কোন লাঘাম লাগানোর ব্যবস্থা হয়ে যেতো।

প্রচন্ড গরমে রোযা সহনীয় কিন্তু....

হযরত ইউনুস বিন উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (বিনয় করে) বলেন: আমার নফস (ইরাক শহরের) বসরার প্রচন্ড গরমে রোযা রাখার কষ্টতো সহ্য করতে পারবে কিন্তু অহেতুক কথাবার্তা সমূহ থেকে একটি শব্দও বাদ দেয়ার শক্তি রাখে না।

(মিনহাজুল আবেদীন উর্দু ১৪১। মিনহাজুল আবেদীন আরবী ৬৪)

জিহ্বা হিফাযত করা অধিক হকদার

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে লজ্জা স্থানকে গুনাহ থেকে হিফাযত না করাও কঠোর গুনাহ ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আর বাস্তবিকই ভালো বলার মধ্যে ভালোই আর মন্দ বলার মধ্যে মন্দ রয়েছে। জিহ্বা হাশরের দিন হয়তঃ বড় থেকে বড়দের ফাঁসিয়ে দিবে। এর হিফাযত খুবই জরুরী। তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু হাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুমিনের উচিত নিজের লজ্জাস্থানের চেয়ে অধিক জিহ্বার হিফাযত করা।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৩/৩৩১, হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৬৭ পৃষ্ঠা, বানী নম্বর ৩৯০৯)

রিযিকে সংঙ্কীর্ণতার একটি কারণ

হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি নিজের অন্তরে কঠোরতা, শরীরে দূর্বলতা এবং রিযিকে সংঙ্কীর্ণতা দেখবে তখন জেনে নাও যে, তোমার থেকে অবশ্যই কোন অহেতুক কথা বের হয়েছে। **(মিনহাজুল আবেদীন, আরবী ৬৫, মিনহাজুল আবেদীন উর্দু ১৪২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক সব কথা শুনেন

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক কম কথা বলতেন আর নিজের বন্ধুদের বলতেন: তোমরা চিন্তা করো নিজের আমল নামায় কি লিখাচ্ছো, কেননা তা তোমার প্রতিপালকের সামনে উপস্থাপন করা হবে। তাই যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা বলে তার জন্য আফসোস, যদি আপন বন্ধুকে দিয়ে কিছু লিখাও কখনো তাতে মন্দ শব্দ লিখালে তবে এটি তার সাথে তোমার নির্লজ্জতার কল্পনা হবে অতঃপর আল্লাহ পাকের সাথে তোমার কি আচরন হবে?

(তাম্বীহুল মুগতারীন, ১৯০)

www.dawateislami.net

যদি অনর্থক কথা বলার ক্ষেত্রে পয়সা দিতে হতো তখন?

হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমাদের আমল লিখক ফেরেশতা যদি প্রতিদিন তোমাদের কাছ থেকে ঐ কিতাবের মূল্য চায় যার মধ্যে তোমাদের ঐ আমল লিখা হচ্ছে তাহলে (পয়সা বাঁচানোর জন্য) তোমরা নিজেরাই অনর্থক কথা বলা ছেড়ে দিতে, এটা বুঝার পরও (তোমাদের অনর্থক কথাবার্তা দ্বারা পরিপূর্ণ) ঐ কিতাবসমূহকে (BOOKS) তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে উপস্থাপন করা হবে, তাহলে তোমরা নিজেদেরকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত রাখছো না কেন? (ইবনে আসাকির, ৫৬/৪১৮)

ফেরেশতারা প্রতিটি কথা লিখে

বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন সামনে থাকে বা কখনো শাসক চেয়ারে থাকে অর্থাৎ দুনিয়াবী শাসকের সামনে যেতে হয় তখন জিহ্বাকে খুব সংযত রাখা হয়, কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও সম্মানিত ফেরেশতা প্রতিটি কথা লিখে রাখছেন, এরপরও জানি না নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার কথা লোকজন কিভাবে চিন্তা করে! মুখ দিয়ে গালি ইত্যাদি কিভাবে আসে! হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ বড়ই রহস্যজনক, কিরামান কাতেবীন (অর্থাৎ সম্মানিত লিখক ফেরেশতা) তার নিকটেই রয়েছে আর এর জিহ্বা হলো তাঁর কলম এবং এর থুথু হলো তাঁর কালি, এরপরও সে অহেতুক কথাবার্তা (অর্থাৎ অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তা) বলতে থাকে! (তাম্বিহুল মুগতারিন ১৯০)

www.dawateislami.net

ইলাহী! বুরী গুফতুগো সে বাঁচানা
মেরী ইয়াওয়া গোয়ী কি আদাত মিঠানা

ইয়াওয়া গোয়ী এর অর্থ হলো: অনর্থক কথাবার্তা বলা।

অনর্থক কথাবার্তা সম্পর্কে একটি ঘটনা

হযরত আবু উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমরা হযরত মুহাম্মদ বিন সোকা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি বলেন: আমি কি তোমাদের এমন কথা শুনাবো না যা আমাকে উপকারীতা প্রদান করবে আর হতে পারে তা তোমাদেরও উপকারীতা প্রদান করবে? একবার হযরত আতা বিন আবু রাবাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে ভাতিজা! তোমাদের পূর্ববর্তী গমনকারী লোকেরা অহেতুক কথাবার্তা অপছন্দ করতো, তারা কুরআনুল করিম তিলাওয়াত করা, নেকীর হুকুম দেয়া, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ব্যতীত সকল প্রকারের কথাবার্তাকে অহেতুক কথাবার্তা হিসাবে গণ্য করতো। তোমরা কি আল্লাহ পাকের ঐ বাণীকে অস্বীকার করতে পারবে? যেভাবে বর্ণিত রয়েছে:

وَ اِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ﴿۱۰﴾
كِرَامًا كَاتِبِیْنَ ﴿۱۱﴾

(পারা ৩০, সূরা ইনফিতার, আয়াত ১০-১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় তোমাদের উপর কিছু সংখ্যক রক্ষনাবেক্ষণকারী রয়েছে, সম্মানিত লিখকগণ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

অপর জায়গায় বর্ণিত রয়েছে:

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿۱۷﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾

(পারা ২৬, সূরা ক্বাফ, আয়াত ১৭-১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: একজন ডানে বসে অপরজন বামে। এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

তোমাদের মধ্যে কি কারো লজ্জা আসবে না যে, যদি তার সারা দিনের আমলনামা তার সামনে খোলা হয় তাহলে তাতে অধিকাংশ ঐ জিনিস দেখা যাবে যার সাথে না দ্বীনের সম্পর্ক আছে না দুনিয়ার সম্পর্ক। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে ৩/৪৪০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাতটি মাদানী ফুলের ফারুকী পুষ্পধারা

মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন (১) অহেতুক কথা বলা থেকে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করা হয়। (২) অহেতুক দৃষ্টি অর্থাৎ অপ্রয়োজনে এদিক সেদিক তাকানো বা অযথা বিভিন্ন জিনিস বা বিভিন্ন দৃশ্য দেখা থেকে বেঁচে থাকবে তাকে নম্র অন্তর (কোমল হৃদয়) প্রদান করা হয়। (৩) অপ্রয়োজনে আহার করা (অর্থাৎ শুধুমাত্র স্বাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের জিনিস আহার করা) যে ব্যক্তি ছেড়ে দিবে তাকে ইবাদতের স্বাদ প্রদান করা হবে। (৪) অনর্থক

www.dawateislami.net

হাসাহাসি থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তিকে শান ও শওকত এবং ঐশ্বর্য্য দান করা হবে। (৫) হাসি ঠাট্টা থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তির ঈমানের নূর নসীব হবে। (৬) দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তিকে পরকালের ভালোবাসা প্রদান করা হবে। (৭) অপরের দোষত্রুটি অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সামর্থ্য লাভ করবে। (আল মাম্বাহাত ৮৯-৯০ সংগৃহিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অনর্থক কথাবার্তার হিসাব অনেক দীর্ঘ হবে

বর্ণনা করা হয়েছে: اِيَّاكَ وَالْفُضُوْلَ فَاِنَّ حِسَابَهٗ يَطُوْلُ অর্থাৎ অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকো! কেননা এর হিসাব দীর্ঘ হবে।

(মিনহাজুল আবেদীন আরবী ৬৭, মিনহাজুল আবেদীন উর্দু ১৪৭)

বলবে না বিপদে পড়বে না

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: اِحْفَظْ لِسَانَكَ لَاتَقُوْلُ فَتُبْتَلٰى اِنَّ الْبَلَاءَ مُوَ كَّلٌ بِالْمَنْطِقِ **অনুবাদ:** নিজের জিহ্বাকে হিফাযত করো, বলবে না বিপদে পড়বে না, নিঃসন্দেহে বিপদ কথাবার্তার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। (মিনহাজুল আবেদীন আরবী ৬৬)

বক্তার জ্ঞানের অনুমান হয়ে যায়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:

(১) اَلَا اِحْفَظْ لِسَانَكَ اِنَّ اللِّسَانَ سَرِيْعٌ اِلَى الْمَرْءِ فِيْ قَتْلِهٖ

www.dawateislami.net

وَاِنَّ اللِّسَانَ دَلِيْلُ الْفُؤَادِ يَدُلُّ الرِّجَالَ عَلٰى عَقْلِهٖ (২)

(১) নিজের জিহ্বার হিফাযত করো কেননা এটি এমন একটি সাধারণ অংশ (PARTS) যা খুব দ্রুত মানুষকে ধ্বংসে পতিত করে।

(২) নিঃসন্দেহে জিহ্বা মানুষের অন্তরের উপর দলিল যা বক্তার জ্ঞানের অনুমান হয়ে যায়।

(মিনহাজুল আবেদীন, আরবী ৬৬, মিনহাজুল আবেদীন উর্দু ১৪৪)

মন্দ কথা বলা ব্যক্তির প্রতি উপদেশ

শেখ আফজালুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে মন্দ কথা বলতে দেখে বললেন: হে ভাই! আল্লাহ পাক বান্দার কান ও জিহ্বা বানিয়েছেন যাতে ভালো কথা শুনে বা ভালো কথা বলে, কুরআনে পাক ও হাদীসে পাক, আযান ও ইমাম থেকে তাকবীরে তাহরীমা আর যা তোমাকে উপদেশ প্রদান করে তার উপদেশ শ্রবণ করা। আর জিহ্বা ও কানকে হাসি -ঠাট্টা, গীবত, মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা, চুগলী, এবং অহেতুক কথাবার্তা শুনার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। হে ভাই! নিজের কান ও জিহ্বাকে অহেতুক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকো, এটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতি। আর যদি জিহ্বার দ্রুততার ভিত্তিতে কোন গুনাহ পূর্ণ কথা বের হয়ে যায় তাহলে দ্রুত তাওবা ও ইস্তিগফার করুন। (আল মানানাল কোবরা ৫৪৭)

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী নামাযী বানিয়ে দিল

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ ইসলামী ভাইদের পাশাপাশি ইসলামী বোনদের জন্যও উপকারী। যেমনিভাবে ডাসকা (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী বোন কিছু সাধারণ মেয়েদের মতো নাজায়িয ফ্যাশনে লিপ্ত ছিল আর নামায থেকেও দূরে ছিল। অতঃপর তার আপন মামার ব্যবস্থাপনায় দ্বীনি মাদরাসায় পড়ার জন্য যাওয়া হতো, যেখানে এক দিন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত কিছু ইসলামী বোন সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দেয়ার জন্য আসলো যার ফলে সেও নিজের বান্ধবীদের পীড়াপীড়িতে ইসলামী বোনদের ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করলো, সেখানে সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনলো, সম্মিলিত হৃদয়বিদারক দোয়া তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করলো আর সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিল। দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর একদিন সে আসলো, তারা ইসলামী বোনের ১২ দিনের মাদানী কোর্স (যাকে এখন দ্বীনি কাজের কোর্স বলা হয়) ও করালো। সে দা'ওয়াতে ইসলামীর এমন বরকত লাভ করলো যে, ফরয নামায আদায় করার পাশাপাশি নফল নামাযও আদায় করতে লাগলো। তার উৎসাহ এমন যে, নিজের গ্রামে খুব দ্বীনি কাজ করবো আর যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্বাস অবশিষ্ট থাকবে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত থাকবো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

পিলা কর মিয়া ইশক দেয় গা বানা ইয়ে,
তুমহি আশেকে মুস্তফা মাদানী মাহোল।
আয় ইসলামী বেহনো! তোমহারে লিয়ে ভিহ,
সোনো হে বহুত কাম কা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৮)

জিহ্বা মূলত আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত সিংহ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আবি মুতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

(১) لِسَانُ الْمَرْءِ لَيْثٌ فِيْ كَمِيْنٍ اِذَا خَلَّى اِلَيْهِ لَهُ اِغَارَهُ

(২) فَصُنْهُ عَنِ الْخَنَا بِلِجَامِ صَمْتٍ يَكُنْ لَكَ مِنْ بَلِيَّاتٍ سِتَارَهُ

(১) জিহ্বা (ধ্বংস করার ক্ষেত্রে) আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত লুকাইত সিংহের ন্যায়, যে সুযোগ পেলেই ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে।

(২) এজন্য তাকে (অর্থাৎ জিহ্বাকে) নিশ্চুপের লাগাম দিয়ে অহেতুক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখ, এভাবে তো অনেক বিপদ থেকে বেঁচে যাবে। (মিনহাজুল আবেদীন আরবী ৬৬, মিনহাজুল আবেদীন উর্দু ১৪৫)

ছিঁড়ে আহারকারী পশু

এক কুরাইশী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোন আলিম সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি নিশ্চুপ থাকেন কেন? বললেন: আমি আমার জিহ্বাকে ছিঁড়ে আহারকারী পশুর ন্যায় পেয়েছি, আমার ভয় হচ্ছে যে, যদি আমি তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিই তাহলে এটি আমাকে কেটে খেয়ে ফেলবে।

(এক চুপ সো সুখ (খামুশি কে ফাদ্বায়িল ২১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

সম্পদের হিফাযত সহজ কিন্তু জিহ্বার....?

সম্পদকে মানুষ সিন্দুকে তালা বদ্ধ করে নিরাপদে রাখতে পারে। সম্পদ বেশি হলে তো অস্ত্রসজ্জিত পাহারাদার বসিয়েও নিরাপত্তা দেওয়া যায়, কিন্তু যোগ্যতা তো তাই! কোন ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে হিফাযত করার ক্ষেত্রে সফল হয়ে যায়।

যেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছি হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: মানুষের জন্য জিহ্বার হিফাযত সম্পদের হিফাযতের চেয়ে কঠিন। (ইত্তেহাফুস সাদাত, ৯/১৪৪)

নিজের সম্পদের হিফাযতের বিষয়ে নিঃসন্দেহে সবাই সতর্ক থাকে অথচ সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলেও তা শুধুমাত্র দুনিয়ারই ক্ষতি, কিন্তু আফসোস শত কোটি আফসোস! এখন জিহ্বার হিফাযতের চিন্তা খুবই কমে গেছে, নিঃসন্দেহে জিহ্বার হিফাযত না করার কারণে দুনিয়াবী ক্ষতির সাথে সাথে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরিপূর্ণ (POSSIBILITY) সম্ভাবনা রয়েছে।

বক বক কি ইয়ে আদাত না ছরে হাশর ফাঁসা দেয়
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আশিকদের ৬টি আলামত

বলেন:

عاشِقاں راشش نِشاں ست اے پِسر! آہِ سَرد ورنگ زَرد و چشمِ تر

گر تُرا پُر سَند سِہ دیگر کُدام؟ کم خُورَد، کم گُفتَن وخُفتَن حرام

অনুবাদ: আশিকদের আলামত এই ছয়টি: (১) মাশুককে স্মরণ করে মুখ থেকে আহ! শব্দ যে বের করে (২) চেহারার রং হলুদ হওয়া (৩) চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত করা (৪) কম আহার করা (৫) কম কথা বলা ও (৬) কম শয়ন করা।

মূর্খতার ৬টি আলামত

কথায় কথায় রাগ করা, বক বক করতে থাকা, অনর্থক খরচ করা, সবাইকে গোপন কথা বলতে থাকা, যে কাউকে বিশ্বাস করে বসে থাকা, মন্দ সঙ্গ থেকে বেঁচে না থাকা এবং সৎ সঙ্গ অবলম্বন না করা, এসব কিছু মূর্খতার আলামত। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিল যে, ৬টি কথা এমন রয়েছে যার মাধ্যমে মূর্খদের চেনা যায়: (১) রাগের সময় অর্থাৎ নিজের মতের বিপরীত প্রতিটি কথায় রেগে যাওয়া, হোক সেটা কোন মানুষের পক্ষ থেকে বা কোন পশুর ইত্যাদির কারনে। (২) অহেতুক কথাবার্তা বলা, সুতরাং বুদ্ধিমানদের উচিত অনর্থক কথা না বলা, বরং তার উপকার মূলক কথাবার্তা বলা উচিত, হোক সেটা দুনিয়ার কল্যাণ বা পরকালের কল্যাণ (৩) অনর্থক ব্যয় করা, অর্থাৎ এটাও মূর্খতার আলামত,

www.dawateislami.net

সম্পদ এমন জায়গায় খরচ করে যেখানে কোন প্রতিদান বা উপকার অর্জন হয় না। (৪) প্রত্যেকের নিকট গোপন কথা বলে বেড়ানো। (৫) যে কারো উপর ভরসা করা (৬) বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য না করা, অর্থাৎ যথার্থ হলো এটাই যে, মানুষ নিজের বন্ধু (নেককার লোকদের) চিনে থাকে তাদের মতো আমল করবে, আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। আর শত্রুকে (অসৎ ব্যক্তিকে) চিনে তার থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রথম শত্রুতো শয়তান, সুতরাং শয়তানের কোন কথা মানবেন না (আর প্রতিটি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।) (তাম্বিহুল গাফেলীন, ১১৫ পৃষ্ঠা সংগৃহিত)

অহেতুক কথাবার্তার ৪টি ভয়াবহ ক্ষতি

হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ চারটি কারণ (REASONS) থেকে অহেতুক কথাবার্তার অনিষ্টতা বর্ণনা করেন: (১) অহেতুক কথাবার্তা কিরামান কাতেবীনদের (অর্থাৎ আমল লিখক সম্মানিত ফেরেশতা) লিখতে হয়, সুতরাং মানুষের উচিত তাদেরকে লজ্জা করা এবং তাদের অহেতুক কথা লিখার কষ্ট যেন না দেয়। আল্লাহ পাক পারা ২৬ সূরা ক্বাফ এর ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

www.dawateislami.net

(২) এই কথাটি ভালো নয় যে, অহেতুক কথা দ্বারা পূর্ণ আমলনামা আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থাপন করা হোক। (৩) আল্লাহ পাকের দরবারে সকল সৃষ্টির সামনে বান্দাকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, নিজের আমলনামা পাঠ করে শুনাও! এখন কিয়ামতের ভয়ানক কঠোরতা তার সামনে হবে, মানুষ পোশাক বিহীন হবে, খুব পিপাসার্ত হবে, ক্ষুধার কারণে কোমর ভেঙ্গে পড়বে, জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধাগ্রস্থ হবে এবং সকল প্রকারের প্রশান্তি তার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। চিন্তা তো করুন! এমন কষ্টের মুহূর্তে অহেতুক কথাবার্তা দ্বারা পরিপূর্ণ আমল নামা পাঠ করে শুনানো কেমন কষ্টদায়ক হবে! (হিসাব করে দেখুন যদি প্রতিদিন শুধু ১৫ মিনিটও অহেতুক কথাবার্তা বলে থাকি আর যদি প্রতিমাসে ৩০ দিন আবশ্যক করে নেয় তাহলে এক মাসে সাড়ে সাত ঘন্টা হয়। আর এক বছরে ৯০ ঘন্টা, উদাহরণস্বরুপ কেউ যদি পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে (AVERAGE) ১৫ মিনিট অহেতুক কথাবার্তা বলে তাহলে ১৮৭ দিন ১২ ঘন্টা হয়, অর্থাৎ ছয় মাসের চেয়ে অধিক, তাহলে চিন্তা করুন! কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে যখন সূর্য শুধু এক মাইল উপর থেকে আগুনের বর্ষণ করবে অর্থাৎ কঠিন ভয়াবহ গরমের তাপ বর্ষণ হবে, এমন হুশ হারা গরমের মধ্যে নিয়মিত (CONTINUOUSLY) ভাবে ছয় মাস পর্যন্ত কে আমল নামা পাঠ করে শুনাবে! এটাতো ৫০ বছর বয়সীদের অবস্থা যা শুধুমাত্র দৈনিক (অর্থাৎ DAILY) পনের মিনিটের অহেতুক কথাবার্তা বলার হিসাব,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আমাদের তো অনেক সময় কয়েক ঘন্টা বন্ধুর সাথে অহেতুক খোশগল্পে অতিবাহিত হয়ে যায়, গুনাহে পূর্ণ কথা এবং অন্যান্য মন্দ কাজ ব্যতীত শুধু এভাবে অতিবাহিত হয়ে যায়) (৪) কিয়ামতের দিন বান্দাকে অহেতুক কথাবার্তার জন্য তিরস্কার করা হবে, তাকে লজ্জিত করা হবে, বান্দার নিকট তার কোন উত্তর থাকবে না আর সে আল্লাহ পাকের সামনে লজ্জা ও অনুশোচনায় অশ্রু সিক্ত হয়ে যাবে। (মিনহাজুল আবেদীন, ৬৭)

হার লফজ কা কিস তরাহ হিসাব আহ! মে দোঙ্গা
আল্লাহ! যঁবা কা হো আতা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চুপ থাকা শিখো

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত: চুপ থাকা শিখো অতঃপর হিলম (অর্থাৎ নম্রতা ও ধৈর্য্য) শিখো, অতঃপর ইলম শিখো, এরপর আমল শিখো, অতঃপর ইলম শিখাও আর প্রচার প্রসার করো। (শুয়াবুল ঈমান ২/২৮৮)

ইবাদতের সূচনা নীরবতা থেকে

হযরত ইমাম সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইবাদতের শুরু হলো নীরবতা, অতঃপর ইলম অর্জন করা, এরপর তা স্মরণ রাখা, অতঃপর তার উপর আমল করা ও তা ছড়িয়ে দেয়া।

(তারিখে বাগদাদ ৬/৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

নীরবতা ইবাদতের চাবি

হযরত ইমাম সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: বলা হয়ে থাকে, অধিক নীরবতা ইবাদতের চাবি।

(আস সামতু মাআ মাওসুআতি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৭/২৫৫ পৃষ্ঠা, বানী নম্বর ৪৩৬)

পাঁচটি সর্বোত্তম উপদেশ

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: (সাহাবী ইবনে সাহাবী) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে আমি এটা বর্ণনা করতে শুনেছি, পাঁচটি জিনিস আমার নিকট বাহনের জন্য প্রস্তুতকৃত কালো (BLACK) ঘোড়া থেকে অধিক প্রিয়:

(১) উপকার বিহীন কথাবার্তা বলো না কেননা এটা অনর্থক, আর আমার তোমার গুনাহপূর্ন (মন্দ কথায়) লিপ্ত হওয়ার ভয় হচ্ছে, আর উপকারমূলক কথাবার্তাও অনুপযুক্ত স্থানে বলো না কেননা কিছু উপকারমূলক কথাবার্তার বক্তা অনুপযুক্ত স্থানে উপকারমূলক কথাবার্তা বলার দ্বারা কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়।

(২) কোন নম্র ও সহনশীল (অর্থাৎ শক্তি ও ধৈর্য্য ধারণকারী) এবং কোন কান্ড জ্ঞানহীন বোকা ব্যক্তির সাথে তর্কবিতর্ক করো না কেননা নম্র ও সহনশীল (শক্তি ও ধৈর্য্য ধারণকারীরা অসন্তুষ্ট হতে পারে) তোমার ব্যাপার অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং বোকা ব্যক্তিরা তোমাকে (উল্টা পাল্টা কথা বলে) কষ্ট দিবে।

www.dawateislami.net

(৩) নিজের ভাইয়ের আলোচনা তার অগোচরে সেভাবে করো যেভাবে আলোচনা করাটা তুমি তার পক্ষ থেকে নিজের জন্য পছন্দ করো, আর ঐ কথাবার্তা গুলোকে ক্ষমা করে দাও যার ব্যাপারে তুমি আশা করো যে, সে তোমাকে ক্ষমা করে দিক।

(৪) আপন ভাইয়ের সাথে এমন আচরণ করো যেভাবে তুমি আশা করো যে, সে তোমার সাথে করুক।

(৫) ঐ ব্যক্তির ন্যায় আমল করো যার বিশ্বাস হয় যে, নেকী করার দ্বারা তাকে (উত্তম প্রতিদান) দেয়া যাবে এবং গুনাহ করলে পাকড়াও হতে হবে। (ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চুপ থাকার ফযীলত সম্পর্কে প্রিয় নবীর চারটি বাণী

(১) مَنْ صَمَتَ نَجَا যে চুপ রইলো সে মুক্তি পেলো। (তিরমিযী ৪/২২৫, হাদীস: ২৫০৯) হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ চুপ থাকা মুক্তির কারণ কিন্তু কল্যাণের কথা বলা, ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং যিকির অযিফা ও কুরআনে পাকের তিলাওয়াত সর্বদা করতে থাকা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। (আল ইসতিজকার, ৭/৩৭২) হযরত আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসে পাকের অর্থ এটা দাঁড়ায় যে, (مَنْ صَمَتَ) عَنِ النُّطْقِ بِالشَّرِّ (نَجَا) অর্থাৎ যে চুপ থাকে (মন্দ কথা বলা থেকে) সে মুক্তি পায়। (আত তাইসির ২/৪২৮) (২) اَلصَّمْتُ سَيِّدُ الْاَخْلَاق নীরবতা চরিত্রের সর্দার।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

(আল ফেরদৌস ২/৪১৭, হাদীস: ৩৮৫০) (৩) اَلصَّمْتُ اَرْفَعُ الْعِبَادَةِ নীরবতা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। (আল ফেরদৌস ২/৪১৭, হাদীস: ৩৮৪৯) হাদীসের ব্যাখ্যা: নীরবতা ইবাদতের প্রকার (KINDS) সমূহ হতে একটি, কেননা অধিকাংশ ভুল জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পেয়ে থাকে। (সিরাজিম মুনীর শরহে জামে সগীর ৩/২৭৯) (৪) اَلصَّمْتُ زَيْنٌ لِّلْعَالِمِ, وَسِتْرٌ لِّلْجَاهِلِ অর্থাৎ নীরবতা আলিমের জন্য সৌন্দর্য আর মূর্খের জন্য পর্দা। (জামে সগীর ৩১৮, হাদীস ৫১৫৯)

৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নীরবতার উপর অটল থাকা ৬০ বছর ইবাদত থেকে উত্তম।

(শুয়াবুল ঈমান ৪/২৪৫, হাদীস ৪৯৫৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা: মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেন: যদি কোন ব্যক্তি ৬০ বছর পছর পর্যন্ত ইবাদত করে কিন্তু অধিক কথা বলে, ভালো মন্দ পার্থক্য না করে, এর চেয়ে এটা ভালো যে, কিছুক্ষণ চুপ থাকা, কেননা নিশ্চুপ থাকাতে পরকালের চিন্তাও হয়েছে, নফসের সংশোধনও, আল্লাহ পাকের স্মরণে ডুবে থাকাও, অন্তরের যিকিরের সমুদ্রেও ডুব দিতে থাকা, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের স্মরণে ডুবে যাওয়াও। (মিরআত ৬/৩৬১)

www.dawateislami.net

ভালো কথা বলো অথবা চুপ থাকো

হায়! বুখারী শরীফের এই হাদীসটি আমাদের মন ও মস্তিষ্কে ভালোভাবে বসে যাক, যাতে এটাও রয়েছে: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ যে আল্লাহ পাক ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তার উচিত ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

(বুখারী ৪/১০৫, হাদীস ৬০১৮)

প্রিয় নবী দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم طَوِيْلَ الصَّمْت অর্থাৎ নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন। **(শরহুস সুন্নাহ, ৭/৪৫, হাদীস: ৩৫৮৯)** হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের অর্থ বর্ণনা করে বলেন: নীরবতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াবী কথাবার্তা (অর্থাৎ দুনিয়াবী কথা) থেকে নীরবতা পালন করা, অন্যথায় নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবান আল্লাহ পাকের যিকিরে সিক্ত থাকতো, অপ্রয়োজনে কথাবার্তা বলতেন না, এই যিকির হলো জায়িয কথাবার্তা, নাজায়িয কথাবার্তাতো জীবনে পবিত্র জবানে আগমনও করে নাই, মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি পবিত্র জীবনে একবারও জবানে পাকে আসেনি। হুযুর পূরনুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আপদমস্তক হকের উপর ছিলেন তিনি পর্যন্ত বাতিল কিভাবে পৌঁছবে। **(মিরাত ৮/৮১)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আফসোস! তিলাওয়াত শুনে অনেক লোক উঠে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদ বিন আবু জা'দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, লোকজন জানতে পারলো যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (ইরাকের শহর) মাদায়িনে একটি মসজিদে অবস্থান করছেন, তখন তাঁর নিকট লোকজন উপস্থিত হতে শুরু করলো, এমনকি প্রায় এক হাজার লোক একত্রিত হয়ে গেলো। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দাঁড়িয়ে বললেন: সব লোক বসে যাও, যখন লোকজন বসে গেলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সূরা ইউসূফ তিলাওয়াত করা শুরু করে দিলেন, আস্তে আস্তে লোকজন সেখান থেকে চলে যেতে লাগলো, এমনকি ১০০ জন মতো লোক অবশিষ্ট ছিলো, তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: তোমরা মনগড়া ও অহেতুক কথা শুনতে চেয়েছো কিন্তু আমি তোমাদের আল্লাহ পাকের কালাম শুনাতেই তোমরা উঠে চলে গেলে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৬১, বানী নম্বর ৬৪৩। আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে ১/৩৭৭)

তিলাওয়াত শুনার আগ্রহ

হে আশিকানে রাসূল! কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং শুনা নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় সাওয়াবের কাজ কিন্তু আফসোস! এখন তার থেকে লোকজনকে অনেক দূরত্ব দেখা যাচ্ছে, কোন ক্বারী সাহেব যদি তিলাওয়াত করে তাহলে শুনতে মন চাই না। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর তিলাওয়াতের আকাংখা সম্পর্কে ইহইয়াউল উলুম উর্দু প্রথম খন্ড ৮৪৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: বর্ণিত

www.dawateislami.net

রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যখন একত্রিত হতেন তখন যে কোন একজনকে বলতেন কুরআনে পাকের কোন একটি সূরা শুনাও। **(ইহইয়াউল উলুম ১/৩৭৬)**

এক আয়াত শুনার ফযীলত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন: যে ব্যাক্তি কুরআনে পাকের কোন একটি আয়াত শুনে, কিয়ামতের দিন সেটা তার জন্য নুর হবে। **(মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, ৩/২২৯, বানী নম্বর ৬০৩২)**

দেখলেন তো আপনারা! কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা ও শুনার কত মহান পুরস্কার রয়েছে, আর তিলাওয়াতকারী যা তার কারন সেটাও প্রতিদান ও সাওয়াবে তার অংশীদার হবে তবে শর্ত হচ্ছে যে, রিয়া ও অসৎ নিয়্যত যেন না হয়।

তিলাওয়াতে ২০ বছর কষ্ট করেছেন

ইচ্ছা হোক বা না হোক ইবাদত ও তিলাওয়াত চলমান রাখা উচিত, اِنْ شَآءَ الله কখনো না কখনো অন্তর ধাবিত হবেই। হযরত সায়্যিদুনা সাবিত বুনানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (অন্তর ধাবিত না হওয়া সত্ত্বেও) আমি ২০ বছর পর্যন্ত কুরআনে পাক (তিলাওয়াত করার) হতে কষ্ট লাভ করেছি, আর ২০ বছর তার স্বাদ গ্রহণ করেছি।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ১/৮৭১)

হার রোজ মে কুরআন পড়ো কাশ! খোদায়া
আল্লাহ! তিলাওয়াত মে মেরে দিল কো লাগাদে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জান্নাত প্রয়োজন হলে ভালো ব্যতীত মুখ দিয়ে কিছু বের করো না

মুখ দিয়ে যখন ভালোই ভালো কিছু চলমান থাকবে, যিকির ও দরূদ পড়তে থাকবে, অহেতুক কথা বলার অভ্যাস থাকবে না, তখন মিথ্যা, গীবত, চুগলী ও দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি গুনাহ থেকেও নিরাপদ থাকবে, আর এটি اِنْ شَآءَ الله জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যাবে। যেমনিভাবে সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমতে লোকজন আরয করলো, এমন কোন আমল বলুন যার দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: কখনো বলো না, তারা বললো: এটা তো হতে পারে না, বললেন: ভালো কথা ব্যতীত মুখ দিয়ে কখনো অন্য কিছু বলো না।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৬, ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৩৬)

আকছার মেরে হুটো পে রহে যিকরে মদীনা
আল্লাহ যঁবা কা হো আতা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করে নিলো

হে জান্নাত প্রত্যাশীরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রন রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কাজ, জিহ্বা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে যাওয়ার আমলের স্পৃহাকে বৃদ্ধি করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله উপকার অর্জন হবে। পরকালের কল্যাণ লাভের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি "মাদানী বাহার" আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমনিভাবে অনেক পূর্বের কথা, সিন্ধ এর এক মহিলা এমন অফিসে কাজ করতো যেখানে নারী পুরুষ একসাথে কাজ করতো, পর্দাহীনতা, কুদৃষ্টির সাথে সাথে এই ধরনের অনেক মন্দ কাজ সেখানে ব্যাপক ছিলো, দূর্ভাগ্যজনক ভাবে যেটাকে আজকের সমাজে মন্দ বলে মনে করে না। ঐ মন্দ পরিবেশের ফলাফল এমন ছিল যে, সিনেমা, নাটক, গান বাজনা এবং নিত্য নতুন ফ্যাশন ও পার্কে পর্দাহীন ভাবে ঘুরাফেরার অভ্যস্থ ছিল। পিতা-মাতার অবাধ্যতা বরং তাঁদের সাথে অসৎ আচরণ ও বড়দেরকে অসম্মান করা তার অভ্যাস ছিল। একদিন এক বোরকা পরিহিতা পর্দাসম্পন্ন ইসলামী বোন তার ঘরে আসলো, যখন সে তার সামনে নিজের নেকাব উত্তোলন করলো তখন তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো, এ তো সেই যে আমার সাথে অফিসে কাজ করতো আর তার মতো পর্দাহীন ফ্যাশনকারী ছিল। কিছুদিন পূর্বে চাকরী ছেড়ে দিয়েছিল, এখন সে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লীগা, অল্প সময়ে এতো পরিবর্তন দেখে সে প্রভাবিত না হয়ে পারলো না, ইসলামী বোন নম্র ভাষায় তাকে নেকীর দাওয়াত প্রদান করলো আর দাওয়াতে ইসলামীর ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা

www.dawateislami.net

ইজতিমায় অংশ গ্রহণের উৎসাহ প্রদান করলো, সেও ইজতিমায় অংশ গ্রহণের নিয়্যত করে নিল, ঐ ইসলামী বোনের জীবনে আগত পরিবর্তন প্রথম থেকেই তার অন্তরে করাঘাত করেছিল, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ এবং সেখানে অনুষ্ঠিত পরকালের চিন্তায় বিভোর বয়ান তাকে উদাসীনতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করে দিল, যদিও মনোমুগ্ধকর সম্মিলিত দোয়া সম্পন্ন করেছিল, সে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারলো না আর অঝোর নয়নে কান্না করতে রইলো, নিজের গুনাহের প্রতি তার লজ্জাবোধ হতে লাগলো, আল্লাহ পাকের দরবারে সত্য অন্তরে তাওবা করে নিল, সেই আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করলো আর নিজের গুনাহের জলাভূমি থেকে সেই বের হওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সঙ্গ লাভ করতে রইলো।

সালামত রহে ইয়া খোদা মাদানী মাহোল,
বাছে বদ নযর ছে ছদা মাদানী মাহোল।
দোয়া হে তুজ সে দিল এ্যাইসা আগা,
না ছোটে কাভী বিহ খোদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নীরবতা ঈমান নিরাপত্তার মাধ্যম

যার জিহ্বা কেঁচির মতো প্রতিটি কথাকে কাটতে থাকে সেই অপরের কথা ভালোভাবে বুঝা থেকে বঞ্চিত থাকে, বরং বাচাল

www.dawateislami.net

ব্যক্তির জন্য এটারও আশঙ্কা থাকে যে, বক বক করার দ্বারা জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর পানাহ! কুফরী বাক্যও বের হয়ে যায়। যেমনিভাবে হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুমে লিখেন যে, কতিপয় বুযুর্গ বলেন: নিশ্চুপ থাকা ব্যক্তির মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়, (১) তার দ্বীন নিরাপদ থাকে এবং (২) অপরের কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে। (ইহইয়াউল উলুম ৩/১৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতী হওয়ার রহস্য (ঘটনা)

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দয়ায় মানুষকে দেখে চিনে নিতে পারতেন যে, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী, বরং আগমন কারীদের আগমনের পূর্বে সংবাদ প্রদান করে দিতেন যে, সেই জান্নাতী, বা জাহান্নামী। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সেই জান্নাতী হবে। ইতিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন, লোকজন তাঁকে মোবারকবাদ পেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোন আমলের কারণে আপনার এই সৌভাগ্য নসীব হলো? বললেন: আমার আমল তো খুবই স্বল্প আর যার কারণে আমি আল্লাহ পাকের নিকট আশা

www.dawateislami.net

রাখি যে, তিনি আমার বক্ষকে নিরাপত্তা ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা থেকে বিরত রাখবেন। (আস সামতু, ৭/৮৬ পৃষ্ঠা, বানী নম্বর ১১১)

এই হাদীসে পাকের শব্দাবলি "سَلَامَةُ الصَّدْر" অর্থাৎ বক্ষের নিরাপত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তরের অনর্থকতা, অর্থাৎ হিংসা ও বিদ্বেষ ইত্যাদি অপ্রকাশ্য রোগ (অর্থাৎ গুনাহসমূহের লুকায়িত রোগ) থেকে পবিত্র হওয়া এবং অন্তরে ঈমান পাকাপোক্ত হওয়া।

রফতার কা গুফতার কা কিরদার কা দে দে
হার উয়ু কা দে মুঝ কো খোদা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী

سُبْحٰنَ الله! আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র জন্য দেহ ও মন সবকিছু উৎসর্গ! প্রিয় নবীর সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র তাকদীরের কথা কি আর বলবো, তিনি তো পবিত্র জবানে নবীর মাধ্যমে জান্নাত লাভের সুসংবাদ পেয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাতী। আর শুধু তিনিই নই বরং নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী এই ব্যাপারে ফয়যানে নামায ৩২৯-৩৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আল্লাহ পাক ২৭ পারা সূরা হাদীদ আয়াত নং ১০ ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

لَا يَسْتَوِیْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐ সব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় ঐ সব লোক অপেক্ষা বড়, যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ তোমাদের কৃত কর্মগুলো সম্পর্কে অবহিত আছেন।

সকল সাহাবী জান্নাতী

মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারাকা প্রসঙ্গে বলেন: ঐ সকল (সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) এর মর্যাদা যদিও বিভিন্ন পর্যায়ের কিন্তু তাঁদের সবার জান্নাতী হওয়াটা একেবারেই অকাট্য কেননা আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছিলেন, সকল সাহাবা ন্যায়পরায়ন ও মুত্তাকী, কেননা সবার কাছ থেকে আল্লাহ পাক জান্নাতের ওয়াদা নিয়েছেন, জান্নাতের ওয়াদা ফাসিক অর্থাৎ গুনাহগার থেকে নেয়া হয় না। (নূরুল ইরফান, উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে) প্রত্যেক সাহাবী, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাহাবী হওয়ার কারণে আমাদের উপর সম্মান করা ওয়াজিব আর কোন সাহাবীর শানে বেয়াদবী করা হারাম ও পথভ্রষ্টতা।

www.dawateislami.net

হার সাহাবীয়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী, সব সাহাবীয়াত ভিহ জান্নাতী জান্নাতী
চার ইয়ারানে নবী জান্নাতী জান্নাতী, হযরতে সিদ্দিক ভিহ জান্নাতী জান্নাতী
হে ওমর ফারুক ভিহ জান্নাতী জান্নাতী, ওসমানে গণী জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা আওর আলী জান্নাতী জান্নাতী, হে হাসান হুসাইন ভিহ জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালাদাইনে নবী জান্নাতী জান্নাতী, হার যাওজায়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী
আওর আবু সুফিয়ান ভিহ জান্নাতী জান্নাতী, হে মুয়াবিয়া ভিহ জান্নাতী জান্নাতী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুক কথাবার্তা যদিও গুনাহ নেই তবে এর মধ্যে কোন কল্যাণও নেই। سُبْحٰنَ اللّٰه! এখনি আপনারা একটি বর্ণনা শুনেছেন যাতে প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে জবানে রেসালতে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন! তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর একটি সৌন্দর্যতা এটাও ছিল যে, কখনো অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত হতেন না। যে কাজের সাথে সম্পর্ক হতো না তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করতো না, কিন্তু আফসোস! আমাদের যে বিষয়ের সাথে দূরেরও কোন সম্পর্ক থাকে না তারপরও ঐ বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ (INTERFERE) করে থাকি এবং ঐসব বিষয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে থাকি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অতিরিক্ত খাওয়াও অধিক বলার একটি কারণ

শুধুমাত্র স্বাদের কারণে অতিরিক্ত পানাহার করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে তিরস্কার করা হয়েছে। পেট যখন অধিক ভর্তি

www.dawateislami.net

হয়ে যায় তখন আনন্দ বিহ্বলতা অধিক চিন্তা করে, এবং জিহ্বাও কেঁচির মতো চলতে থাকে। আর যখন ক্ষুধা লাগে তখন মানুষ দূর্বল হয়ে যায়, অধিক কথাবার্তা বলতে মন চাই না, সুতরাং হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ প্রচন্ড ক্ষুধাও সহ্য করেছেন এবং পেট ভর্তি করে আহার করতেন না যাতে তাঁদের নীরবতা অধিক হয় ও অহেতুক কথাবার্তা কম হয়। যেমন আমল সম্পন্ন ওলামায়ে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর পবিত্র অভ্যাস ছিল কেননা যার পেট খুব ভর্তি থাকে তার অহেতুক কথাবার্তাও অধিক হয়ে থাকে। **(তাম্বীহুল মুগতারীন ১৮৯)**

ক্ষুধাহীন আহারকারী বাচাল হয়ে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ রাহিবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পেটে অহেতুক খাবার দ্বারা ভর্তিকারীর মুখ দিয়ে অহেতুক কথায় বের হবে। **(তাম্বীহুল মুগতারীন ১৮৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তরবারীর আঘাত সেরে যায় কিন্তু জিহ্বার আঘাত সারে না

তীর ও তরবারী দ্বারা শুধু শরীর আহত হয়, কিন্তু জিহ্বার কারণে অন্তর আহত হয়ে যায়। হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, মানুষকে তীর দ্বারা আঘাত করাটা তাকে জিহ্বা দ্বারা মন্দ কথাবার্তা বলার চেয়ে কম, কেননা জিহ্বার লক্ষ্যবস্তুতে কখনো ভুল হয়না। **(তাম্বীহুল মুগতারীন ১৮৯)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

জিহ্বাকে বন্দী করে রাখো

যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে বন্দী রাখতে সফল হয়ে গেলো সে নিঃসন্দেহে অসংখ্য ফিৎনা থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো, অতঃপর প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: শপথ ঐ পবিত্র সত্ত্বার যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এমন কোন জিনিস নেই যা জিহ্বার চেয়ে অধিক বন্দী রাখা আবশ্যক।

(ইহইয়াউল উলুম, আরবী ৩/১৩৭, ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৮)

যে কথা দুই ঠোঁটের মধ্যে স্থান পায় না তা কোথাও স্থান পাবে না

কথা বলার পূর্বে ভালো ভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত যে, পরবর্তীতে কোথাও যেন লজ্জিত হতে না হয়। (কোটি কোটি শাফেয়ীদের পথ প্রদর্শক) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, কথা তীরের মত, যদি তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তবে তা অপরজনের হয়ে যাবে আর এখন তার মালিক তুমি হবে না। **(তাম্বীহুল মুগতারীন ১৮৯)**

বাশার রাযী দিলি কেহ কর যলীল ওহ খাওয়ার হোতা হে
নিকাল জাতী হে যব খুশবু তো গুল বেকার হোতা হে

مَاشَآءَاللّٰہ কতিপয় ব্যক্তি অনেক বোধশক্তি সম্পন্ন ও পেট খুবই দৃঢ় হয়ে থাকে আর যতো কিছু হয়ে যাক না কেনো রহস্য ফাঁস করে না এবং ঘরের কথা বাইরে বলে না। এমন একজন বুদ্ধিমানের অনুকরণীয় ঘটনা উপস্থাপন করছি।

www.dawateislami.net

ঘরের কথা বাইরে প্রকাশকারী স্বল্প মর্যাদার হয়ে থাকে

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক রহস্যময় ব্যক্তির (অর্থাৎ পেট মজবুদ ব্যক্তি) বিবাহ হলো কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া কম ছিল, কোন ভাবে তার বন্ধু তাদের এই বিষয়ে জানতে পারলো, সে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার ঘরের খবর কি? ঐ রহস্যময় ব্যক্তি উত্তর দিল: আমি এতো স্বল্প মর্যাদার মানুষ নই যে, ঘরের কথা কাউকে বলে দিবো। সমস্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো, শেষ পর্যন্ত আর সংসার করা হলো না এবং তালাক দিতে হলো। যখন তার বন্ধু জানতে পারলো তখন বললো: সে তো এখন তোমার স্ত্রী নয়, তো বলো ব্যাপারটা কি ছিল? ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি উত্তর দিল: এখন তো সে আমার জন্য নামুহরিম মহিলা আর কোন নামুহরিম মহিলা সম্পর্কে কিভাবে কথা বলবো! (গীবত কি তাবাহ কারীয়াহ ৩৬৩)

আল্লাহ হাম কো ফদ্বল সে আকলে সালীম দে
শরম ও হায়া তুফাইলে রাসূলে করীম দে

অনেক সময় তো এমন কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় যে...

হযরত বিলাল বিন হারেস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, হুযুর পূরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের একটি বাক্য আল্লাহ পাকের খুশির উপলক্ষ্য হতে পারে আর সে এটা জানে না যে, এর দ্বারা কিছু বড় সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহ পাক সেটার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত সন্তুষ্টি লিখে দেন। আর কখনো একটি বাক্য

www.dawateislami.net

দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়ে যান আর সে এটা জানে না যে, এর দ্বারা অসন্তুষ্ট বেশি হবেন কিন্তু আল্লাহ পাক সেটার কারণে নিজের অসন্তুটিকে কিয়ামত পর্যন্ত লিখে দেন। (তিরমিযী ৪/১৪৩, হাদীস: ২৩২৬)

সে অহেতুক কথা কম বলবে

যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হয়ে অধিক হারে মৃত্যুকে স্মরণ করে, সামান্য আয়ে (INCOME) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, অধিক ধন সম্পদের আশা করে না এবং যার এটাও অনুভূতি রয়েছে যে, "বলা" টাও কোন আমল, যার হিসাব দিতে হবে। তবে এই ধরনের লোক অহেতুক কথা বলতে পারে না। যেমন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরন করে সে দুনিয়ার সামান্য জিনিসের উপর তুষ্ট (অর্থাৎ তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট) থাকে আর নিজের কথাবার্তাকেও আমল মনে করে সে অহেতুক কথা কম বলে। (ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৩৭, ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৮)

জিহ্বার পদস্খলন পায়ের পদস্খলনের চেয়ে ভয়াবহ

সবসময় কথা বলার দ্বারা এটারও সম্ভাবনা (অর্থাৎ ভয়) থাকে যে, কবুলের সময় এমন অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু বের হয়ে যায় আর তাই হয়ে যায়। এক আরবী কবির কাব্যের অনুবাদ: মানুষ নিজের জিহ্বার পদঙ্কলনের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়, যদিও পায়ের

www.dawateislami.net

পদস্কলনের দ্বারা তার মৃত্যু আসে না, যে জিনিস অপছন্দনীয় তা মুখে আলোচনাও করো না, অনেক সময় যা কিছু মুখ থেকে বের হয়ে যায় তাই হয়ে থাকে। (তাম্বীহুল গাফেলীন, ১১৬)

জানিনা কোন মুহূর্তটি গ্রহণযোগ্যতার (কবুলিয়্যতের)

হে আশিকানে রাসূল! এদিক সেদিকের কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, যখনি অবসর হবে তাড়াতাড়ি মুখে যিকির ও দরূদ পাঠের অভ্যাস করে নিন, জানিনা কখন কবুলিয়্যতের মুহূর্ত চলে আসে আর আমাদের তরী পার হয়ে যায়। হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সন্তানকে বললেন: হে আমার সন্তান! اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ পড়তে থাকো, কেননা আল্লাহ পাকের নিকট এমন কিছু সময় রয়েছে যাতে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে যায়। (কিতাবু হুসনিজ জান্নি বিল্লাহি মাআ মাওসুআতি ইবনে আবীদ দুনিয়া ১/১১০, বানী নম্বর ১১৮)

অহেতুক কথা বলা ব্যক্তির পরকালে পাঁচ জায়গায় পেরেশানী

বর্ণিত রয়েছে যে, প্রত্যেক হাসি ঠাট্টা বা অহেতুক কথাবার্তার কারণে বান্দাকে কিয়ামতের ময়দানে পাঁচটি জায়গায় তিরস্কার ও জবাবদিহিতার জন্য থামিয়ে দেয়া হবে:

(১) তুমি কেন কথা বলেছিলে? এতে তোমার কি কোন লাভ ছিলো?

(২) তুমি যে কথা বলেছিলে তাতে কি তোমার কোন উপকারীতা অর্জন হয়েছিল?

www.dawateislami.net

(৩) তুমি যদি ঐ কথা না বলতে তাহলে তোমাকে কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো?

(৪) তুমি চুপ ছিলে না কেন যাতে এই পরিণতি থেকে নিরাপদ থাকতে?

(৫) তুমি এই জায়গায় سُبْحَانَ اللهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰه পাঠ করে সাওয়াব ও প্রতিদান লাভ করো নি কেন? (কু'তুল কুলুব ১/৪৬৮)

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: জিহ্বা দ্বারা মাথা নিরাপদ থাকে। (তাম্বীহুল মুগতারীন, ১৯০)

জিহ্বার দ্বারা যাকে ভালো মন্দ বলা হয়, হতে পারে সে রাগান্বিত হয়ে প্রহার করতে পারে এবং মাথা ও ইত্যাদি ফেটে যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নীরবতার মধ্যে সাত হাজার উপকারীতা রয়েছে

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কথা, নীরবতা দ্বারা সাত হাজার উপকারীতা অর্জন হয়, যা সাতটি বাক্যে সমবেত (অর্থাত SENTENCES) আর প্রত্যেকটি বাক্যে এক হাজার উপকারীতা রয়েছে, (১) নীরবতা কষ্টবিহীন (অর্থাৎ কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে) ইবাদত। (২) নীরবতা অলঙ্কার বিহীন সৌন্দর্য (৩) নীরবতা সম্রাজ্য বিহীন আতঙ্ক (৪) নীরবতা দেয়াল বিহীন প্রাসাদ (৫) নীরবতার মধ্যে কোন একজনের কাছে ক্ষমা (অর্থাৎ SORRY) চাইতে হয় না

www.dawateislami.net

(৬) নীরবতার দ্বারা কিরামান কাতেবীন (অর্থাৎ আমল লিখক সম্মানীত ফেরেশতা) বিশ্রাম পাই (৭) নীরবতা মানুষের দোষ-ত্রুটির জন্য পর্দা স্বরূপ। (তাম্বীহুল গাফেলীন ১১৭)

যৌবন পাগলামী, এর ক্ষতি থেকে বাঁচো

যৌবনে সাধারণত শরীর ভালো থাকে, আশা আকাঙ্ক্ষা অধিক হয়ে থাকে, আর বাস্তবিকই যৌবনে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অতঃপর হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, মুসলামনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক যুবককে বললেন: হে যুবক! যদি তুমি তিনটি জিনিসের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকো তাহলে যৌবনের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে, (১) জিহ্বার ক্ষতি (মন্দ বলা থেকে) (২) লজ্জাস্থানের ক্ষতি (৩) পেটের ক্ষতি থেকে। (তাম্বীহুল গাফেলীন ১১৭)

ঢলনে ওয়ালি হে জাওয়ানি জিস পে তুঝ কো নায হে
তো বুজালে চাহে জিতনা চার দিন কা সায হে,

না বলাতে নয় গুন

বাস্তবে কম বলাতে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে, হযরত উহাইব বিন ওয়ারদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ১০টি অংশে নিরাপত্তা রয়েছে, এর মধ্যে ৯টি অংশ শুধু নীরবতার মধ্যে রয়েছে এবং একটি অংশ হলো মানুষ থেকে দূরে থাকা। (তাম্বীহুল মুগতারীন ১৯০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

স্বর্ণ রুপার মতো জিহ্বাকে হিফাযত করো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: উদ্দেশ্যহীন কাজকে ছেড়ে দাও, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকো আর নিজের জিহ্বাকে এভাবে হিফাযত করো যেভাবে স্বর্ণ রুপাকে হিফাযত করে থাকে।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে ১/৫০৮, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩৫৯)

নীরবতা "স্বর্ণ"

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَیۡہِ السَّلَام বলেন: যদি কথাবার্তা বলাটা "রুপা" অর্থাৎ (SILVER) হয় তাহলে চুপ থাকাটা "স্বর্ণ" (GOLD)। (ইহইয়াউল উলুম ৩/১৩৬)

হিকমতের অধিকারী কে?

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত কোন ব্যক্তিকে দেখো এবং তাকে অল্পভাষী পাও তখন তার পাশে বসো, কেননা তাকে হিকমত প্রদান করা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪২২, হাদীস: ৪১০১) মিরআতে এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় রয়েছে: হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলম ও আমল সম্পন্ন, অনেক ওলামায়ে কেরাম বলেন: শরীয়ত ও তরীকতের সহ অবস্থান অর্থাৎ দুটাই এক সাথে থাকা হিকমত।

(মিরআত ৭/৫৭)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

কথা কম কাজ বেশি

যে ব্যাক্তি নেককার হবে সে যিকির ও দরূদ এবং নেকীর দাওয়াতের কাজ থেকে কখন অবসর পায় যে, অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে লিপ্ত থাকে না আর মুনাফিক তো বাজে লোকই হয়ে থাকে এই জন্য "বক বক" না করলে আর করবেইটা কি! যেমনিভাবে ইমাম আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বাণী প্রসিদ্ধ যে, মুসলমান কথা বলে কম কাজ করে বেশি কিন্তু মুনাফিক কাজ করবে কম আর কথা (অহেতুক কথাবার্তা) বলে বেশি। **(তাম্বীহুল গাফেলীন ১১৫)**

চল্লিশ বছর রাতে অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত ছিলেন

আল্লাহ পাকের এমন এমন নেককার বান্দা ও সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমিক রয়েছে যারা যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠ করা থেকে অবসরই পায় না যে, অহেতুক কথাবার্তার দিকে মনোযোগী হবে। অতঃপর হযরত মানসুর বিন মু'তামির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের পর কারো সাথে কথাবার্তা বলতে অংশ নিতেন না।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৯, ইহইয়াউল উলুম ৩/১৩৭)

اَللهُ اَكْبَرُ **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আল্লাহ ওয়ালারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। আর আমাদের অবস্থা এমন যে, চল্লিশ মিনিটও নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারি না।

www.dawateislami.net

বেকার গুফতাগু সে খোদায়া বাঁচা মুঝে,
যিকরো দরূদে পাক কা শায়দা বানা মুঝে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অকৃতজ্ঞতার একটি বাক্যও জাহান্নামে পৌঁছাতে পারে

অনেক সময় মুসলমান অসাবধানতা বশতঃ এমন এমন কথা বলে থাকে যে ব্যাপারে নিজেরও জানা থাকে না আর আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্টি হয়ে যান, আর কেউ তো উদাসীন হয়ে একটা দুইটা এমন কথা বলে ফেলে যে, তার এ ব্যাপারে আফসোসও হয় না অথচ তার এই অনর্থক কথা বলার ফলে ধ্বংসই তার ভাগ্যে লিখা হয়ে থাকে। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন নিঃসন্দেহে বান্দা কখনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি মূলক এমন বাক্য (SENTENCE) বলে ফেলে যার দিকে তার ধ্যানও থাকে না, আর সেই কারণে আল্লাহ পাক তার বহু মর্যাদা (GRADES) বৃদ্ধি করে দেন। আর নিঃসন্দেহে বান্দা কখনো আল্লাহ পাকের অবাধ্যমূলক এমন কোন বাক্য (SENTENCE) বলে ফেলে যে, ঐদিকে তার কোন চিন্তাও থাকে না আর এ কারণে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়। **(মিশকাত ২/১৮৯, হাদীস: ৪৮১৩)**

www.dawateislami.net

মন্দ সংস্পর্শই নষ্ট করে দিয়েছিল

হে আশিকানে রাসূল! এখনই অন্তরে নাড়া প্রদানকারী হাদীসে পাক বর্ণিত হয়েছে, আসলেই জিহ্বাকে অনেক বুঝে শুনে ব্যবহার করা উচিত, জিহ্বা হিফাযতের মন-মানসিকতা তৈরির ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে ইসলামী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সবাইকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে থেকে খুব দ্বীনি কাজ করা উচিত আর সর্বদা মন্দ সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা উচিত। মন্দ সংস্পর্শে নষ্ট হওয়ার পর হিদায়ত প্রাপ্ত আশিকানে রাসূলের বরকতময় সংস্পর্শে আসা এক সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়ের "মাদানী বাহার শুনুন" করাচীর "গুলিস্তান জাওহার" এলাকার এক ইসলামী ভাই অসৎ বন্ধুদের সংস্পর্শের কারণে অসৎ চরিত্রবান এবং গুনাহের জলাভূমিতে ফেঁসে গিয়েছিল, তার গান শুনার খুব বেশি আগ্রহ ছিল আর এই আগ্রহ এতো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে নিজে গান গেয়ে মানুষের প্রশংসা পেতে লাগলো, এছাড়া মাদক (গাঁজা) সেবন করা তার অভ্যাস ছিল, গুনাহের অভ্যাস এতো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, অশ্লীল কথাবার্তা বলা ও মিথ্যা বলা তার নিকট দোষের কিছু ছিল না, সৌভাগ্য বশতঃ ২০০৫ সালে সে মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয় যেখানে সে গউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুরিদও হয়েছিল, কিন্তু ইজতিমা থেকে

www.dawateislami.net

ফিরে আসার পর সে আবার অসৎ বন্ধুদের সংস্পর্শে গিয়ে বসতে লাগলো আর পুনরায় গুনাহের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেলো। একদিন হঠাৎ সে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলো, যার কারণে তার সূরা ফাতিহাও স্মরণে রইলো না আর সে নিজের ঘরে পাগলের মতো দিন অতিবাহিত করতে লাগলো, নিজের পিতামাতাকে নিজের শত্রু মনে করতে লাগলো, তার অবস্থা এতোটা খারাপ হয়ে গেলো যে, নিজের অসুস্থতার কারণে না সে খাবার খেতে পারছে না শয়ন করতে পারছে, শেষ পর্যন্ত তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো। তার আম্মাজান নিজের সন্তানের এই অবস্থা দেখতে পারছে না আর তিনি তার জন্য অধিকহারে দোয়া ও অযিফা পাঠ করতে রইলো, একরাতে তার আম্মাজানের স্বপ্নে এক বুযুর্গ তাশরীফ আনেন ও কিছু আমল করার জন্য বললেন। তার আম্মাজান বিরতি বিহীন ঐ আমল করতে থাকে, তার আমলের বরকতে আস্তে আস্তে ঐ ইসলামী ভাইয়ের অবস্থা ভালো হতে থাকে আর সে শারীরিক ভাবে সুস্থ হতে থাকে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه একদিন সেও আসলো আর সে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত শিখা ও শিখানোর মাদানী কাফেলায় সফর করলো যেখানে সে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে গুনাহ থেকে বাঁচার মন-মানসিকতা লাভ করলো এবং সে দ্বীনি পরিবেশে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েগেলো আর দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ করতে করতে ডিভিশন পর্যায়ের মাদানী ইনআমাত (যাকে এখন "নেক আমল" বলা হয়) এর যিম্মাদারও হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! বর্ণিত মাদানী বাহার আমাদেরকে চিন্তা ভাবনার দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে যে, আমরা নিজেদের সংস্পর্শ ও বন্ধুদের দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিই, কখনো এমন যেন না হয় যে, নেক আমল থেকে দূরে থাকার কারণে মন্দ বন্ধু ও অসৎ সংস্পর্শে জড়িয়ে যায়!! হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মন্দদের সংস্পর্শে উপকার এবং ভালোদের সংস্পর্শে ক্ষতি কখনো হতে পারে না। কামারের ভাট্টি থেকে সুগন্ধ পাওয়া যায় না, গরম ও ধোঁয়া পাওয়া যায়, সুগন্ধ ওয়ালা থেকে না গরম পাওয়া যায় না ধোঁয়া, কস্তুরী বা সুগন্ধই পাওয়া যায়। আরো বলেন: যতোটুকু সম্ভব মন্দ সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকো, এটি দ্বীন ও দুনিয়া নষ্ট করে দেয়। আর ভালো সংস্পর্শ অবলম্বন করো এর দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া সুরক্ষিত হয়ে যায়, সাপের সংস্পর্শ প্রাণ কেড়ে নেয়, অসৎ বন্ধুর সংস্পর্শ ঈমান নষ্ট করে দেয়। (মিরআত ৬/৫৯১)

হযরত মাওলানা রুম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

صُحبتِ صالِح تُرا صالِح کُنَد

صُحبتِ طالِح تُرا طالِح کُنِد

অর্থাৎ সৎ সংস্পর্শ তোমাকে সৎ এবং অসৎ সংস্পর্শ তোমাকে অসৎ বানিয়ে দিবে। (মসনবী ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অহেতুক কথাবার্তা থেকে পবিত্র থাকার সর্বোওম ব্যবস্থা

কথাবার্তা কম বলার ইচ্ছা পোষণকারীদের জন্য নিজের কথাবার্তায় অহেতুক শব্দ ও বিভিন্ন ত্রুটি থেকে পবিত্র করার জন্য **"ইহইয়াউল উলুম"** এ কিছুটা এভাবে লিখেন: কথাবার্তা চার প্রকার: (১) পরিপূর্ণ কষ্ট প্রদানকারী কথা (২) পরিপূর্ণ উপকার প্রদানকারী কথা (৩) এমন কথা যা ক্ষতিকারক এবং উপকারীও, এবং (৪) এমন কথা যাতে না উপকার আছে না ক্ষতি। অতএব প্রথম প্রকারের কথা হলো যা পরিপূর্ণ অর্থাৎ সবই ক্ষতি, তা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা প্রয়োজন, আর এভাবে তৃতীয় প্রকারের কথা যে, যাতে ক্ষতি ও উপকার উভয়টা রয়েছে, এটা থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক, আর যা চতুর্থ প্রকার তা অনর্থক কথাবার্তার অন্তর্ভূক্ত তাতে না উপকার আছে না ক্ষতি, সুতরাং এমন কথার দ্বারা সময় নষ্ট করাও এক প্রকারের ক্ষতিই, এরপর শুধু দ্বিতীয় প্রকারের কথাই অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ কথাবার্তার মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ ৭৫% ব্যবহারের উপযুক্ত নয় এবং শুধু এক চতুর্থাংশ কথা যাতে উপকার রয়েছে ব্যস এটাই ব্যবহারের উপযুক্ত কিন্তু এই উপযুক্ত কথা ব্যবহারের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু রিয়াকারী, বানোয়াট, গীবত, অপবাদ, মিথ্যা বাড়াবাড়ি, আমি আমি করার বিপদ, অর্থাৎ নিজের মর্যাদা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে বসা ইত্যাদি ইত্যাদি বিপদ বিদ্যমান, আরো এটা যে, উপকারী কথাবার্তা বলতে বলতে অহেতুক কথায় লিপ্ত হয়ে যাওয়া অতঃপর এর মাধ্যমে আরো সামনে অগ্রসর হয়ে

www.dawateislami.net

আল্লাহ না করুক এতে গুনাহ হয়ে যাওয়া ইত্যাদির ভয় সম্পৃক্ত রয়েছে। আর এমন মন্দ আমলে লিপ্ত হয়ে যাওয়াটা এমন সূক্ষ্ম বিষয় যেটা অধিকাংশই বুঝতে পারে না, সুতরাং এই উপযুক্ত কথা বলার মাধ্যমেও মানুষ বিপদের বেষ্টনিতে থাকে। (ইহইয়াউল উলুম ৩/১৩৮)

দুনিয়াবী কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে তখন কিছু আল্লাহ পাকের যিকির করে নেয়া উচিত

আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা শুধু দুনিয়াবী (অহেতুক নয়) কথাকেও ভালো মনে করতেন না, যেমন হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ বিন সালামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কোন দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে ফেলতেন তখন এরপর سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَر পাঠ করতেন, এরপর বলতেন: আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন কোন মজলিশে (অর্থাৎ বৈঠক) শুধু দুনিয়াবী কথা বলাকে ভালো মনে করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে ভালো কোন কথার মিশ্রন না করতেন । (তাম্বীহুল মুগতারীন ১৯০)

যখন রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়

বাচাল ব্যক্তির ভয় করা উচিত যে, কখন আল্লাহ পাক আমার উপর থেকে রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়! অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষের অহেতুক কথাবার্তা বলা, আল্লাহ পাক তাকে সাহায্যহীন হিসাবে ছেড়ে দেয়ার কারণ হয়ে থাকে। (তাম্বীহুল মুগতারীন ১৯০)

www.dawateislami.net

সৎ চরিত্র ও দ্বীনের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত

মুনাফিক দুনিয়াবী বিষয়ে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন কিন্তু সে সৎ চরিত্র ও দ্বীনের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত, এই কারনে নিঃসন্দেহে সে দূভার্গা ও বঞ্চিত। হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন; মুনাফিকের নিকট দুটি চরিত্র একত্রিত হয় না, (১) সৎ চরিত্র (২) দ্বীনের উপলব্ধি। (তিরমিযী ৪/৩১৩, হাদীস: ২৬৯৩)

বক্তা বারংবার অনুতপ্ত হয়

একটি উপদেশ মূলক আরবী পংক্তির অনুবাদ হলো: ইলম হলো সৌন্দর্য আর নীরবতা হলো নিরাপত্তা, আর যদি কখনো বলতে হয় তবে অধিক বলিও না, তোমার নীরবতার দ্বারা কখনো লজ্জিত হতে হবে না, কিন্তু বললে বারংবার অনুতপ্ত হতে হবে।

(তাম্বীহুল গাফেলীন ১১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলে বাস্তবতা এটাই যে, চুপ থাকার মধ্যে লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা (CHANCE) অনেক কম থাকে, সুযোগ পেলে না পেলে বলে ফেলার অভ্যাস দ্বারা বারবার (SORRY) বলতে হয় এবং ক্ষমা চাইতে হয় বা অতঃপর মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে বলতে থাকে যে, আমি যদি এখানে না বলতাম তাহলে ভালো হতো, কেননা আমার বলার কারণে সামনে উপবিষ্টরা লজ্জায় পড়ে গেলো, স্পষ্ট শুনতে হয়েছে, অমুক অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো, অমুকের মুখ নিচু হয়ে গেলো, অমুক অন্তরে কষ্ট পেলো, নিজের

www.dawateislami.net

চেহারার চাপটাও (IMPRESSION) খারাপ হয়ে গেলো ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত মুহাম্মদ বিন নদ্বর হারিছ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে কতো সুন্দর কথা বর্ণনা করা হয়েছে: অধিক বলার দ্বারা সম্মান চলে যেতে থাকে। (আস সামতু লি ইবনে আবিদ দুনিয়া মাআ মাওসুআতি ৭/৬০ পৃষ্ঠা, বানী নম্বর ৫২)

বলে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে না বলে অনুতপ্ত হওয়া ভালো

সত্য হলো, "বলে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে না বলে অনুতপ্ত হওয়া ভালো" আর অধিক আহার করে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে কম আহার করে অনুতপ্ত হওয়া ভালো, যে বলতে থাকে সে বিপদে ফেঁসে যায়, আর যে অধিক আহারে অভ্যস্থ সে নিজের পাকস্থলী খারাপ করে থাকে। অধিকাংশ মোটা হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে থাকে, যদি যৌবনে রোগসমূহ হতে বেঁচেও যায় তবে যৌবন হারানোর পরপরই অনেক সময় আপদমস্তক রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, অধিক আহার করার ক্ষতি ও পাকস্থলীর চিকিৎসা ইত্যাদি জানার জন্য **"ফয়যানে সুন্নাত"** প্রথম খন্ড, অধ্যায় (বাব) **"ক্ষুধার ফযীলত"** অধ্যয়ন করুন।

অধিক আলাপকারীকে লজ্জিত হতে হয়

অসৎ সংস্পর্শ নষ্ট করে, মন্দ জায়গায় গমনকারীর দূর্নাম হয় এবং অধিক আলাপকারীকে শেষ পর্যন্ত লজ্জিত হতে হয়। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র ব্যাপারে বলা হলো যে, তিনি তাঁর সন্তানকে বললেন:

www.dawateislami.net

হে বৎস! (১) যে ব্যক্তি অসৎ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে তার নিরাপত্তা লাভ হয় না (২) যে মন্দ জায়গায় গমন করে সে দূর্নামের শিকার হয় (৩) যে নিজের জিহ্বাকে হিফাযত করে না তাকে লজ্জিত হতে হয়। (তাম্বীহুল গাফেলীন ১১৫)

যে মেপে কথা বলে সে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে যায়

বুদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, চিন্তাভাবনা করে কথা বলবে, নিজের সময়কে অনর্থক নষ্ট করবে না, নিজের বিষয়ে পরিপূর্ণ মনোযোগ রাখে, এভাবে সেই অহেতুক কথাবার্তা বলার সুযোগ কখন পাবে! হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত আমি নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত ইব্রাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام 'র উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব সমূহে কি বিষয় ছিল? ইরশাদ করলেন: তা সব শিক্ষনীয় ও উপদেশে পূর্ণ ছিল (এর মধ্যে এটাও ছিল) বুদ্ধিমানদের উপর আবশ্যক যে, আপন যুগের অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং নিজের জিহ্বাকে হিফাযত করা। কথা বলার পরিবর্তে কাজ করবে এবং তার কথাবার্তা যেন অহেতুক কথায় পূর্ণ না থাকে।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে ১/৩১৯, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/২২২)

ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে গেলো

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পারিবেশেরও কেমন বরকত, ঐ বরকত সম্পর্কে অনুমান করার জন্য একটি মাদানী

www.dawateislami.net

বাহার শুনুন আর আন্দোলিত হোন: পুরাতন কানপুর (হিন্দ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের সৌভাগ্য যে, সে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হলো, তার নানী জানের অবস্থা অনেক নাজুক ছিল, অনেক চিকিৎসা করলো কিন্তু সুস্থতা লাভ হলো না। ডাক্তার বললো তার ক্যান্সার (CANCER) হয়েছে, আর সাথে সাথে এই সংবাদও দিল যে, তিনি কিছু দিনের মেহমান (মারা যাবেন), এই দুঃসংবাদ শুনে সে ঘাবড়ে গেলো, সে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে নানীজানের সুস্থতার লক্ষ্যে দোয়া প্রার্থনা করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করলো এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করলো: হে আল্লাহ পাক! এখানে যেই তোমার প্রিয় বান্দা তার সদকায় আমার প্রিয় নানীজানকে সুস্থতার নিয়ামত দান করো। পরবর্তী দিন যখন নানীজানের খেদমতে উপস্থিত হয় তখন তার খুশির সীমা ছিল না, কেননা ইজতিমায় আশিকানে রাসূলের মাঝে কৃত দোয়ার বরকত এভাবে প্রকাশ পেলো যে, তার নানীজান এখন শুধু বসতে পারছে না বরং সুস্থ হয়ে চলা ফেরা করছে।

তেরা শোকর মাওলা দিয়া মাদানী মাহোল,
না ছুটে কভি বি খোদা মাদানী মাহোল।
সালামাত রহে ইয়া খোদা মাদানী মাহোল,
বাঁচে বদ নযর সে সদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৭)

www.dawateislami.net

কোন রোগ আরোগ্যহীন নয়

سُبْحٰنَ الله! আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি চাইলে ক্যান্সারও ভালো হতে পারে, নিঃসন্দেহে বয়ঃবৃদ্ধ ও মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক রোগের আরোগ্য রয়েছে, হ্যাঁ এই কথাটি ভিন্ন যে, কিছু রোগের ঔষধও ডাক্তাররা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। সুতরাং এটা বলার পরিবর্তে (অমুক রোগের চিকিৎসা নেই) উপযুক্ত হলো এটাই যে, এভাবে বলা যায় আমাদের নিকট এই রোগের চিকিৎসা নেই বা ডাক্তাররা এখনো পর্যন্ত এই রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার করতে পারেনি, যাই হোক আল্লাহ পাক যদি চান তো ঔষধের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা যায় অন্যতায় এটি সম্ভব যে, ঐ ঔষধই মৃত্যুর কারণ হতে পারে! আর অধিকাংশ সময় এটাও দেখা যায় যে, অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া ঔষধ সঠিক হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন রোগী প্রতিক্রিয়ার (REACTION) শিকার হয়ে যায়।

ক্যান্সারের রূহানী চিকিৎসা

শুরু ও শেষে ১১ বার দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করবে এবং মধ্যখানে সূরা মরিয়ম পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে, প্রয়োজন অনুসারে অন্য পানিও তাতে মিশাতে থাকুন, অসুস্থ ব্যক্তিকে এই পানি সারা দিন পান করান, এই আমল ধারাবাহিক ভাবে চল্লিশ দিন

www.dawateislami.net

পর্যন্ত করতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله আরোগ্য লাভ হবে। (অপর জনও পাঠ করে ফুঁক দিলে তা রোগীকে পান করাতে পারবেন।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বোকা যতক্ষণ পর্যন্ত চুপ থাকে তাকে চিনা যায় না

চুপ থাকার দ্বারা অনেক সময় মানুষের উপর প্রভাব থাকে, মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখতে থাকে। আর যে সবসময় বলতে থাকে তার সম্মান শেষ হয়ে যায় আর তার কথার ওজন (মান) ও থাকে না, যেমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম নাখায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি চিন্তা করে, তবে সে সকল মজলিশের লোকদের মধ্যে থেকে ভদ্র ও অধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে অধিক চুপ থাকে, কেননা চুপ থাকা জ্ঞানীর জন্য সৌন্দর্য আর মূর্খের জন্য পর্দা স্বরূপ। (তাম্বীহুল মুগতারীন ১৯০)

অর্ধরাত পর্যন্ত যদি সূর্য অস্তমিত না হয়? (ঘটনা)

হে আশিকানে রাসূল! সত্যিই জিহ্বাকে বন্ধ রাখার দ্বারা সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ যখনি কথা বলা শুরু করে তখন তার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে জানতে শুরু করে। বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র সাথে এক ব্যক্তি বসতো কিন্তু কখনো কিছু বলতো না, একদিন একবার হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে বললেন: আপনি কখনো কোন প্রশ্ন করেন না কেন? সর্বদা চুপ থাকেন? এটা শুনে ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করলো: আচ্ছা এটা বলুন তো

www.dawateislami.net

রোযায় কখন ইফতার করা উচিত? বললেন যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়, সে বললো: যদি সূর্য অর্ধরাত পর্যন্ত অস্তমিত না হয়? এই প্রশ্ন শুনে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হেসে দিলেন আর বললেন: আপনার চুপ থাকাটাই ভালো ছিল, আমি আপনার মুখ খুলে ভুল করেছি। **(তারিখে বাগদাদ ১৪/২৫১)**

হায়! আমি যদি বোবা হতাম

হে আশিকানে রাসূল! দেখা যায় যে, অন্ধরা উপকারে রয়েছে, তারা পর্দাহীন নারী, সিনেমা নাটক, অর্ধ নগ্ন পোশাক পরিধান কারীর খোলা হাঁটু ও উরু দেখা, শুশ্রী বালকের উপর বিশেষ কামনা দৃষ্টি প্রদান করা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এমনিভাবে বোবাও জিহ্বার অসংখ্য বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। মুসলমানের প্রথম খলিফা আশিকে আকবর হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বিনয়ী করে বলেন: হায়! আমি যদি বোবা হতাম, কিন্তু আল্লাহ পাকের যিকির করা পর্যন্ত (অর্থাৎ বলার শক্তি) অর্জিত হতো। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, ১০/৮৭)**

হায়! সে যদি বোবা হতো!

"ইহইয়াউল উলুম" এ রয়েছে, প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক অধিক আলাপচারী মহিলাকে দেখে বললেন: যদি সে বোবা হতো তাহলে তার জন্য ভালো হতো।

(ইহইয়াউল উলুম ৩/১৪২)

www.dawateislami.net

ঘর কিভাবে শান্তির নীড়ে পরিণত হবে!

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র মোবারক বর্ণনা থেকে বিশেষ করে আমাদের ঐ ইসলামী বোনেরা শিক্ষা অর্জন করুন যারা অহেতুক কথাবার্তা, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা, খারাপ ধারণা এবং গীবত ইত্যাদির কারণে সময় পাই না, ইসলামী বোনেরা যদি প্রকৃত অর্থে নিশ্চুপ থাকাটা শিখে যায়, তাহলে তাদের ঘরের পেরেশানি, আত্মীয়-স্বজনের তিক্ততা এবং বউ শ্বাশুড়ির লড়াই ইত্যাদি অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আর সকল পরিবারে শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে যাবে কেননা ঘরে অধিকাংশ ঝগড়া জিহ্বার ভুল ব্যবহারের কারণেই হয়ে থাকে।

সোস্যাল মিডিয়ার একটি বিবেচনাযোগ্য পোষ্ট

সোস্যাল মিডিয়ায় একটি দৃষ্টি নন্দন পোষ্ট সাধারন ভিন্ন পন্থায় উপস্থাপন করা হচ্ছে, কোন নারী এই পোষ্টটা করেছিল: যদি বিবাহের পর পিতা মাতাকে সাথে রাখার অধিকার মেয়েদেরকে দেয়া হয় তাহলে দেশে একটি বৃদ্ধাশ্রমও থাকতো না। এতে কোন এক ছেলেও খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছিল যে, যদি ঐ মেয়ে বিবাহের পর শ্বাশুড় শাশুড়িকে মা বাবার মতো মান্য করে তাহলে শুধু দেশে নই বরং সাড়া দুনিয়ায় একটি বৃদ্ধাশ্রমও থাকতো না।

www.dawateislami.net

এই পোষ্টের মধ্যে শুধুমাত্র ঐসকল মহিলাদের বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যারা নিজের শাশুড়ি ননদ ইত্যাদির সামনে অতিরিক্ত মুখ ব্যবহার করে এবং ঘরের শান্তি বিনষ্ঠ করে থাকে, অন্যতায় সমাজের মধ্যে শ্বশুড় বাড়িতে অত্যাচার সহ্যকারী মহিলার একটি সংখ্যা পাওয়া যাবে।

বউ শাশুড়ির ঝগড়া নিঃশেষ করার ব্যবস্থাপত্র

শাশুড়ী যদি বকা ঝকা করে তাহলে বউয়ের উচিত যে, শুধুমাত্র ধৈর্য্যধারণ করা, উত্তরে একটি শব্দও না বলা আর নিজের স্বামীকেও অভিযোগ করবে না, চেহারাও মলিন করবে না, আর নিজের বাচ্চাকে বকা দিয়ে প্লেট ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদের উপর রাগ প্রদর্শন না করা এবং পিতা মাতাকেও কিছু বলবে না। اِنْ شَآءَ الله আস্তে আস্তে ঘরের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এভাবে যদি কোন বউ নিজের শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করে তখন শাশুড়ির উচিত একেবারেই উত্তর না দেয়া, শুধু নীরবতা অবলম্বন করা, ঘরের কোন ব্যক্তি এমনকি নিজের সন্তানকেও অভিযোগ করবে না, اِنْ شَآءَ الله এই উক্তি **"এক চুপ শত সুখ"** অনুযায়ী সুখ শান্তি লাভ করবে। জি হ্যাঁ! যদি সত্যিকার অর্থে সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ এর এই "ব্যবস্থাপত্র" অনুযায়ী আমল করা হয় তাহলে اِنْ شَآءَ الله দ্রুতই বউ শাশুড়ির ঝগড়া নিঃশেষ হয়ে যাবে আর ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

চুপ থাকার বরকতে প্রিয় নবীর দীদার লাভ

এক ইসলামী বোন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত চুপ থাকার মর্যাদা বিষয়ে সুন্নাতে ভরা বয়ানের অডিও ক্যাসেট শুনে চুপ থাকা শুরু করে দিলো, তিন দিনের মধ্যে সে বুঝতে পারলো যে, প্রথমে সে কেমন অহেতুক কথাবার্তা বলতো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه চুপ থাকার বরকতে সে ভালো ভালো স্বপ্ন দেখতে লাগলো, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে ৩য় দিন সে মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের আরেকটি অডিও ক্যাসেট যার নাম "অনুসরন কাকে বলে" শুনলো, রাতে যখন শয়ন করলো তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه ক্যাসেটে বর্ণনাকৃত একটি ঘটনা সে স্বপ্নে দেখতে লাগলো! লড়ায়ের নকশা ছিল, প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শত্রুদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নিজের প্রিয় সাহাবী হযরত হুযাইফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে প্রেরণ করলেন, তিনি কাফেরদের তাবুর নিকট পৌঁছে গেলেন, তখন তিনি কাফেরদের সর্দার হযরত আবু সুফিয়ান (যিনি এখনো পর্যন্ত মুসলমান হয় নাই) কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, সুযোগকে গণিমত জেনে হযরত হুযাইফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ধনুকে তীর বসিয়ে নিলেন, তাঁর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশের কথা স্মরণে আসলো যে, কাফেররা যেন জানতে না পারে" সুতরাং তিনি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে (অর্থাৎ নির্দেশ পালনার্থে) তীর চালানো থেকে বিরত রইলেন, অতঃপর উপস্থিত হয়ে প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

বরকতময় খেদমতে কার্য বিবরণী উপস্থাপন করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই স্বপ্নের মধ্যে ঐ ইসলামী বোন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও দুইজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর (স্পষ্ট) পরিষ্কার যিয়ারত নসীব হলো, বাকি সব দৃশ্য অস্পষ্ট (BLUR) ছিল, اَلْحَمْدُ لِلّٰه শুধু তিন দিনের অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার চেষ্টায় তার উপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র অনেক বড় দয়া হয়ে গেলো, সে বলেছিল: ব্যস আমার ইচ্ছা শুধু এটাই, কখনো আমার মুখ দিয়ে যেনো কোনো অহেতুক কথা বের না হয়।

আল্লাহ! করো ম্যায় না কভী ফালতো বাতে,
ব্যস যিকির মে গুযরে মেরে দিন আওর মেরী রাতে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুখের বিপদ অনেক বেশি

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: জিহ্বাকে প্রতিটি জিনিস হতে অধিক নিয়ন্ত্রন করা জরুরী, (কেননা জিহ্বার বিপদ অনেক বেশি) মানুষের মাথায় গুনাহের বোঝা বহনের ক্ষেত্রে জিহ্বা শরীরের সব অঙ্গের (PARTS) চেয়ে এগিয়ে থাকে। গুনাহ থেকে সব অঙ্গকে বাঁচানো জরুরী কিন্তু (অন্যান্য অঙ্গের তুলনায়) জিহ্বার সতর্কতা এবং এর উপর নিয়ন্ত্রন করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

www.dawateislami.net

ওমর বিন আব্দুল আযীয অঝোরে কান্না করলেন

হযরত আবু আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, আমি শুনেছি এক আলিম সাহেব হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সামনে বলতে লাগলো: নিশ্চুপ আলিমও আলাপচারী আলিমের ন্যায় হয়ে থাকে। বললেন: আমার চিন্তা ভাবনা এমন যে, আলাপচারী আলিম কিয়ামতের দিন চুপ থাকা আলিম হতে উত্তম হবে এজন্য যে, আলাপচারী আলিমের উপকারীতা লোকদের নিকট পৌঁছেছে, অথচ চুপ থাকা আলিমের শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপকার হয়, ঐ আলিম সাহেব বললো: হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি কি কথা বলার ফিৎনা সম্পর্কে অনবিহিত? হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এটা শুনে অঝোরে কান্না করলেন। (আস সামতে ৭/৩৪৫) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ঘটনার ব্যাখ্যা

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের বুযুর্গদের সাবধানতা এবং স্পৃহা ও আল্লাহ পাকের ভয়কে মারহাবা! এতদসত্তেও এই কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, সতর্ক ওলামায়ে দ্বীনের ওয়াজ নসীহত করা, শরয়ী বিধান বলা, মুবাল্লীগদের সুন্নাতে ভরা বয়ান করা, নেকীর দাওয়াত দেয়া, চুপ থাকার চেয়ে উত্তম আমল। কিন্তু ঐ আলিম সাহেব হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র দরবারে

www.dawateislami.net

শিক্ষার জন্য এটি আরয করেছিল যে, আপনি কি কথা বলার ফিৎনা সম্পর্কে অনবিহিত? আপন জায়গায় সঠিক ছিলো আর আমীরুল মু'মিনীন رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ 'র আল্লাহ পাকের ভয়ে অঝোর নয়নে কান্নাও ঐ আলিমে দ্বীনের ঐ শব্দাবলী কানে পৌঁছানোর কারণে ছিল, সত্যিই ভালো বলা যদিও সৃষ্টির জন্য উপকার প্রদান করে কিন্তু স্বয়ং বক্তার জন্য কিছু বিপদ বিদ্যমান থাকে, যেমন: যদি ভালো মুবাল্লীগ হয় তাহলে নিজের মনোমুগ্ধকর বয়ান এবং কথাবার্তার সাবলীলতার দ্বারা অপরের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসার কারণে বা শুধু নিজের যোগ্যতার অহঙ্কারের কারণে বা নিজেকে নিজে কিছু মনে করা এবং অপরকে নগন্য মনে করা বা শুধু স্বার্থের কারণে অপরকে চাপ দিতে থাকা ও নিজের ওয়াহ ওয়াহ করানোর ক্ষেত্রে কঠিন বা খুব সুন্দর শব্দাবলি ও বাগদারা ইত্যাদি বলতে থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি ফিৎনার মধ্যে পড়তে পারে। যদি আরবি কথোপকথনে দক্ষতা লাভ হয় তো কথাবার্তা ও বয়ানে নিজের আরবী ভাষার প্রশংসা লাভের জন্য ভালো আরবী উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহারের ফিৎনায় লিপ্ত হতে পারে, এভাবে যার কণ্ঠ সুন্দর সেও বিপদের বেষ্টনিতে থাকে, কারণ অধিকাংশ লোকেরা এই ধরনের লোকদের প্রশংসা করে যেটাতে তারা "ফুলে" সেটার উপর অহঙ্কারী হয়ে ভালো কণ্ঠকে আল্লাহ পাকের দান মনে করার পরিবর্তে নিজের যোগ্যতা মনে করে বসা ইত্যাদি ভুল করার ভয় থাকে। সুতরাং ঐ আলিমে দ্বীনের "বলার"ক্ষেত্রে সর্তক করাটা সঠিক ছিল আর বাস্তবে যে মুবাল্লীগ

www.dawateislami.net

বয়ান করার মন্দ গুনাবলী ধারণ করে তার বলা তার নিজের জন্য অনেক বড় ফিৎনা ও পরকাল ধ্বংসের পাথেয় হয় যদিও তার দ্বারা সৃষ্টি উপকার লাভ করে থাকে।

প্রভাবিত করার জন্য কথাবার্তার বিভিন্ন ধরণ অবলম্বন করা

লোকদেরকে নিজের দিকে প্রভাবিত করার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা ও এভাবে সে নিজের অনুসারি বানানো অনেক বড় মন্দ কাজ, এখন যে হাদীসে পাক বর্ণনা করা হচ্ছে, তা থেকে ঐসকল লোকেরা শিক্ষা গ্রহন করুন যারা যদিও প্রকাশ্যভাবে নেককার কিন্তু সবসময় "আমি আমি"করতে থাকে আর লোকদেরকে নিজের সত্ত্বার প্রতি আসক্ত করার চেষ্টা করে থাকে।

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কথাবার্তার বিভিন্ন ধরন এজন্য শিখে যে, এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে কাবু করবে, (অর্থাৎ লোকদেরকে নিজের অনুসারি বানানো) আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন না তার ফরয কবুল করবে না তার নফল কবুল করবে।

(আবু দাউদ, ৪/৩৯১ হাদীস ৫০০৬)

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: একটি বিষয়কে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বয়ান করা, ভালো ব্যাখ্যায় বলা, মিথ্যা কথাকে সত্য বলে প্রচার করা (অর্থাৎ যে আলিম মজাদার কথাবার্তা বলে বয়ান করে) এই জন্য শিখে যে,

www.dawateislami.net

লোকজন তার জালে ফেঁসে যায়, লোকজন তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে যায়। (মিরআত ৬/৪৩৯)

কথাও অধিক ভুলও অধিক

অধিক আলাপচারী মানুষকে মিথ্যা, গীবত, চুগলী, লোকদের গালি দেয়া ইত্যাদি গুনাহে লিপ্ত করানোর আশঙ্কা থাকে। এভাবে সম্পদশালী ব্যক্তিকে সম্পদশালী হওয়ার কারণে অত্যাচার ও অহঙ্কার ইত্যাদি গুনাহে লিপ্ত করানোর ভয় থাকে। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, (১) যে অধিক কথাবার্তা বলে তার ভুলও বেশি হয় (২) যার সম্পদ বেশি তার গুনাহও বেশি (৩) যার চরিত্র মন্দ হবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। (তাম্বীহুল গাফেলীন ১১৭)

যেমন সফর তেমন সফরের পাথেয় হওয়া উচিত

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার ক্বা'বাতুল্লাহ শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো: যারা আমাকে চিনে তারা তো চিনে, আর যারা জানে না তারা জেনে নাও, আমি জুনদুব বিন জুনাদাহ আবু যর গিফারী, একজন হৃদয়বান দয়ালু মুসলমান ভাই কাছে আসো! লোকজন আশে পাশে জমা হয়ে গেলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন: লোকেরা! তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যখন দুনিয়ার কোন শহরে সফরের ইচ্ছা পোষণ করে তখন সফরের পাথেয় ছাড়া সফর করে না তাহলে ঐ ব্যক্তি কেমন যে সফরের পাথেয় ছাড়া পরকালের সফর করতে চাই? লোকজন

www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করলো: হে আবু যর! আমাদের সফরের পাথেয় কেমন হওয়া চাই? বললেন: রাতের অন্ধকারে দুই রাকাত নামায কবরের ভয়-ভীতি থেকে বাঁচার জন্য, এবং অধিক গরমের রোযা কিয়ামতের দিনের জন্য আর মিসকিনদের সদকা করা যাতে তোমাকে কঠিন দিনে শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া হয়, আর দ্বিতীয়টি হলো বড় বড় কাজের জন্য হজ্ব করা। দুনিয়াকে দুটি অংশে ভাগ করে নাও, একটি অংশ দুনিয়া প্রত্যাশিদের জন্য আরেক অংশ হলো পরকাল প্রত্যাশিদের জন্য। এছাড়া তৃতীয় অংশে ক্ষতি রয়েছে উপকার নেই, এভাবে নিজের কথাবার্তাকেও দুটি ভাগে ভাগ করে নাও, এক, যা তোমার দুনিয়ার মধ্যে কাজে আসবে, দ্বিতীয়টি হলো, যা তোমার পরকালে কাজে আসবে, আর তৃতীয়টি ক্ষতিকারক, তাতে উপকার নেই। অতঃপর বলতে লাগলেন: হায়! আমাকে এই দিনের চিন্তা ধ্বংস করে দিয়েছে, আমার নিকট যার কোন ঔষধ নেই, আরয করা হলো: তা কি? বললেন: আমার আশা আমার বয়সের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে আর আমি আমার আমল থেকে উদাসীন হয়ে গিয়েছি। (তাম্বীহুল গাফেলীন ১১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও নিজের ব্যাপারে বিনয় প্রদর্শন পূর্বক বললেন যে, আমি আমার আমলের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গিয়েছি, তাহলে আমাদের কি হবে? আমরা তো কোন নেকী করতেই পারি না, আর যদি সামান্য কোন ইবাদতও করে নিই

www.dawateislami.net

তাহলে শয়তান অন্তরে এই কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তুমি তো নেককার, তুমি ভালো মানুষ, আর শয়তানের কথায় আমরাও আনন্দ উদযাপনে লিপ্ত হয়ে যায় যে, হ্যাঁ সত্যিই আমরা ভালো মানুষ, এই ঘটনা থেকে বিশেষ করে আমাদেরকে বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা অর্জন করা চাই যে, আসলে আমরা কি নেকী করেছি, নিজেকে গুনাহগার মনে করা চাই।

ঘরে সুন্নাতে ভরা পরিবেশ তৈরি করার জন্য নীরবতার ভূমিকা

হে আশিকানে রাসূল! অপ্রয়োজনে কথাবার্তা বলা, হাসি-ঠাট্টা ও মন্দ স্বভাব পরিহার করার দ্বারা ঘরের মধ্যেও সম্মান বৃদ্ধি হবে আর যখন ঘরের সদস্যরা আপনার চিন্তাশীলতায় প্রভাবিত হবে তখন اِنْ شَآءَ الله তাদের অন্তরে আপনার নেকীর দাওয়াত দ্রুত প্রভাব বিস্তার করবে এবং ঘরে সুন্নাতে ভরা পরিবেশ তৈরি করাটা সহজ হয়ে যাবে। যেমনিভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নীরবতার মর্যাদা উপর করা একটি সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনে اَلْحَمْدُ لِلّٰه একজন অধিক আলাপচারী ইসলামী ভাই চুপ থাকার অভ্যাস গড়া শুরু করে দিল, سُبْحَانَ الله তার এর উপকারীতাও লাভ হতে লাগলো, "আবুল ফুদ্বুল" (অহেতুক কথার পিতা) হওয়ার কারণে ঘরের সদস্যরা তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করতো কিন্তু যখন থেকে চুপ থাকা শুরু করলো, ঘরের মধ্যে তার অবস্থান সৃষ্টি

www.dawateislami.net

হতে লাগলো, আর বিশেষ করে তার আম্মাজান যিনি তার উপর রাগান্বিত ছিল এখন তিনিও সন্তুষ্ট হয়ে গেলো, কারণ প্রথমে তার অনেক বেশি বক বক করার অভ্যাস ছিল, সুতরাং তার ভালো কথাও প্রভাবহীন ছিল কিন্তু এখন সে আম্মাজানকে যখনই কোন সুন্নাত ইত্যাদি বলে তখন তিনি শুধু মনোযোগ সহকারে তা শুনেন না বরং আমল করার চেষ্টাও করে থাকে।

বাড়হাতা হে খামুশি সে ওয়াকার আয় মেরে পিয়ারে,
ঘর ওয়ালে বিহ হো জায়ে গী খুশ আপ সে সারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের বিপদ

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমাদের কারো কাছে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করাও অহেতুক কথার অন্তর্ভূক্ত, আর এভাবে প্রশ্ন করে তোমরা নিজের সময় নষ্ট করবে এবং অপরকেও উত্তর প্রদানের দ্বারা সময় নষ্ট করার ক্ষেত্রে অপারগ করে দিবে, আর এটাও ঐসময় যখন প্রশ্ন করার মধ্যে বিপদ না হয়, না হয় অধিকাংশ প্রশ্নের মধ্যে সাধারণত বিপদ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, তোমরা কারো নিকট তার ইবাদতের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে যে, তুমি কি রোযা রেখেছো? যদি সে হ্যাঁ বলে উত্তর দেয় তবে সে নিজের ইবাদতের প্রকাশকারী হবে এবং এভাবে

www.dawateislami.net

সেই রিয়াকারীতে পড়তে পারে। যদি সে রিয়াকারীতে না'ও পড়ে তবুও তার ইবাদত গোপন ইবাদতের রেজিষ্টার হতে মুচে দেয়া হবে আর গোপন ইবাদত ঘোষণাকৃত ইবাদত থেকে কয়েকগুণ ফযীলত সম্পন্ন হয়ে থাকে, আর যদি সে বলে, রোযা রাখি নাই তাহলে সে মিথ্যুক হবে, আর যদি সে চুপ থাকে তাহলে সে তোমাকে নগন্য মনে করবে এবং তার কারণে তুমি আঘাত পাবে আর যদি সে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয় তাহলে তাকে কষ্ট পেতে হবে। তাহলে তোমার এক প্রশ্নের কারণে তাকে রিয়া বা মিথ্যা বলা বা নগন্য মনে করা বা উত্তর এড়িয়ে যাওয়াতে বাধ্য করবে।

এভাবে তোমার তার অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারে প্রশ্ন করাও এভাবে গুনাহের অন্তর্ভূক্ত, আর প্রত্যেক ঐ জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করা যা ঐ ব্যক্তি গোপন রেখেছে এবং তা প্রকাশ করাতে লজ্জা বোধ করে। এভাবে যদি কেউ অপর জনের সাথে কথাবার্তা বলছে আর পরবর্তীতে তুমি তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে যে, তুমি কি বলছিলে, আর কার ব্যাপারে কথা বলছিলে? আর এভাবেই রাস্তায় তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখে তার নিকট জিজ্ঞাসা করলে যে, তুমি কোথায় থেকে আসছো? তখন অনেক সময় এমন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় যা তাকে বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আর যদি বলে দেয় তাহলে তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং লজ্জায় পতিত হতে হয়। আর যদি সে সত্য না বলে তাহলে মিথ্যুক হিসাবে পরিগণিত হবে যার কারণ হবে তুমি। এভাবেই তুমি এমন কোন

www.dawateislami.net

মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছো যা তোমার প্রয়োজন নেই, আর যার নিকট প্রশ্ন করেছো অনেক সময় তার মন لَاَدْرِی (অর্থাৎ আমি জানি না) বলতে প্রস্তুত থাকে না এবং সে ঐ বিষয়ে না জানা সত্ত্বেও উত্তর দিতে থাকেন। (বিনা প্রয়োজনে প্রশ্ন করার ব্যাপারে উদাহরণ সমূহ সামনে আসছে) **(ইহইয়াউল উলুম ৩/১৪০)**

সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র হিকমত

হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র নিকট আরয করা হলো: আপনার হিকমত কি? বললেন: আমার যে জিনিসের প্রয়োজন নেই তার ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করি না, আর যে জিনিস আমাকে উপকার দেয় না আমি তাতে পতিত হই না।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৪৫)

চুপ থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ

অহেতুক কথাবার্তা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো ঐ প্রকারের প্রশ্ন নয়, কেননা এর দ্বারা তো গুনাহ ও ক্ষতি পৌঁছে, অহেতুক কথাবার্তার উদাহরণ ঐ বর্ণনায় রয়েছে যা হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। যেমনিভাবে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام 'র খেদমতে একবার হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপস্থিত হলেন, এই সময় হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام জালি বিশিষ্ট লৌহ বর্ম যা যুদ্ধে পরিধান করতেন তৈরি করছিলেন কিন্তু লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পূর্বে

www.dawateislami.net

লৌহ বর্ম কিভাবে তৈরি করে তা দেখেনি এই জন্য তিনি তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন আর এর ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাইলেন তখন "হিকমত" এর কারণে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রইলেন। যখন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام লৌহ বর্ম তৈরি করা থেকে অবসর হলেন তখন দাঁড়ালেন আর তা পরিধান করে ইরশাদ করলেন: লড়ায়ের জন্য লৌহ বর্ম কতোই না উত্তম পোশাক। এটা শুনে হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: চুপ থাকাই হিকমত কিন্তু তা অবলম্বনকারী কম, অর্থাৎ প্রশ্ন করা ব্যতীত তার সম্পর্কে জানা হয়ে গেলো আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন হলো না।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৪৭, ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৪১)

অহেতুক কথাবার্তা কাকে বলে?

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বছর পর্যন্ত হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام 'র দরবারে এই ইচ্ছায় উপস্থিত হতেন যে, তিনি লৌহ বর্মের ব্যাপারে প্রশ্ন করা ব্যতীত জানবেন, এটা এবং এভাবে প্রশ্নের মধ্যে যখন ক্ষতি ও দোষ ত্রুটি বের হয় না এমনকি রিয়াকারী ও মিথ্যায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না তাহলে এটি অহেতুক কথাবার্তা, আর তা ছেড়ে দেয়া ইসলামের সৌন্দর্য, এটাই অহেতুক কথাবার্তার সংজ্ঞা ছিল।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৪৭)

www.dawateislami.net

হযরত লোকমান হাকীমের ব্যাপারে তথ্য

হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, কুরআনুল করীমের ২১ পারা তাঁর নামে পূর্ণ একটি সূরা, "সূরা লোকমান" বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ পাক সূরা লোকমানের ১২নং আয়াতে লোকমান হাকীমের হিকমত বর্ণনা করেন:

وَلَقَدْ اٰتَیْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِؕ وَمَنْ یَّشْكُرْ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیْدٌ ﴿۱۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমি লোকমানকে হিকমত দান করেছি যে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো সুতরাং সে নিজের কল্যাণার্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সকল প্রকার প্রশংসায় প্রশংসিত।

লোকমান হাকীম কে ছিলেন?

সিরাতুল জিনান ৭ম খন্ড ৪৮৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত ওয়াহাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেছিলেন যে, লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাগিনা ছিলো অথচ (কুরআনুল করীমের) মুফাসসির মাকাতিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন যে, হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام 'র খালার সন্তান ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগ পেয়েছিলেন আর তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام 'র নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে ফতোওয়া দিতেন আর যখন

www.dawateislami.net

তিনি (হযরত দাউদ) عَلَيْهِ السَّلَام নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন (অর্থাৎ নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন) তখন হযরত লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়া প্রদান বন্ধ করে দিলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নবী হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এভাবে বলেছিলেন যে, তিনি হাকীম (অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী) ছিলেন, নবী ছিলেন না।

(তাফসীরে বাগভী ৩/৪২৩, তাফসীরে মাদারিক, ৯১৭ পৃষ্ঠা)

হযরত লোকমান জান্নাতের সর্দারদের মধ্যে একজন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সুদানীদের সংস্পর্শ অবলম্বন করো কেননা তাঁদের মধ্যে তিন জন ব্যক্তি জান্নাতের সর্দারদের অন্তর্ভূক্ত। (১) হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (২) হযরত নাজ্জাশী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (৩) মুয়াযিযনে রাসূল হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ।

(মুজামুল কবীর, ১১/১৫৮, হাদীস: ১১৪৮২)

হিকমতের ৪টি সংজ্ঞা

হিকমতের কিছু সংজ্ঞা (DEFINITIONS) রয়েছে, যার মধ্য থেকে সীরাতুল জিনান ৭ম খন্ড ৪৮৪ পৃষ্ঠায় এই চারটি সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে: (১) হিকমত জ্ঞান ও বোধশক্তিকে বুঝায় (২) হিকমত ঐ ইলম যে অনুযায়ী আমল করা হয় (৩) হিকমত মা'রিফত (অর্থাৎ পরিচিতি) এবং কাজের দৃঢ়তাকে বলে (৪) হিকমত এমন একটি

www.dawateislami.net

জিনিস, আল্লাহ পাক তা যার অন্তরে রেখেছেন এটি তার অন্তরকে আলোকিত করে দেয়। **(তাফসীরে খাযিন ৩/৪৭০)**

হযরত লোকমান চিকিৎসা (ঔষধ) প্রদানেরও হাকীম ছিলেন

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রূহুল বয়ানে লিখেন: হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিকিৎসা (MEDICAL) ও বাস্তবিক ইলম এবং হিকমতের হাকীম ছিলেন।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান ৭/৭৩)

টয়লেটে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার বিভিন্ন ক্ষতি

হযরত ইকরামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুনিব টয়লেটে গেলেন তখন দীর্ঘক্ষণ সময় নিলেন, হযরত লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আওয়াজ দিলেন: এখানে দীর্ঘক্ষণ বসার কারণে লিভারের ক্ষতি হয় ও অর্শরোগ সৃষ্টি হয়, আর গরমে মাথা চড়া হয়ে যায়, কিছু সময়ের জন্য টয়লেটে বসো এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে চলে আসো। হযরত লোকমান এই ব্যবস্থাপত্র লিখে দরজায় লাগিয়ে দিলেন। **(তাফসীরে দুররে মানসুর ৬/৫১০)**

জিহ্বা ও হৃদপিন্ড বিকৃত হয়ে গেলে তো!....

হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুনিব বললো: ছাগল জবেহ করে তার সবচেয়ে উত্তম দুটি অংশ নিয়ে আসো, তিনি জিহ্বা ও হৃদপিন্ড বের করে নিয়ে আসলেন, কিছু দিন পর মুনিব দ্বিতীয়বার

www.dawateislami.net

বললো: ছাগল জবেহ করে তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুটি অংশ নিয়ে আসো, তিনি জিহ্বা ও হৃদপিন্ড নিয়ে উপস্থিত হলেন, মুনিব জিজ্ঞাসা করলে হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যদি জিহ্বা ও হৃদপিন্ড বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সব বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যদি এই দুটি বিকৃত হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে মন্দ আর কোন জিনিস হতে পারে না। (তাফসীরে তবরী ১০/২০৯)

অহেতুক প্রশ্নের উদাহরণ

★ বিনা প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করা: এটা কতো দিয়ে নিয়েছেন? ঐটা কতো দিয়ে পেলেন? অমুক জায়গার ফ্ল্যাটের মূল্য কতো চলছে? ★ কারো ঘরে যাওয়া বা কেউ নতুন ঘর নিয়েছে তখন প্রশ্ন করা যে, কতো দিয়ে নিয়েছো? কতোটি কক্ষ রয়েছে? ★ ভাড়া কতো? জায়গার মালিক (LANDLORD) কেমন? (ঘরের মালিক সম্পর্কে প্রশ্ন করা অনেক সময় আল্লাহর পানাহ! গীবত, অপবাদের দরজা খোলার কারণ হতে পারে, যেমন: কখনো কোন এমন গুনাহে ভরা উত্তরও পাওয়া যেতে পারে, আমাদের ঘরের মালিক অনেক কড়া স্বভাব/ নির্দয়/ জেদি/ সন্ত্রাসী/ আহংকারি/ আত্মম্ভরি/ কৃপণ) ইত্যাদি ★ সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করা: আপনার বাচ্চা কয়টা? বড় ছেলে (বা মেয়ের) বয়স কতো? তার কি বিবাহ হয়েছে নাকি হয়নি? ★ এভাবে যখন নতুন দোকান, কার বা মোটর সাইকেল ইত্যাদি ক্রয় করলে তখন বিনা প্রয়োজনে

www.dawateislami.net

ক্রেতার কাছ থেকে তার মূল্য, টেকসই বা শক্তি, নগদ, ঋণ, কিস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা। ✶ অসহায় রোগী, যার থেকে কথা পর্যন্ত বের হয় না তাকে সমবেদনাকারীরা বিনা প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন ও ঔষধ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। আর যদি অপারেশন হয় তাহলে আঘাতের সেলায়ের (STITCHES) সংখ্যা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা, এমনকি গোপন জায়গায় যদি সমস্যা হয় তাও অনেকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করে না। এভাবে মহিলারাও অহেতুক প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে নেই ✶ গ্রীষ্ম ও শীতের মৌসুমে তার তীব্রতা কম বা বেশির বিষয়ে বিনা প্রয়োজনে এভাবে কথাবার্তা বলা যেমন: গ্রীষ্মের মৌসুমে অনেক অধিক আলাপচারী "উফ উফ" করে এভাবে বলা: এক তো আজকাল খুব গরম পড়ছে আর এ দিকে বিদ্যুৎ বার বার আসছে আর যাচ্ছে ✶ এভাবে শীতকালে অভিনেতার ন্যায় দাঁত খিঁছিয়ে বলা: আজ তো তীব্র শীত পড়ছে ✶ যদি বর্ষা মৌসুম হয় তখন বিনা প্রয়োজনে তার বিষয়েও মন্তব্য করা: যেমন: আজকাল তো প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে, চারিদিকে জলাবদ্ধতা হয়ে গিয়েছে, প্রশাসন বা ব্যবস্থাপক ময়লা পরিষ্কার করানোর ব্যাপারে মনোযোগও দিচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি ✶ এভাবে দেশের ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়ে সংশোধনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করা, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির কারণ ব্যতীত সমালোচনা করা ✶ কোন শহর বা দেশে সফর কেমন হয়েছে, তবে সেখানকার পাহাড় ও সবুজ তৃণ ভূমির

www.dawateislami.net

অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যবলী, জায়গা ও রাস্তার বিস্তারিত অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা ইত্যাদি ইত্যাদি এসব অহেতুক কথাবার্তা নয় তো আর কি? তবে এটা মনে রাখবেন! অহেতুক কথাবার্তার যে উদাহরণ আমি উপস্থাপন করেছি সে অনুযায়ী যদি আমরা কাউকে কথা বলতে দেখি তাহলে নিজেকে নিজে কু-ধারণা থেকে বাঁচান কেননা অনেক সময় যে কথাবার্তা আমাদের অহেতুক মনে হচ্ছে তা বক্তা কোন সঠিক উদ্দেশ্যও বলতে পারে যার কারণে অহেতুক কথা হবে না। মুবাহ জিনিস (অর্থাৎ যাতে না সাওয়াব আছে না গুনাহ) ভালো নিয়্যতে করার দ্বারা সাওয়াব লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে।

অহেতুক কথাবার্তায় মিথ্যা বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচানো কঠিন

এটা মনে রাখবেন! অহেতুক কথাবার্তা বলা গুনাহ নয় কিন্তু অহেতুক কথাবার্তা ঐ অবস্থায় অনর্থক হয় যখন কম বেশি হওয়া ব্যতীত ১০০% বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো এটাই যে, এভাবে কথাবার্তাকে পরিমাপ করে সঠিক বর্ণনা করা যে, "অহেতুক" এর সীমা অতিক্রম না করা, এটা খুব কঠিন কাজ, বারবার মিথ্যার বাড়াবাড়ি (অর্থাৎ মূলের বিপরীত সীমা অতিক্রম করে বাড়িয়ে কমিয়ে বর্ণনা করা) হয়ে যায়, কখনো অহেতুক আলাপকারী গীবত, অপবাদ ও অন্যায় ভাবে কষ্ট প্রদানকারী ইত্যাদির জলাভূমিতে গিয়ে পতিত হয়। সুতরাং চুপ থাকার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে, **এক চুপ শত সুখ**।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

এলাকায় দ্বীনি পরিবেশ তৈরিতে নীরবতার ভূমিকা

এক ইসলামী ভাই "দা'ওয়াতে ইসলামীর" সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় চুপ থাকা সম্পর্কে সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার পূর্বে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সত্তেও অনেক অহেতুক আলাপচারী ছিলো, অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিলো না, যখন তিনি চুপ থাকার চেষ্টা শুরু করলেন, দৈনিক এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করা নসীব হতে লাগলো, এর পূর্বে তার মূল্যবান সময় এদিক সেদিক অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে নষ্ট হয়ে যেত। তিনি চুপ থাকার চেষ্টা শুরু করার পর বারো দিনে পঠিত ১২ হাজার বার দরূদ শরীফের সাওয়াব সাগে মদীনাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। তার কথাবার্তার মেজাজের কারণে উল্টা পাল্টা কথার ফলশ্রুতিতে তার যেলী হালকার মধ্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজেও ক্ষতি হতো। পূর্বে তার হালকার মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ মিমাংসা করার জন্য মাদানী মাশওয়ারা হয়, কল্যাণই কল্যাণ যে, তার চুপ থাকার ফলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সকল ঝগড়া সহজেই শেষ হয়ে গেলো। তার নিগরান আনন্দিত হয়ে তাকে স্বাভাবিকভাবে কিছু এভাবে বললো: আমার খুব ভয় হয়েছিল যে, হয়তঃ আপনি তর্কবিতর্ক শুরু করে দিবেন এবং কথার দ্বন্ধকারীতে পরিণত হবেন কিন্তু আপনার নীরবতা অবলম্বনের নিয়ামত আমাকে প্রশান্তি দিয়েছে, প্রকৃত কথা হলো এটাই যে, এর পূর্বে তার অহেতুক কথাবার্তা ও বক বক করার বদ অভ্যাসের কারণে মাদানী মাশওয়ারা ইত্যাদির পরিবেশ নষ্ট হয়ে যেত।

www.dawateislami.net

দ্বীনি কাজের জন্য মাদানী হাতিয়ার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা? অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচা দ্বীনি কাজের জন্য কেমন উপকারী, সুতরাং যে সুন্নাতের মুবাল্লিগ তাকে তো বিশেষ করে সবসময় নম্র ও কম আলাপচারী হওয়া উচিত। যে বক বক করে, অধিক আলাপচারী, অপরের কথা কর্তনকারী, বারবার মধ্যখানে কথা বলে, কথায় কথায় আলোচনা ও তর্ক বিতর্ককারী এবং অধিক ভুল অন্বেষনকারী, তাদের কারণে দ্বীনি কাজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কেননা নীরবতা যা শয়তানকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার উত্তম হাতিয়ার, এটা থেকে অধিক আলাপচারী ব্যক্তি বঞ্চিত থাকে, হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ওসিয়ত করার সময় নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অধিকহারে চুপ থাকাকে আবশ্যক করে নাও, এর মাধ্যমে শয়তান পালিয়ে যাবে এবং তুমি দ্বীনের কাজে সহায়তা পাবে। (শুয়াবুল ঈমান ৪/২৪২, হাদীস: ৪৯৪২)

আল্লাহ ইস সে পেহলে ঈমান পে মাওত দেয় দে,
নুকসান মেরে সবব সে হো সুন্নাতে নবী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১৭৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বোকা চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বলতে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুদ্ধিমানরা প্রথমে তো কথাকে মাপে অতঃপর মুখ দিয়ে বলে। আর বোকারা যা মুখে আসে তাই বলতে থাকে, হয়তঃ এর কারণে অপমানিত হলে হোক না কেন! যেমনিভাবে হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলো যে, বুদ্ধিমানদের জিহ্বা তার হৃদপিন্ডের পেছনে থাকে, সে কথা বলার পূর্বে নিজের হৃদপিন্ডের দিকে ফিরে যেতো অর্থাৎ গভীর চিন্তা করে যে, বলবো নাকি বলবো না? যদি কথা উপকারী হয় তাহলে বলে অন্যতায় চুপ থাকে। অথচ বোকার জিহ্বা তার হৃদপিন্ডের সামনে থাকে, এদিকে অর্থাৎ হৃদপিন্ডের দিকে ফিরে আসার সুযোগও হয় না ব্যস যা কিছু মুখে আসে তাই বলে ফেলে।

(তাম্বীহুল গাফেলীন, ১১৫ থেকে সংক্ষেপিত)

জিহ্বাকে সংযত করো সকল কাজ সঠিক হয়ে যাবে

যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সংযত রাখতে সফল হয়ে যায় তার সকল কাজ সঠিক হয়ে যায়। হযরত ইউনুস বিন উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যার জিহ্বা সংযত থাকে তার সকল কাজ সঠিক থাকে।

(ইহইয়াউল উলুম (উর্দু), ৩/৩৩৯, ইহইয়াউল উলুম (আরবী), ৩/১৩৭)

প্রথমে মাপো তারপর বলো

যেভাবে ক্রেতা ক্রয় করার সময় যাচাই না করার কারণে ধোঁকা খাওয়া ব্যক্তি আফসোস করতে থাকে, তেমনিভাবে জিহ্বাকে

www.dawateislami.net

অপ্রয়োজনে ব্যবহারকারীও আফসোস করতে থাকে, এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের কথাবার্তাকে সম্পদের ন্যায় নিরাপদ রাখো আর যখন (এই সম্পদ অর্থাৎ কথাবার্তাকে) ব্যয় করতে চাও তখন খুব ভালো ভাবে বুঝে শুনে ব্যয় করো।

বলার পূর্বে মাপার পদ্ধতি

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র মুখে কখনো কোন না অহেতুক কথাবার্তা বলেছেন আর না অট্টহাসি দিয়েছেন। হায়! চুপ থাকার সুন্নাতও ব্যাপক হয়ে যায় এবং আমাদের অট্টহাসি দেয়া অর্থাৎ উচ্চ শব্দে হাসার অভ্যাসও চলে যায়। হায় আফসোস! আমরা যদি বলার পূর্বে পরিমাপকারী হয়ে যায়! পরিমাপের পদ্ধতি এটা হতে পারে, এর পূর্বে শব্দাবলী মুখ থেকে বের হওয়ার সময় নিজের অন্তরে প্রশ্ন করা যায় যে, এটা বলার উদ্দেশ্য কি? আমি কি এটার মাধ্যমে কাউকে নেকীর দাওয়াত দিচ্ছি? আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তাতে কি আমার বা অন্য কারো কল্যাণ ও উপকারীতা রয়েছে? এই কথা বলার দ্বারা আমার কি কোন সাওয়াব লাভ হবে? আমার কথা কখনো এমন অতিরিক্ত (কম বেশি হচ্ছে না তো) যা আমাকে মিথ্যার মধ্যে লিপ্ত করে দিবে, অতিরিক্ত মিথ্যার উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি একবার আসে এবং এটা বলে দেয়

www.dawateislami.net

যে, হাজার বার এসেছে, তখন মিথ্যা হবে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫১৯) এটাও চিন্তা করা যে, আমি কারো তোষামোদ ও মিথ্যা প্রশংসা করছি না তো? কারো গীবত তো হচ্ছে না? আমার এই কথার দ্বারা কারো অন্তরে কষ্ট তো পাবে না? বলার পর লজ্জিত হওয়ার কারণে ফিরে আসা বা SORRY বলার পর্যায়ে তো আসবে না? অতি উৎসাহ হয়ে বলা কথা পুনঃরায় ফিরিয়ে নেয়াটা আবশ্যক হবে না তো? নিজের বা অন্য কারো গোপন রহস্য ফাঁস (অর্থাৎ প্রকাশ) করছি না তো? বলার পূর্বে পরিমাপের মধ্যে যদি এই কথা সামনে চলে আসে যে, এই কথার মধ্যে না লাভ আছে না ক্ষতি, না সাওয়াব না গুনাহ, তখনও এই কথা বলে দেয়ার মধ্যে এক প্রকারের ক্ষতি রয়েছে কেননা জিহ্বাকে এভাবে অহেতুক ও উপকার বিহীন কথাবার্তার জন্য কষ্ট দেয়ার পরিবর্তে যদি সাওয়াবের নিয়্যতে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলা হয় বা দরূদ শরীফ পাঠ করা যায় তাহলে তো নিঃসন্দেহে এতে উপকারই উপকার। আর নিজের এই মূল্যবান সময়কে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো সর্বোত্তম ব্যবহার, এমন মহান উপকার নষ্ট হওয়া অবশ্যই ক্ষতি।

যিকির ওয়ো দরূদো হার ঘড়ী ভীরদে যবাঁ রহে,
মেরী ফুযুল গোয়ি কি আদাত নিকাল দো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

চুপ থাকার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে গুনাহ নেই কিন্তু এতে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষতি বিদ্যমান রয়েছে, সুতরাং এটা থেকে বেঁচে থাকাটাই যথাযথ, হায়! হায়! হায় আফসোস! চুপ থাকার অভ্যাস যদি হয়ে যেত! সাথে সাথেই চুপ থাকার অভ্যাস হওয়াটা জরুরী নয়, এর জন্য খুব চেষ্টা করতে হবে। যে চুপ থাকার অভ্যাস গড়তে চাই তাকে এই ধৈর্যটা ধারন করতে হবে এবং হতাশাকে নিজের ডিকশনারী (অভিধান) থেকে বের করে খুব চেষ্টা করতে হবে। হযরত মুয়াররিক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এমন একটি বিষয় যাতে আমি ২০ বছর পর্যন্ত অর্জনের চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি, আর এরপরও আমি লাভের (পাওয়ার আশা) ছাড়িনি। জিজ্ঞাসা করা হলো: সে মূল্যবান জিনিসটি কি? বললেন: চুপ থাকা। (আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, ৩১০ বানী নম্বর ১৭৬২) চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার আগ্রহীদের উচিত জিহ্বা ব্যবহারের পরিবর্তে যদি সম্ভব হয় তবে দৈনন্দিন প্রয়োজনে অনেক কথা লিখে বা ইশারাও বলতে পারেন, اِنْ شَآءَالله এভাবে চুপ থাকার অভ্যাস শুরু হয়ে যাবে।

অহেতুক ইশারারও হিসাব হবে

মনে রাখবেন! অহেতুক কথাবার্তা, অনর্থক দৃষ্টি অর্থাৎ অহেতুক এদিক সেদিক দৃষ্টি দেয়া, আজেবাজে দৃশ্যবলী (SCENES) দেখা, সাধারণ হোক বা অসাধারণ সবকিছুর অনর্থক ইশারা করা,

www.dawateislami.net

অহেতুক আওয়াজ বের করা ইত্যাদি কিয়ামতের দিন সবকিছুর হিসাব হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নেক বানানোর রিসালা: "নেক আমল" এ ৫৩ নং "নেক আমল" হলো: আপনি কি আজ জিহ্বাকে অহেতুক ব্যবহার (অর্থাৎ ঐ কথাবার্তা, যাতে দ্বীন বা দুনিয়ার কোন উপকারীতা নেই) করা থেকে বাঁচানোর অভ্যাস গড়তে কিছু না কিছু কথাবার্তা ইশারায় করেছেন? (সৌভাগ্যবশত! যদি প্রতিদিন কমপক্ষে চারবার লিখে ও কমপক্ষে তিনবার ইশারায় কথা বলা হতো!) চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার চেষ্টার মাঝে এটাও হতে পারে যে, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার চেষ্টায় কিছু দিনের মধ্যে সফলতা লাভ করবে কিন্তু পুনরায় অতিরিক্ত কথাবার্তা বলার অভ্যাস পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে, যদি এমনই হয় তাহলে সাহস হারাবেন না, বারবার চেষ্টা করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله কখনো না কখনো সফলতা অবশ্যই অর্জিত হবে। যেমনিভাবে আরবী প্রবাদ রয়েছে: اَلسَّعْيُ مِنِّيْ وَالْاِتْمَامُ مِنَ الله অর্থাৎ: চেষ্টা আমার পক্ষ থেকে হবে আর পরিপূর্ণতা দান করবেন আল্লাহ পাক। আরবীতে আরো একটি প্রবাদ রয়েছে: مَنْ جَدَّ وَجَدَ যে চেষ্টা করেছে সে সফল হয়েছে। চুপ থাকার অভ্যাস অনুশীলন (PRACTICE) করার সময় নিজের চেহারা হাসি মুখে রাখা প্রয়োজন, যাতে কেউ এটা মনে না করে যে, আপনি তার উপর অসন্তুষ্ট, যদিও মূখ ভার থাকে। চুপ থাকার চেষ্টার দিন গুলোর মধ্যে রাগ বৃদ্ধি হতে পারে সুতরাং যদি কেউ আপনার ইশারা

www.dawateislami.net

বুঝতে না পারে তখন কখনো তার উপর রাগ প্রকাশ করবেন না যে, অন্যায় ভাবে কারো অন্তরে আঘাত দেওয়া ইত্যাদি গুনাহ না করে বসেন, ইশারা ইত্যাদির মাধ্যমে কথাবার্তা শুধু তার সাথে করা উচিত যার সাথে আপনার মন মানসিকতা ও বুঝা পড়া হয়, অন্যতায় অপরিচিত ব্যক্তির সাথে করলে হতে পারে যে, ইশারা ইত্যাদি কথাবার্তা না বুঝার কারণে আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে, সুতরাং প্রয়োজনে তার সাথে মুখে কথাবার্তা বলে নিন। অনেক সময় মুখ দিয়ে বলা আবশ্যক হয়ে যায়, যেমন: সাক্ষাতে সালামের উত্তর দেয়া ইত্যাদি, এটাও মনে রাখবেন সালামও ইশারায় নয় মুখে করা উচিত। এছাড়া কিছু জায়গা এমন রয়েছে যাতে মুখেই বলতে হয়, এভাবে পিতা মাতা ও ঘরের অন্যান্য ব্যক্তিদেরও বিভ্রান্ত সৃষ্টি হলে তখন প্রয়োজনে মুখে কথাবার্তা বলুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রথমে "পরিমাপ করো" তারপর "বলো"এর উপকারীতা

মানুষ বলার পূর্বে যদি "পরিমাপ" অর্থাৎ গভীর চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে তবে হতে পারে সে নিজেই কোনটি অহেতুক কথাবার্তা তা নিজেরই অনুধাবন শুরু হয়ে যাবে! শুধু অহেতুক কথাবার্তা যদিও তাতে গুনাহ নেই কিন্তু অনেক ধরনের ক্ষতি তার মধ্যে বিদ্যমান, যেমন: ঐ সকল কথাবার্তার ক্ষেত্রে জিহ্বা ব্যবহারে কষ্ট হয় এবং মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে থাকে। যদি ততোক্ষণ আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাকের যিকির, দরূদ শরীফের অযিফা বা দ্বীনি জ্ঞান অধ্যয়ন করা হয়, বা কোনো সুন্নাত বয়ান করা যায়, তাহলে তো সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে, আর অহেতুক কথাবার্তার একটি অনেক বড় ক্ষতি হলো এটাই যে, কিয়ামতের দিন তার হিসাব দিতে হবে।

সন্ত্রাসীদের অনর্থক আলোচনা

আল্লাহর পানাহ! কোথাও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলে তখন ব্যস লোকদের অহেতুক বরং অনেক সময় গুনাহে ভরা আলোচনার জন্য একটি বিষয় হাতে চলে আসলো! প্রত্যেক জায়গায় তার আলোচনা চলে, ভিত্তিহীন কল্পনা জল্পনা করা, অশালীন মন্তব্য, ধারনা প্রসূত কোন পার্টির লিডার ইত্যাদির উপর অপবাদ দেয়া ইত্যাদি, অনেক সময় এই কথাবার্তার মধ্যে ভয় ও হয়রানির শিকারের কারণে গুজব ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম ও সংঘর্ষ হওয়ার কারণও হতে পারে, বিস্ফোরণ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও ঘটনাবলী শুনতে শুনাতে নফস খুব উৎসাহী হয়ে থাকে, অনেক সময় মুখে দোয়ার শব্দাবলী থাকে কিন্তু অন্তরের গভীরে চাঞ্চল্যকর সংবাদ শুনে শুনানোর মাধ্যমে স্বাদ লাভ ও উপভোগ করার স্পৃহা গোপন থাকে, হায়! নফসের অনিষ্টতাকে চিনতেই আমরা যদি সন্ত্রাসবাদ ও বিস্ফোরণের আলোচনায় অংশ গ্রহণের আগ্রহ লাভ থেকে বিরত থাকতে পারতাম! হ্যাঁ অত্যাচারীদের অত্যাচারে শাহাদাত লাভকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া, আঘাত প্রাপ্ত ও আক্রান্ত মুসলমানদের সহানুভূতি

www.dawateislami.net

সেবা ও সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার দোয়া দ্বারা ধন্য করা হয় তবে এটা সাওয়াবের কাজ। ব্যস যখনই এভাবে কথাবার্তা বলার ও শুনার অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন নিজের অন্তরে গভীর ভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত যে, নিয়্যত কি? যদি নিয়্যত ভালো হয় তবে তা প্রশংসনীয় এবং খুব প্রশংসনীয় কিন্তু অধিকাংশই এই প্রকারের কথাবার্তা দ্বারা স্বাদ পেয়ে থাকে।

অধিক আলাপচারী ব্যক্তির অন্তর কঠোর হয়ে যায়

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের যিকির ব্যতীত অধিক কোন কথাবার্তা বলো না, অন্যতায় তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে, আর কঠোর অন্তর আল্লাহ পাক থেকে দূরে থাকে কিন্তু তোমাদের তা জানা নেই। (তাম্বীহুল গাফেলীন ১১৮)

হযরত ইমাম মালেক অধিক আলাপচারী ব্যক্তিকে বুঝাতেন

আফসোস! আজকাল যদি কেউ বক বক করে তবে কতিপয় লোক তার হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ মিলাতে থাকে এবং হেঁসে হেঁসে তাকে উৎসাহ প্রদান করতে থাকে। মনে রাখবেন! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ অন্তর ও জিহ্বা উভয়টিতে সত্য হতেন। যেমনিভাবে শত শত মালেকীদের পথ প্রদর্শক হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কোন ব্যক্তিকে অধিক কথাবার্তা বলতে দেখতেন তখন তাকে বলতেন: আপনি কিছু কথা নিজের নিকট রেখে দিন অর্থাৎ কথা কম বলুন। (তাম্বীহুল গাফেলীন ১৯০)

www.dawateislami.net

গুন্ডা (মাস্তান) ভালো হয়ে গেলো

হে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অন্বেষণকারীরা! যারা সত্যিই ভালো হতে চায় তাদের দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে চলে আসা উচিত। একটি বড়ই প্রিয় "মাদানী বাহার" উপস্থাপন করছি, শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে কারাচীর এক যুবকের উঠা বসা পেশাদারী অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে ছিল, অসৎ সংস্পর্শের রং দেখালো এবং সে "গুন্ডা (মাস্তান) গ্যাং" এ যোগ দিল, মানুষকে মারধর করা, গালি দেয়া, বকা দেয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ঝগড়া করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো, সে নিজের নিকট অস্ত্র রাখতে লাগলো, অসাধু কাজের কারণে তার মুখ কেউ দেখতে চাইতো না, পরিবারের সদস্যরা, আত্মীয় -স্বজন, এলাকাবাসী সবাই তার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। এই উদাসীনতার ঘুম থেকে কিছুটা এভাবে জাগ্রত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, তার এলাকার মধ্যে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত এক বুযুর্গ ইসলামী ভাই অবস্থান করতেন, আন্তর্জাতিক মাদানী মরকায ফয়যানে মদীনার সাথে তার ভালোবাসার ধরণটা এইভাবে অনুমান করা যায় যে, সে লিয়াকতাবাদ (আন্তর্জাতিক মাদানী মরকায ফয়যানে মদীনা করাচির নিকটবর্তী এলাকা) হতে পায়ে হেঁটে ফজরের নামায পড়ার জন্য ফয়যানে মদীনায় আসতেন। যখন ঐ বুযুর্গ ইসলামী ভাই তাকে একক প্রচেষ্টা করে গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং নামায পড়ার

www.dawateislami.net

উৎসাহ প্রদান করলেন তখন তাঁর কথায় সে এমন প্রভাবিত হলো যে, সে নামায আদায় করা শুরু করে দিল। একদিন মসজিদের মধ্যে তার সাথে দাওয়াতে ইসলামীর এক যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো, যার একক প্রচেষ্টার ফলে সে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো, এখানে সুন্নাতের বাহার ছিল, ইজতিমার মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বয়ান তাকে বসতে বাধ্য করে দিলো, ইজতিমায় যখন সবাই মিলে মিশে আল্লাহ পাকের যিকির করলো, তখন তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করলো। ইজতিমার বরকতে নেকীর এমন স্পৃহা অন্তরে জাগ্রত হলো যে, সে দা'ওয়াতে ইসলামীতেই রয়ে গেলো, মাস্তানি ও অন্যান্য গুনাহ থেকে সে তাওবা করে নিলো। ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিতে লাগলো, তার জীবনে আগত পরিবর্তন মানুষের জন্য আশ্চর্যের কারণ ছিল। কিছু লোক কথা বলতো আর কয়েকদিনের আবেগের উপহাস বলে তার মন ভেঙ্গে দিত কিন্তু সে চুপ করে শুনে থাকতো আর অন্তরে সংকল্প করতো যে, যতো কিছুই হোক না কেন! দ্বীনি পরিবেশ ছাড়বো না। গুনাহ থেকে বিরত হয়ে নেক আমল করার বরকতে তার রিযিকে বরকত হতে লাগলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে এলাকার মুশাওয়ারাত নিগরান হিসাবে দ্বীনি কাজের সাড়া জাগানোর সৌভাগ্যও লাভ করলো।

সুনওয়ার জায়েগী আখিরাত اِنْ شَآءَ الله
বহুত পছতাউ গে ইয়াদ রাখখো
তুম আপনায়ে রাকহো সদা মাদানী মাহোল
না আত্তার তুম ছুড় না মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

গুনাহের রোগের ৭টি চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আসার বরকতে তাওবা করে অসংখ্য বেনামাযী নামাযী এবং গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারী হয়েছে। প্রত্যেকের এই বরকতময় দ্বীনি পরিবেশের সাথে অবশ্যই সম্পৃক্ত থাকা উচিত। আল্লাহ পাকের রহমতে কিছু এমন অযিফা ও যিকির রয়েছে যা গুনাহ থেকে বাঁচার কারণ হতে পারে। এখানে সাতটি অযীফা উপস্থাপন করা হলো:

(১) يَا عَفُوُّ : অধিকহারে পাঠ করার দ্বারা অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

(২) يَا مُحْصِيُ : শয়ন করার সময় বুকে হাত রেখে ৭ বার পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله ইবাদতের প্রতি অন্তর ঝুঁকবে।

(৩) يَا بَاعِثُ : ইবাদতের প্রতি অন্তর ঝুঁকার জন্য বুকের উপর হাত রেখে শয়ন করার সময় ১০০ বার পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

(৪) يَا قَهَّارُ : চলতে ফিরতে পাঠ করতে থাকার মাধ্যমে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হয় এবং আল্লাহ পাক ও নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

(৫) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ : শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্য প্রতিদিন ১০ বার পাঠ করে নিন।

www.dawateislami.net

(৬) يَا مُحْيِيُ ـ يَا مُمِيْتُ : বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য প্রত্যেক নামাযের পর বুকে হাত রেখে ৭বার পাঠ করে বুকে ফুঁক দিন, اِنْ شَآءَ الله মন্দ অভ্যাস সমূহও দূরীভূত হবে এবং ইবাদতের প্রতি অন্তর ঝুঁকবে।

(৭) يَا بَاطِنُ : প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার পাঠ করে নিন اِنْ شَآءَ الله কুমন্ত্রনা ও নোংরা চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি অর্জিত হবে।

নোট: প্রত্যেক আমলের পূর্বে ও পরে একবার দরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করবেন, আমল শুরু করার পূর্বে কোন সুন্নি আলিম বা ক্বারী সাহেবকে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে পাঠ করে শুনান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যে নেকী করতে কষ্ট হয় তার সাওয়াবও বেশি হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস দূর করে দেয়া সত্যিই কষ্টের কাজ কিন্তু এই কথাটিও বড়ই উৎসাহজনক যে, যার জন্য অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস দূর করাটা যতোটুকু কষ্টকর ততটুকু তার সাওয়াবও বেশি অর্জিত হবে। যেমনিভাবে প্রচন্ড শীতে অযু করার ব্যাপারে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রচন্ড শীতে অযু করে তার জন্য দ্বিগুণ (অর্থাৎ দুই গুণ) পুরস্কার রয়েছে। (জামে সগীর ৫১২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৩৯৮) এভাবে কষ্ট সহকারে কুরআনুল করীম পাঠকারীদের ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি থেমে থেমে

www.dawateislami.net

কুরআনে করীম পাঠ করে এবং তার জিহ্বা সহজ ভাবে চলে না, কষ্ট সহকারে আদায় করে, তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। (মুসলিম ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৬২) এভাবে নিজের ইচ্ছার উপর অপরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন জিনিসের ইচ্ছা পোষণ করে, অতঃপর ঐ ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের উপর অন্য কোন ভাইয়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়, তখন আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন। (ইত্তেহাফুস সাদাত, ৯/৭৭৯)

সুতরাং হে আশিকানে রাসূল! যদিও মন এটাই চাই যে, আমরা কথাবার্তা বলতেই থাকি কিন্তু আমরা কম কথাবার্তার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই সাওয়াব পাবো। اِنْ شَآءَ الله

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে নেক আমল করতে দুনিয়ায় যতো কষ্ট হবে কিয়ামতের দিন আমলের মিযানে (অর্থাৎ আমল পরিমাপে) ততোই ভারী হবে।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম অংশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন

হযরত রাকব মিসরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সুসংবাদ তার জন্য যে ভুল ত্রুটি না হওয়া সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশ করে আর মিসকিন না হওয়ার পরও নিজেকে ছোট মনে করে, আর নিজের জমাকৃত সম্পদকে নেক কাজে ব্যয় করে, আর নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের উপর দয়া করে এবং ইলম ও প্রজ্ঞা সম্পন্নদের সাথে

www.dawateislami.net

মিলেমিশে থাকে, আর তার জন্য সুসংবাদ, যার উপার্জন হালাল হবে, বাতেন (অভ্যন্তর) ভালো হবে, জাহের (প্রকাশ্য) বুযুর্গ সম্পন্ন হবে এবং যে মানুষকে নিজের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখবে, আর তার জন্য সুসংবাদ, যে নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করে, নিজের প্রয়োজনের অধিক সম্পদ আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করে ও অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে। **(মুজামু কবীর ৫/৭১, হাদীস: ৪৬১৬)**

জান্নাতে আফসোস হবে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরকে নিজের সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা জরুরী, অহেতুক সময় নষ্ট করাটা কতোই না ক্ষতির কথা, তা এই হাদীসে মোবারাকা দ্বারা বুঝে নিন, যেমনিভাবে তাজেদারে রিসালাত হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতবাসীদের এই মুহূর্ত ছাড়া আর কোন বিষয়ে আফসোস হবে না, যেই মুহূর্তে সে আল্লাহ পাকের যিকির করতে পারেনি।

(মুজামু কবীর, ২০/৯৩, হাদীস: ১৮২)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশে: জান্নাতবাসীর ব্যাখ্যায় লিখেন: জান্নাতীদের এই আফসোস কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে হবে, কেননা জান্নাতের মধ্যে অনুশোচনা ও আফসোস হবে না। **(হারযে ছামিন শরহে হিসনে হাসিন ২০৯ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

عُمر را ضائع مَکُن دَر گفتگو   یادِ اُو کُن یادِ اُو کُن یادِ اُو

অর্থাৎ: নিজের বয়স অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে নষ্ট করো না, ঐ আল্লাহ পাককে স্মরন করতে থাকো।

কলমের নিব

হযরত সুলাইম রাযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (মৃত্যু ৪৪৭ হিজরী) এর কলম যখন লিখতে লিখতে ক্ষয় হয়ে যেতো তখন কলমের নিব বানানোর জন্য খোসা ছাড়তে হতো (যদিও ভালো নিয়্যতে দ্বীনি লিখার জন্য এটাও সাওয়াবের কাজ কিন্তু এক কাজে দুটি উপকারীতার উদাহরণ) আল্লাহ পাকের যিকির শুরু করে দিতেন যাতে এই সময়টা শুধু কলমের খোসা ছাড়াতে ব্যয় না হয়।

(ইবনে আসাকির ৭২/২৬০)

জান্নাতে বৃক্ষ লাগান

নিঃসন্দেহে সময় খুবই মূল্যবান, এটাকে এই কথার দ্বারা অনুমান করুন যে, যদি আপনি চান তবে এই দুনিয়ার মধ্যে থেকে শুধু এক সেকেন্ডে জান্নাতের মধ্যে একটি বৃক্ষ রোপন করতে পারবেন। আর জান্নাতে বৃক্ষ রোপনের পদ্ধতিও অনেক সহজ, যেমনিভাবে হাদীসে পাক অনুযায়ী এই চারটি বাক্যের মধ্য হতে যে বাক্যই পাঠ করবে জান্নাতের মধ্যে একটি বৃক্ষ রোপন হবে। সে চারটি বাক্য হলো এটাই: (১) سُبۡحَانَ الله (২) اَلۡحَمۡدُ لِله (৩) لَا اِلٰهَ اِلَّا الله (৪) اَللهُ اَكۡبَر। (ইবনে মাজাহ ৪/২৫২, হাদীস: ৩৮০৭)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করা কেমন সহজ! যদি বর্ণনাকৃত চার বাক্যের মধ্যে থেকে একটি বাক্য বলে তাহলে একটি আর যদি চারটি বাক্য বলে তাহলে তো জান্নাতে চারটি বৃক্ষ রোপন হবে। এখন আপনি গভীর ভাবে চিন্তা করুন যে, সময় কেমন মূল্যবান! জিহ্বাকে সামান্য ব্যবহারের মাধ্যমে জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করা যায়, তো হায় আফসোস! অহেতুক কথাবার্তা বলার জায়গায় سُبْحَانَ الله পাঠ করে আমরা জান্নাতে অনেক বৃক্ষ রোপন করতে পারি বা এটাও হতে পারে যে, চাইলে দাঁড়িয়ে হোক, চলা অবস্থায় হোক, বসা অবস্থায় হোক বা কোন কাজ কর্ম করতে থাকা অবস্থায় হোক বা শয়ন করা অবস্থায় পা গুটিয়ে আমরা দরূদ শরীফ পাঠ করতে পারি, এটাও অনেক সাওয়াবের কাজ। হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

(নাসায়ী ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৯৪)

বেইটতে উঠতে, জাগতে সোতে,
হো ইলাহী! মেরা শিয়ারে দরূদ। **(যওকে নাত: ৭৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কথাবার্তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা

হে আশিকানে রাসূল! কতোই না ভালো হতো যে, বলার পূর্বে এভাবে পরিমাপ করার অভ্যাস হয়ে যেতো যে, এই কথাটি যা আমি বলতে চাই এতে দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন উপকারীতা আছে কি নেই? যদি এই কথাবার্তা অহেতুক মনে হয় তাহলে বলার পরিবর্তে হায়! আফসোস! اَللّٰه বলা বা দরূদ শরীফ পাঠ করা নসীব হয়ে যেতো যাতে অসংখ্য সাওয়াবের ভান্ডার হাতে চলে আসতো! অথবা তারপর سُبْحَانَ الله বা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বা لَا اِلٰهَ اِلَّا الله বা اَللّٰهُ اَكْبَر পাঠ করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপনের সৌভাগ্য লাভ হয়ে যেতো।

سُبْحٰنَ الله! বলার, বলানোর নিয়্যত

মনে রাখবেন! কেমন আশ্চর্য বা কেমন প্রশংসনীয় যে, اَللّٰهُ اَكْبَر বা سُبْحَانَ الله ইত্যাদি পাঠ করার দ্বারা সাওয়াবও লাভ হয়, তাহলে আমরা যদি আল্লাহ পাকের যিকিরের নিয়্যতও অন্তর্ভূক্ত করে নিই তাহলে অধিক সাওয়াব লাভ হবে। অনেক সময় মুবাল্লীগ ও নাত পড়ুয়ারা উপস্থিতিদের বলে: বলুন! سُبْحٰنَ الله এটা বলানোও সাওয়াবের কাজ, আর যে পাঠ করার জন্য বলবে সেও সাওয়াবের অধিকারী হবে, আর আমরা পাঠকারীরা যদি সাওয়াবের নিয়্যতের সাথে এটাও বলি তবে অধিক উত্তম হবে, আল্লাহ পাকের যিকিরের নিয়্যতে বলবে: سُبْحَانَ الله এতেও যেই আল্লাহ পাকের নিয়্যতে سُبْحَانَ الله বলবে তার সাওয়াবও বৃদ্ধি পাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

হযরত আল্লামা আইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু: ৮৫৫ হিজরী) বলেন: কোন আশ্চর্য জিনিস দেখে اَللهُ اَكْبَر ও سُبْحَانَ الله বলা মুস্তাহাব। **(উমদাতুল ক্বারী ১৫/৩৩৫ পৃষ্ঠা)** হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিরআতে বলেন: যে ব্যক্তি سُبْحَانَ الله বা اَللهُ اَكْبَر বা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বা لَا اِلٰهَ اِلَّا الله যেভাবেই পড়বে, নফল সদকার সাওয়াব লাভ করবে। আল্লাহ পাকের যিকিরের নিয়্যতে পড়ুক বা কোন প্রয়োজনের জন্য অযিফা হিসেবে এই শব্দাবলী পাঠ করবে বা আশ্চর্য মূলক কথা শুনে سُبْحَانَ الله ইত্যাদি বলবে বা সুসংবাদ শুনে اَلْحَمْدُ لِلّٰه পাঠ করবে, যাই হোক সাওয়াব লাভ করবে কেননা আল্লাহ পাকের নাম নেয়া সর্ব অবস্থায় ইবাদত। **(মিরআত ৩/৯৮)**

মোটকথা প্রত্যেক ধরনের যিকির, অযিফা, তিলাওয়াতে কুরআন এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করা এবং একনিষ্ঠ ইবাদতে (অর্থাৎ বিশেষ ইবাদতের কাজে) পৃথক করে সাওয়াবের নিয়্যত না হলে তবুও সাওয়াব লাভ হবে, আর যদি সাওয়াবের নিয়্যত করে নেয় তাহলে সাওয়াব বৃদ্ধি হয়ে যাবে।

যিকরো দরূদ হার ঘড়ী ভীরদে যঁবা রহে,
মেরী ফুযুল গোয়ী কি আদাত নিকেল দো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম

যদি কিছু পাঠ করার পরিবর্তে চুপ থাকতে মন চাই তাহলে এতেও সাওয়াব অর্জনের পন্থা রয়েছে আর তা হলো এটাই যে, উল্টা পাল্টা চিন্তা ভাবনা করার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের স্মরণ বা মদীনা শরীফ ও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে বিভোর হয়ে যান। অথবা ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিন বা মৃত্যুর করুণ পরিণতি, একাকীত্ব কবর, তার ভয়াবহতা ও হাশরের কঠিন মুহূর্তের চিন্তায় ডুবে যান, সুতরাং এভাবেও সময় নষ্ট হবে না বরং এক একটি নিঃশ্বাস اِنْ شَآءَ الله ইবাদতে গন্য হবে। যেমনিভাবে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) কিছুক্ষণ সময়ের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। (জামে সগীর ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৯৭)

উন কি ইয়াদো মে কোহ জায়ে,
মুস্তাফা মুস্তাফা কিজিয়ে।

অমূল্য সময়ের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের দিন কিছু ঘন্টা হতে এবং ঘন্টা মিনিটের মূল, জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস অমূল্য রত্ন, হায়! এক একটি নিঃশ্বাসের গুরুত্ব যদি নসীব হয়ে যেতো যে, কখনো কোন নিঃশ্বাস যেন অহেতুক অতিবাহিত না হয়ে যায় এবং কিয়ামতের দিন জীবনের নেকীর ভান্ডার খালি হয়ে লজ্জার অশ্রু প্রবাহিত করতে

www.dawateislami.net

না হয়। শতকোটি আফসোস! এক একটি সেকেন্ডের হিসাব করার অভ্যাস হয়ে যেত যে, কিভাবে অতিবাহিত করছি, সৌভাগ্যক্রমে! জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত শুধু উপকারী কাজে ব্যয় হতো, কিয়ামতের দিন সময়কে অহেতুক কথাবার্তা ও খোশগল্পে অতিবাহিত পেয়ে কখনো যেন আফসোসই করতে না হয়।

লজ্জিত হওয়ার অনেক বড় কারণ

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আমার জীবনে অতিবাহিত হওয়া ঐ দিনের বিপরীতে কোন জিনিসের ব্যাপারে লজ্জিত হই না, যেদিন আমার নেক আমল বৃদ্ধি করা থেকে শূন্য।

সময় তরবারীর মত

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: সময় তরবারীর মত, তোমরা তাকে (নেক আমলের মাধ্যমে) কাটো, অন্যতায় (অহেতুক কথাবার্তায় ব্যস্ত করিয়ে) এটি তোমাদেরকে কেটে দিবে।

(লাওয়াকিহিল আনওয়ারুল কুদসিয়াহ ৮৩ পৃষ্ঠা)

অন্তিম শয্যায় তিলাওয়াত

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অন্তিম শয্যার সময় কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করছিলেন, এবং তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: এই সময়ও তিলাওয়াত? বললেন: আমার আমল নামা

www.dawateislami.net

গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি এতে নেকী দ্বারা ভর্তি করছি। (সাইদুল খাতের, ২২৭ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যখন ফয়যানে সুন্নাত ঘরে প্রবেশ করলো

اَللهُ اَكْبَر দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময়ও কুরআনুল করীমের তিলাওয়াতের স্পৃহা! আল্লাহ পাক আমাদেরকেও কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের আগ্রহ দান করুন, اٰمِين তিলাওয়াতের স্পৃহা লাভ ও গুনাহের অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সবসময় সম্পৃক্ত থাকুন এবং মাকতাবাতুল মদীনার ইসলামী কিতাব সমূহ অধ্যয়ন করুন, আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বলছি, পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আসার পূর্বে দুনিয়ার রঙিন ও গুনাহের উপত্যকায় বিচরণ ছিল, নামায কাযা করা, মিথ্যা, গীবত, চুগলী ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ নিয়মিত করে যাচ্ছিলো, তার জীবনের সংশোধনের পাথেয় কিছুটা এমন হয়েছিল যে, একদিন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত তার খালাতো ভাই তার ঘরে আসলো, তার সাদা কিন্তু দ্বীনি পোশাক দেখে ঘরের সকল সদস্য প্রভাবিত হলো, সে ঘরের সদস্যদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বাহার শুনালো যার দ্বারা দা'ওয়াতে ইসলামীর ভালোবাসা ঘরের সদস্যদের

www.dawateislami.net

অন্তরে বসে গেলো, এছাড়া সে একটি কিতাবও উপহার দিলো যার নাম ছিলো "ফয়যানে সুন্নাত" যখন ঐ ইসলামী ভাই ও তার ঘরের অন্যান্য সদস্যরা এই কিতাব অধ্যয়ন করলো তখন ঘরের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে লাগলো। আর একটি সময় আসলো যে, এই ঘরের সবাই দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, কিছু দিন পর যখন ঐ ইসলামী ভাইয়েরা দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত শিখা ও শিখার মাদানী কাফেলায় সফর করলো তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَرِيْم এর বরকতে তার নিজের চেহারার উপর সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্ঠি দাঁড়ি ও মাথায় পাঁগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো, আরো দয়া হলো যে, না শুধু ঐ ইসলামী ভাইয়েরা নিজে জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নিযামীতে ভর্তি হলো বরং তার সাথে তার দুই বোনও জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখায়) দরসে নিযামীর জন্য ভর্তি হয়ে গেলো।

হে আশিকানে সুন্নাতে মুস্তাফা! উপহার দেয়া ও গ্রহণ করা সুন্নাত, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ একজন অপরকে উপরহার (GIFT) দাও, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। (মুয়াত্তা ২/৪০৭, হাদীস: ১৭৩১) এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো উপহার (GIFT) দেয়ার দ্বারা ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আর যদি সেই উপহার কোনো দ্বীনি কিতাব হয় তাহলে ভালোবাসার সাথে সাথে ইলমে দ্বীনও বৃদ্ধি হতে পারে। সুতরাং মাকতাবাতুল মদীনা হতে ইসলামী কিতাব সমূহ ক্রয় করে নিজের প্রিয়জনদের এবং বন্ধুদের উপহার

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

দিন, নিজের মৃতদের ইসালে সাওয়াবের জন্য, বিবাহ, শোকসভার অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে বন্টন করুন, না শুধু বন্টন করবেন বরং নিজেও ঐ কিতাব সমূহ অধ্যয়ন করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন, اِنْ شَآءَ الله ইলমে দ্বীনের অসংখ্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী - গুনাহো সে মুজ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী
সাআদাত মিলে দরসে "ফয়যানে সুন্নাত" - কি রোযানা দু মরতাবা ইয়া ইলাহী
(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০২-১০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে মুস্তফার প্রতিপালক! আমাদেরকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার ২৫টি ঘটনা

(১) এমন কথা বলো না যে, পরবর্তীতে ক্ষমা চাইতে হয়

মেজবানে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: আমাকে সংক্ষিপ্ত কোন উপদেশ দিন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তুমি নিজের আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে, তখন বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির ন্যায় নামায আদায় করো, এমন কোন কথা বলো না যার ব্যাপারে

www.dawateislami.net

পরবর্তীতে ক্ষমা চাইতে হয়। আর লোকদের হাতে বিদ্যমান জিনিস সমূহ হতে পরিপূর্ণ ভাবে নিরাশ হয়ে যাও।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৯/১৩০, হাদীস: ২৩৫৫৭)

হাদীসে পাকের দুই অংশের ব্যাখ্যা

হাদীসে পাকের এই অংশ: এমন কোন কথা বলো না, যার ব্যাপারে পরবর্তীতে ক্ষমা চাইতে হয়, এর ব্যাখ্যায় হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: অনেক পরিপূর্ণ উপদেশ, অর্থাৎ অধিকাংশ সময় চুপ থাকো যদি কথাবার্তা বলতে হয় তবে ভালো কথা বলো, কাউকে আঘাত দেয়ার মতো কথা বলো না যে, পরবর্তীতে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হয়। চুপ থাকাটা শত শত গুনাহ হতে বাঁচিয়ে নেয় বা উদ্দেশ্য হলো যে, গুনাহের কথা বলো না যেটার দ্বারা তাওবা করতে হয়। হাদীসের এই অংশে: লোকদের হাতে বিদ্যমান জিনিসের উপর পরিপূর্ণ নিরাশ হয়ে যাও, সম্পর্কে মুফতি সাহেব বলেন: অর্থাৎ: কারো সম্পদের আশা এবং লোভ রেখো না, তোমার অন্তর ধনী (অর্থাৎ প্রশান্তি) থাকবে, তোমাকে কারো তোষামোদ করতে হবে না। **(মিরআত ৭/৫৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) আব্বুজান! আপনি বলছেন না কেন?

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام

www.dawateislami.net

যখন জমিনে তাশরীফ আনলেন তখন তাঁর অসংখ্য সন্তান সন্ততি হলো, একদিন তাঁর পুত্র, পৌত্র ও পপৌত্র সবাই তাঁর নিকট এসে একত্রিত হয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন অথচ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام চুপ রইলেন এবং কোন কথাবার্তা বললেন না। সন্তানরা আরয করলেন: আব্বুজান! কি ব্যাপার আমরা কথাবার্তা বলছি আর আপনি চুপ করে আছেন? হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام ইরশাদ করলেন: হে আমার সন্তানেরা! যখন আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর নিকট (অর্থাৎ জান্নাত) থেকে জমিনে প্রেরণ করলেন তখন আমার থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল যে, হে আদম! কথাবার্তা কম বলো, এমনকি আমার নিকট (অর্থাৎ জান্নাতে) ফিরে আসা পর্যন্ত।

(এক চুপ সো সুখ উর্দু ৫ পৃষ্ঠা, হুসনুস সামতে ফিস সামতি ১১ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো যে! বান্দার চুপ থাকাটা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, সুতরাং বিনা কারণে যারা বলে ফেলে তাদের জন্য এই ঘটনা থেকে অসংখ্য শিক্ষা রয়েছে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের সম্মানিত পিতা আবুল বশর হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর চুপ থাকার অংশ দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) আল্লাহ পাকের ভয় লাভের পদ্ধতি

হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام ইরশাদ করেন: হে পরহেযগাররা! আসো আমি তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের ভয়ের শিক্ষা দিবো, তোমাদের মধ্যে যেই এটা পছন্দ করে যে, সেই জীবিত থাকবে এবং নেক আমল দেখবে তবে তার উচিত নিজের চোখ ও জিহ্বাকে হিফাযত করা, না সেই মন্দ কাজের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না জিহ্বাকে ভুল কাজে ব্যবহার করবে। কেননা আল্লাহ পাকের দয়ার দৃষ্টি (সিদ্দিকীন) সত্যবাদীদের উপর থাকে আর তিনি তাদের কথা দ্রুত শুনেন। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে ২/৫৪৭, হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/৪০৮, হাদীস: ২৭৫০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ হলো যে, আল্লাহ পাকের ভয় লাভ ও নেক বান্দা হওয়ার জন্য চোখ ও জিহ্বাকে গুনাহ এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকেও বাঁচাতে হবে। এমনকি মিথ্যা ইত্যাদি হতে নিজেকে বাঁচিয়ে সব সময়ের জন্য সত্যবাদীতাকে নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে সত্যবাদীতা নেকীর দিকে নিয়ে যায় আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, আর নিঃসন্দেহে মানুষ সত্য বলতে থাকে এমনকি সে আল্লাহ পাকের কাছে সিদ্দিক (অর্থাৎ অনেক বড় সত্যবাদী) হিসেবে গণ্য হয়, আর নিঃসন্দেহে মিথ্যা গুনাহের দিকে

www.dawateislami.net

নিয়ে যায় আর গুনাহ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর নিশ্চয় মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এমনকি সে আল্লাহ পাকের নিকট মিথ্যাবাদী (অর্থাৎ অনেক বড় মিথ্যুক) হিসেবে গণ্য হয়।

(বুখারী ৪/১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০৯৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে জিহ্বাকে উপদেশ দিয়েছেন

প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তালবিয়া (অর্থাৎ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك) পাঠ করছিলেন এবং বলছিলেন: হে জিহ্বা! ভালো কথা বলো উপকার হবে, আর মন্দ কথাবার্তা বলা থেকে নীরবতা অবলম্বন করো নিরাপদ থাকবে, (আমার এই উভয় কথার উপর আমল করো) এর পূর্বে যাতে তোমাকে লজ্জায় পতিত হতে না হয়।

(ইহইয়াউল উলুম ৩/১৩৫)

(৫) তোমার উপর আফসোস

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: হে জিহ্বা! তোমার উপর আফসোস! ভালো কথা বলো এতে কল্যাণ রয়েছে, আর মন্দ কথা থেকে বিরত থাকো এতেই নিরাপত্তা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রবণকারীরা এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলো, তখন তিনি বললেন: আমাকে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, মানুষ কিয়ামতের দিন নিজের জিহ্বার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হবে। **(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ১/৫৭৪)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই সত্য যে, জিহ্বার মাধ্যমে ভালো কথা বলার দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন হয়, যার উপর আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে যান তাকে জান্নাত প্রদান করা হবে, আর মন্দ কথা বলার দ্বারা আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন, আর আল্লাহ পাক যার উপর অসন্তুষ্ট হন তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

জাহান্নাম সে হাম কো বাঁচা ইয়া ইলাহী!
তু জান্নাত মে হাম কো বাসা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) বলার চেয়ে চুপ থাকাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়

হযরত ইব্রাহীম বিন বাশ্শার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমরা লোকেরা একত্রিত হলাম, তখন আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে কিছু না কিছু কথাবার্তা বলেছে কিন্তু হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চুপ ছিলেন, তিনি কোন কথা বলেন নি, যখন লোকজন চলে গেলেন তখন আমি তাঁর নিকট নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করি, তখন তিনি বললেন: কথাবার্তা বোকার বোকামী এবং জ্ঞানীর জ্ঞানকে প্রকাশ করে, আমি বললাম: (আপনি তো জ্ঞানী) অতএব আপনি কথাবার্তা বলেন নি কেন? বললেন: আমার চুপ থেকে ব্যথিত হওয়াটা, কথা বলে লজ্জিত হওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয়।

(এক চুপ সো সুখ ১৮ পৃষ্ঠা। হুসনুস সামতে ফিস সামতি ৩১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ الله! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের চিন্তাভাবনাও কত সুন্দর হতো! বাস্তবিকই বলার দ্বারা মানুষের বোধশক্তি সম্পর্কে পরিচিত হওয়া যায়, আর অনেক সময় মানুষের নিকট প্রকাশিত হয়ে যায় যে, এই অর্থাৎ আলাপচারীর এতোটুকু বোধশক্তি নেই যে, কোথায়, কখন, এবং কি বলা উচিত! চুপ থেকে ব্যথিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, চুপ থাকার পর এভাবে ব্যথিত হতে পারে যে, কথাবার্তার মাঝে অমুক সময়ে আমি এই বাক্য বলে দিলে ভালো হতো এবং অমুক অমুক কথা বললেই তো মজাই লাগতো ইত্যাদি। যাই হোক কথাবার্তা বলে অনুশোচনা করার চেয়ে না বলে অনুশোচনা করা এবং খেয়ে অনুশোচনা করার চেয়ে না খেয়ে অনুশোচনা করাটাই উত্তম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) পানি ও বাতাসে বিচরণকারী ৩ বুযুর্গ

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বীহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুই বুযুর্গ ইবাদতের মাধ্যমে এমন মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন যে, পানির উপর চলতেন। একবার তিনি সমুদ্রের উপর চলছিলেন, তিনি এক বুযুর্গকে দেখলেন যিনি বাতাসে উড়ছিলেন, পানির উপর বিচরণকারী বাতাসে উড়ন্ত বুযুর্গের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ পাকের বান্দা! আপনি এই মর্যাদায় কিভাবে পৌঁছলেন? তিনি বললেন: দুনিয়ার সামান্য সামগ্রীর

www.dawateislami.net

উপর সন্তুষ্ট থেকে আমি নিজের নফসের চাহিদা ও জিহ্বাকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত রেখেছি আর ঐ সকল কাজে মশগুল হয়ে যায় যা আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমি নিশ্চুপ থাকাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছি, যদি আমি আল্লাহ পাকের উপর কোন কথার শপথ গ্রহণ করি তখন (আমি রহমতের আশা রাখি) তিনি আমার শপথ পূর্ণ করে দিবেন এবং যদি তাঁর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করি তবে তিনি আমাকে দান করবেন। (এক চুপ সো সুখ ২২ পৃষ্ঠা, হুসনুস সামতে ফিস সামতি ৩৪ পৃষ্ঠা)

জান্নাতে বৃক্ষ, মহামারী থেকে হিফাযত

اَللّٰہُ اَکْبَر বাতাসে উড়ন্ত বুযুর্গ চুপ থেকেও ইবাদতের মাধ্যমে উপকারীতা লাভ করেছে যে, যেই সময় অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে ব্যয় হতে পারতো সেটা বাঁচিয়ে তার মধ্যে আল্লাহ পাকের ইবাদতের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। হায়! আমরা ও গভীর চিন্তাভাবনা করি যেই কথা বলছি তাতে কি দুনিয়াবী বা দ্বীনি কোন উপকারীতা আছে কি নেই? যদি না থাকে তাহলে কেন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যতে سُبْحٰنَ اللّٰہ! سُبْحٰنَ اللّٰہ! পাঠ করা শুরু করছি না যে, প্রত্যেক বার سُبْحٰنَ اللّٰہ! পাঠ করার দ্বারা আল্লাহ পাকের রহমতে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপন করা হবে, আর অধিক হারে سُبْحٰنَ اللّٰہ! পাঠ করার দ্বারা তো দুনিয়ার মধ্যেও উপকারীতা রয়েছে, সুতরাং কোটি কোটি শাফেয়ীদের পথ প্রদর্শক হযরত ইমাম

www.dawateislami.net

শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি মহামারী থেকে বাঁচার জন্য তাসবীর চেয়ে অধিক উপকারী কোন জিনিস দেখিনি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৪৫ পৃষ্ঠা, বানী নম্বর ১৩৪৪০)

নোট: তাসবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করা, যেমন سُبْحٰنَ الله! বলা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুখের মধ্যে যেন কোন জিনিস রেখে দেয়া হয়েছে

হযরত ইব্রাহীম বিন বাশ্শার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বরকতময় সংস্পর্শে ৬ বছরের অধিক সময় ছিলাম, তিনি অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন আর আমাদের কাছ থেকে কখনো কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেন না বরং আমরাই গিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতাম। আমাদের এমন মনে হতো যেন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র পবিত্র মুখে কোনো কিছু দিয়ে কথাবার্তা বলা থামিয়ে দিয়েছেন।

(উয়ুনুল হিকায়ত উর্দু ১/২০৪, উয়ুনুল হিকায়ত আরবী ১২৯)

হায়! লোহার দরজার প্রতিবন্ধকতা হতো

سُبْحٰنَ الله! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের পবিত্র চিন্তাভাবনাকে শতকোটি মোবারকবাদ! নিঃসন্দেহে ঐসকল বুযুর্গ সৌন্দর্যের সম্ভার ছিলেন, কিন্তু আমরা দোষ ত্রুটিতে পূর্ণ। জিহ্বার হিফাযতের জন্য মানুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে মেলামেশা করা থেকে বাঁচার মধ্যেও

www.dawateislami.net

অনেক উপকার রয়েছে। প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের শপথ! আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার এবং লোকদের মাঝখানে লোহার একটি দরজা হতো, না আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলতাম এবং না তারা আমার সাথে কথাবার্তা বলতো, এমনকি আমি আল্লাহ পাকের সাথে গিয়ে মিলিত হতাম।

(কিতাবুল ইযলা লিইবনে আবিদ দুনিয়া মাআ মাউসুআতি, ৬/৫১১, বানী নম্বর ৫৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৯) জিহ্বার উপর রাজত্ব

কোন বুযুর্গের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা আহনাফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আপনাদের সর্দার কিভাবে হয়েছেন! অথচ না তিনি বয়সে আপনাদের সবার চেয়ে বড় আর না ধন সম্পদের দিক দিয়ে? তখন তিনি বললেন: তাঁর এই রাজত্ব নিজের জিহ্বার উপর রাজত্ব করার কারণে নসীব হয়েছে।

(আল মুসতাত্বরাফ, ১/১৪৭)

আল্লাহ্ পাক সফলতা দানকারী

হে আশিকানে রাসূল! সত্যিই যে জিহ্বা নিয়ন্ত্রন করে নিল সে নিজের শব্দাবলির বিষয়ে বাদশাহ, কিন্তু এই রাজত্ব পাওয়ার জন্য নফস শয়তানের সৈন্যকে পরাজিত করতে হবে এবং যদিও এটা কঠিন কাজ কিন্তু সত্যিকার মনমানসিকতা ও পাকাপোক্ত আগ্রহ

www.dawateislami.net

থাকে আল্লাহ পাকের রহমত ও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় সফলতা অসম্ভব নয়, চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। একটি খুব সুন্দর আরবী প্রবাদ রয়েছে: اَلسَّعْيُ مِنِّيْ وَالْاِتْمَامُ مِنَ الله অর্থাৎ: চেষ্টা শুধুমাত্র আমার পক্ষ থেকে আর সফলতা পাওয়া আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) চারজন আলিমের চারটি বাণী

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক বাদশার নিকট চারজন আলিম একত্রিত হলো, বাদশাহ তাঁদের নিকট আরয করলো: আপনারা সবাই একটি করে সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্নাঙ্গ কথা বলুন: তাঁদের মধ্যে এক আলিম সাহেব বললেন: আলিমের ইলমের ফযীলত হলো চুপ থাকা। দ্বিতীয়জন বললো: মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উপকারী কথা হলো এটাই যে, সেই নিজের স্বভাব ও জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে বুঝে সে অনুযায়ী কথা বলা। তৃতীয়জন বললো: সবচেয়ে বড় অভাবী ব্যক্তি সেই, যে না বিদ্যমান নিয়ামতের উপর তৃপ্ত হয়, না সেটার উপর ভরসা করে আর না সেটার জন্য কোন কষ্ট শিকার করে। চতুর্থজন বললো: তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং অল্প তুষ্টতা অবলম্বন করার চেয়ে বড় কোন জিনিস শরীরের জন্য আরামদায়ক নয়। (এক চুপ সো সুখ উর্দু ১৬)

www.dawateislami.net

مَاشَآءَاللّٰه চারটি বাণীই সংক্ষিপ্ত কিন্তু বৈশিষ্ট্য পূর্নাঙ্গ। আর নিজের ভিতর শিক্ষনীয় অমূল্য মাদানী ফুল গ্রহন করা হয়েছে, আরবী প্রবাদ রয়েছে: خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَ دَلَّ অর্থাৎ ভালো কথা সেটাই, যা সংক্ষিপ্ত ও দলিল ভিত্তিক বলা হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) চারজন বাদশার চারটি কথা

হযরত আবু বকর ইবনে আয়্যাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চারটি দেশ, ফারস্য, রোম, ভারত ও চীনের বাদশাহ এক জায়গায় একত্রিত হল এবং চার বাদশাহ এমন চারটি কথা বললো যেন একটি কামান হতে চারটি তীর নিক্ষেপ করা হলো, একজন বললো: আমার বলা কথার বিপরীতে আমার না বলা কথা থামানোর উপর অধিক ক্ষমতাবান। দ্বিতীয়জন বললো: যে কথা আমি মুখ থেকে বের করে দিই তা আমার পরিবেষ্টনকারী, আর যে কথা মুখ থেকে বের হয় না তখন আমিই তার পরিবেষ্টনকারী হই। তৃতীয়জন বললো: আমি বলি না বলা কথার উপর কখনো লজ্জিত হয়নি তবে যে কথা বলেছি তার উপর লজ্জিত হতে হয়েছে। চতুর্থজন বললো: আমি আলাপচারীর উপর আশ্চর্য যে, যদি ঐ কথা তার দিকে ফিরে যায় তাহলে তাকে ক্ষতি করবে আর যদি ফিরে না আসে তাহলে কোন উপকারও দিবে না। (এক চুপ সো সুখ, ১৮ পৃষ্ঠা। হুসনুস সামতে ফিস সামতি ৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

(১২) ৪০ বছর পর্যন্ত হাসেননি

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চল্লিশ (৪০) বছর পর্যন্ত হাসেননি, যখন তাঁকে বসা অবস্থায় দেখা যেতো তখন মনে হতো যেন একজন কয়েদী, যার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য আনা হয়েছে। আর যখন কথাবার্তা বলতেন তখন মনে হতো যেন আখিরাতকে চোখে দেখে দেখে বলছেন। আর যখন চুপ থাকতেন তখন এমন মনে হতো যেন তাঁর চোখে আগুন প্রজ্জলিত হচ্ছে। যখন তাঁর নিকট এমন ব্যথিত ও ভীতসন্ত্রস্থ থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলো তখন বললেন: আমার এই কথার ভয় হয় যে, যদি আল্লাহ পাক আমার কতিপয় অপছন্দনীয় আমল দেখে আমাকে শাস্তি দেয় এবং এটা বলে দেন যে, যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না, তখন আমার কি হবে। **(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৪/৫৫৫-৫৫৬, ইহইয়াউল উলুম আরবী ৪/২৩১)**

আল্লাহ পাককে ভয় করার ফযীলত

اَللّٰهُ اَكْبَر! হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র খলিফা ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তাবেয়ী বুযুর্গ আল্লাহ পাকের অলি হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র আল্লাহ পাকের ভয়ে এমন জড়োসড়ো থাকার এই ঘটনার মধ্যে আমরা গুনাহগারদের জন্য শিক্ষনীয় অসংখ্য মাদানী ফুল বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ পাককে ভয় করার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, আল্লাহ পাক ২৯ পারা সূরা মূলক আয়াত নং ১২ ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۱۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ঐসব লোক যারা না দেখে আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

হাদীসে মোবারাকা, আল্লাহ পাকের ভয় রিযিক ও হায়াত বৃদ্ধির কারণ

মুসলমানের চতুর্থ খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজের হায়াত বৃদ্ধি ও রিযিকে প্রশস্ততা এবং মন্দ মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকতে চাই সে যেন আল্লাহ পাককে ভয় করে ও অত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ১/৩০২, হাদীস: ১২১২)

আল্লাহ পাকের ভয় দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের ভয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, আল্লাহ পাকের গোপন ফয়সালা (গোপন রহস্য), তাঁর অমুখাপেক্ষীতা, তাঁর অসন্তুষ্টতা, তাঁর পাকড়াও, তাঁর পক্ষ থেকে প্রদানকৃত আযাব, তাঁর শাস্তি ও এর ফলে ঈমান নষ্ট হওয়া ইত্যাদি থেকে ভীত থাকার নামই আল্লাহ পাকের ভয়। হায় আফসোস! আমাদের যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ পাকের ভয় নসীব হতো!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

যমানে কা ডর মেরে দিল সে মিঠা কর,
তু কর খওফ আপনা আতা ইয়া ইলাহী!
তেরে খওফ সে তেরে ডর সে হামীশা,
মে থর থর রহো কাঁপতা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) নীরবতা অবলম্বনকারী ও আলাপচারী!

হযরত আবু হাতেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুই ব্যক্তি ইলম অর্জন করলো, একজন নীরবতা অবলম্বন করলো এবং অপরজন কথাবলা গ্রহণ করলো, তখন আলাপচারী নীরবতা অবলম্বনকারীর নিকট লিখল: তুমি তোমার ইলম দ্বারা কি অর্জন করেছো? অথচ জীবিকা অর্জনের জন্য জিহ্বার চেয়ে উত্তম কোন হাতিয়ার নেই, নীরবতা অবলম্বনকারী আলাপচারী ব্যক্তিকে লিখলো: তুমি নিজের ইলম দ্বারা কি যোগ্যতা অর্জন করেছো? অথচ আমি মনে করি যে, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রন রাখাটা অধিক যুক্তিযুক্ত। (হুসনুস সামতে ফিস সামতি ৪৪ পৃষ্ঠা) নিঃসন্দেহে শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে ভালো ভালো কথা বলাতে কোন ক্ষতি নেই, মন্দ কথা থেকে বেঁচে থাকাটা আবশ্যক এবং অহেতুক ও উপকার বিহীন কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। জীবিকা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলাও গুনাহ ও অহেতুক কথাবার্তা বলাও ভালো কাজ নয়।

www.dawateislami.net

(১৪) ক্ষতি গোপন করার জন্য চুপ থাকার প্রতি দৃঢ়তা

এক ব্যবসায়ীর হাজার দিনার ক্ষতি হলো, সে তার নিজের সন্তানকে বললো, দেখো এই ক্ষতির কথা কাউকে বলবে না, সন্তান বললো: আব্বুজান! এটা আপনার নির্দেশ এজন্য আমি কাউকে বলবো না কিন্তু এটি আমার ইচ্ছা যে, আপনি এই (চুপ থাকার) উপকারীতা সম্পর্কে বলুন যে, এই ক্ষতি গোপন করার সুবিধা কি? পিতা বললো: চুপ থাকা এজন্য প্রয়োজন যে, আমাদের দুটি বিপদ একসাথে বহন করতে যেন না হয় অর্থাৎ এক তো আর্থিক ক্ষতি এবং দ্বিতীয়ত প্রতিবেশীরা আমাদের ক্ষতিতে খুশি হয়ে হাসি ঠাট্টা করবে। (গুলিস্তানে সাদী, ১১৫ পৃষ্ঠা)

অপর মুসলমানের ক্ষতিতে খুশি প্রকাশ করা

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা হলো যে, কখনো যদি নিজের ক্ষতি হয়ে যায় তো বিনা প্রয়োজনে অপরকে প্রকাশ করার পরিবর্তে নীরবতা অবলম্বন করাতে নিরাপত্তা রয়েছে। কেননা হতে পারে আমাদের বলার কারণে এমন কোন ব্যক্তি জেনে যাবে, যে অজ্ঞতার কারণে আমাদের ক্ষতিতে আনন্দের বিপদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, মনে রাখবেন! কোন মুসলমানের অসুস্থতা বা মুসিবত, বা তার ক্ষতি হওয়াতে খুশি প্রকাশ করা, এটাকে শামাতাত (অন্যের দুঃখে খুশি হওয়া) বলা হয়। আর শামাতাত শরীয়তে নিষেধ, হযরত সায়্যিদুনা ওয়াসেলা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আপন ভাইয়ের বিপদে খুশি প্রকাশ করো না যে, আল্লাহ পাক তার উপর দয়া করবে এবং তোমাকে তাতে লিপ্ত করে দিবে। **(তিরমিযী ৪/২২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫১৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) নীরবতা জ্ঞানী ব্যক্তির স্বভাব!

এক জ্ঞানী যুবক যে অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল, যখন সে কখনো কোন জ্ঞানী ব্যাক্তির বৈঠকে বসতো তখন কথা বলার পরিবর্তে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখতো। একবার তাঁর পিতা তাঁকে বললো: হে আমার সন্তান! যা কিছু তুমি জানো তুমিও তা বলে দাও, তখন যুবক বললো: আমার এই কথার ভয় হয় যে, কখনো যেন এমন না হয় যে, ঐ লোকেরা আমাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করে যে সম্পর্কে আমার জানা নাই আর এতে আমাকে লজ্জিত হতে হয়। **(গুলিস্তানে সাদী, ১১৬ পৃষ্ঠা)**

ভুল মাসআলা বলা

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পেলাম যে, যখন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শ অর্জন হয় তখন জিহ্বা সংযত রাখা উচিত যে, এভাবে اِنْ شَآءَ الله তাঁদের কথাবার্তা ভালো ভাবে শুনতে এবং বুঝতে পারবো, বলতে থাকা অবস্থায় একেতো এটা হতে পারে যে, শিখা ও বুঝা থেকে বঞ্চিত হওয়া আর দ্বিতীয়ত এটাও

www.dawateislami.net

হতে পারে যে, সামনে থেকে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে আর উত্তর দিতে না পারলে। এই কথাটি মনে গেঁথে নিন যে, যখন কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা না থাকে তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল উত্তর না দেয়া উচিত। বিশেষ করে শরয়ী মাসআলা সমূহের উত্তর ততক্ষন পর্যন্ত দেয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ১০০% নির্ভুল ভাবে জানা না থাকে। নিজের অনুমান দ্বারা শরয়ী মাসআলা বলাটা নিজের আখিরাতকে বিনষ্ট করার ন্যায়, কুরআনুল করীমের ১১ পারা সূরা ইউনুস আয়াত ৬৮ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে ঐ কথা রচনা করছো যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই?

উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে যারা ভয় করে তাদের তিনটি উদাহরণ

যে লোক ইলম ব্যতীত দ্বীনি প্রশ্ন সমূহ নিজ ধারনা প্রসূত উত্তর দিয়ে থাকে তারা যেন এই আয়াতে মোবারাকা থেকে শিক্ষা (LESSON) নেয়, ঐসকল ওলামায়ে কেরাম যারা শরীয়তের বিধানাবলী জানে এবং অপরের প্রশ্নের উত্তর সমূহ দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাককে ভয় করে থাকে, তাঁদের তিনটি উদাহরণ দেয়া হলো: (১) প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে ব্যক্তি মানুষের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেয় সে পাগল। আর لَاَدْرِی (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

আমি জানি না) আলিমের ডাল স্বরূপ, কেননা যদি সে ভুল মাসআলা বলে দেয় তাহলে ধ্বংসে পতিত হবে। (২) হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আলিম সেই, যখন তাঁর নিকট প্রশ্ন করা হয় তখন সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় যে, কিয়ামতের দিন তার নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কোথ থেকে উত্তর দিয়েছ? (৩) হযরত ইব্রাহীম তামীমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে যখন কোন মাসআলা জানা হতো তখন তিনি কান্না করতেন এবং বলতেন: তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে পাওনি যে, তোমার আমার প্রয়োজন হয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম উর্দু ১/২৪১, ইহইয়াউল উলুম আরবী ১/১০০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) অপরের কথা না কাটার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা

হযরত শায়খ সাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এক জ্ঞানী ব্যাক্তির ব্যাপারে এটা শুনলাম যে, তিনি বলতেন যে, কোন ব্যক্তিও নিজের মুর্খতাকে স্বীকার করে না, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যখন কেউ অপর জনের সাথে কথা বলে তখন তার কথা শেষ হওয়ার পূর্বে মধ্যখানে নিজেই কথা বলা শুরু করে দেয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ততক্ষন পর্যন্ত নিজে কথা বলা শুরু করে না যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের কথা শেষ না হয়। (গুলিস্তানে সাদী, ১১৮)

www.dawateislami.net

অহেতুক মধ্যখানে আলাপচারী বুদ্ধিহীন হয়ে থাকে

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনায় এটা বলা হয়েছে, যে অহেতুক অপরের কথা থামিয়ে নিজে কথা বলা শুরু করে দেয় সে নিজেকে বুদ্ধিহীন হিসাবে স্বীকার করছে। অন্যতায় যে বুদ্ধিমান সেই অপরের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাঝখানে কথা বলে না। এটাও মনে রাখবেন যে, অপরের কথা কেটে নিজে কথা বলা শুরু করে দেয়া ইসলামী কথাবার্তার আদবের বিপরীত। মাকতাবাতুল মদীনার ২২ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা ইহতিরামে মুসলিম এর ২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে (আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো কথা থামিয়ে দিতেন না, যদিও কেউ অহেতুক কথা বলে তাকে নিষেধ করতেন অথবা সেখান থেকে সরে যেতেন।

(শামায়িলে তিরমিযী, ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা)

(১৭) জ্ঞানীদের জন্য চুপ থাকা জরুরী

হযরত সুলতান মাহমুদ গযনভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বিশেষ গোলামদের মধ্য থেকে কতিপয় গোলাম বাদশার এক বিশেষ খাদিমের নিকট জিজ্ঞাসা করলো যে, আজ বাদশাহ অমুক বিষয়ে তোমাকে কি বলেছে? বাদশাহ যা কিছু তোমাকে বলেছে তা আমাদের মতো লোকদের বলাটা সঠিক মনে করে না, এতে ঐ বিশেষ খাদিম বললো: বাদশাহ সালামত আমাকে এই জন্য বলেছে যে, আমার উপর তাঁর ভরসা আছে আমি ঐ কথা আর কাউকে বলবো না। **(গুলিস্তানে সাদী, ১১৮)**

www.dawateislami.net

হোয়াটস অ্যাপের বার্তা অপরকে পাঠানো

হে আশিকানে রাসূল! কথাও আমানত হয়ে থাকে, অনেক সময় কোন ব্যক্তি কাউকে কথা বলতে গিয়ে এদিক সেদিক দেখতে থাকে যে, কেউ শুনছে না তো বা যার সাথে কথাবার্তা বলছে তা অপরকে বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়, এই অবস্থায় সে কথা কাউকে না বলা উচিত। অনেক সময় সে কারো সাথে এমন কথা বলে থাকে যে, তা অপরজনকে যেমন বলা যায় না তো এখনোও অপরকে বলা যাবে না। কতিপয় লোক আপন বন্ধু ইত্যাদিকে হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া বার্তা অনায়েসে অপরকে ফরওয়্যাড করে থাকে, তাদেরও সাবধান থাকা উচিত।

কারো কথা কাউকে না বলার ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দুটি বাণী

কারো কথা কাউকে না বলা সম্পর্কে প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দুটি বাণী শুনি: (১) যখন কোন ব্যক্তি কথা বলার সময় এদিক সেদিক দেখে তখন ঐ কথা আমানত।

(তিরমিযী ৩/৩৮৬, হাদীস: ১৯৬৬)

হাদীসের ব্যাখ্যা: মিরআত এ রয়েছে: অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি তোমার সাথে একাকী কোন কথা বলে এবং কথা বলার সময় এদিক সেদিক দেখে যেন কেউ না শুনে, তখন যদিও সে মুখে না বলে যে, এটা কাউকে বলো না কিন্তু তার এই ভঙ্গীমা বলছে যে,

www.dawateislami.net

সেটা গোপন কথা। সুতরাং এটাকে আমানত মনে করো, তার রহস্য প্রকাশ করো না, কাউকে এ কথা বলো না, سُبْحٰنَ الله! কেমন পবিত্র শিক্ষা! (মিরআত ৬/৬২৯) (২) মুনাফিকের তিনটি আলামত: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, আর যখন তার নিকট আমানত রাখে তখন তা খিয়ানত করে। (বুখারী ১/২৪, হাদীস: ৩৩) অর্থাৎ যখন কেউ তাকে কোন কথার সাক্ষী বানায় তখন সে অপর লোককে বলে দেয় বা আমানত ফেরত দিতে অস্বীকার করে বা আমানত হিফাযত করে না, তা নিজে ব্যবহার করে ইত্যাদি।

(মুকাশাফাতুল কুলুব উর্দু ৯৫, মুকাশাফাতুল কুলুব আরবী ৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) নিরাপত্তা চাইলে চুপ থাকা জরুরী

হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস বিন ওবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এমন এক ব্যক্তিকে চিনতাম, যে ২০ বছর ধরে এই আশা করছিল যে, তার জীবনে কোন একদিন (তাবেয়ী বুযুর্গ) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আউন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দিন সমূহের ন্যায় নিরাপদে দিন অতিক্রম করবে কিন্তু তিনি এমন করতে পারছিলেন না, তিনি চান যে, চুপ থাকবেন না বরং কথাবার্তাও বলবেন আর জিহ্বার বিপদ থেকে এভাবে নিরাপদ থাকবেন যেভাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আউন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিরাপদ থাকেন।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৩/৫৭ পৃষ্ঠা, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৩/৪৩)

www.dawateislami.net

অনেক বড় ধোঁকা

এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, নেককার হওয়ার জন্য শুধু নেকীর আশা করতে থাকাই যথেষ্ট নয়, নেকীও করতে হবে। ইহইয়াউল উলুম এ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার মতে বড় ধোঁকা সমূহের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, মানুষ ক্ষমার আশা রেখে লজ্জাহীন ভাবে গুনাহে মশগুল থাকে এবং ইবাদত ব্যতীত আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের আশা রাখে, আর জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের ফসলের অপেক্ষায় থাকে এবং গুনাহের পর গুনাহ করা সত্ত্বেও নেককার বান্দাদের ঘর (অর্থাৎ জান্নাত) এর আশা রাখে ও নেক আমল করার পরিবর্তে সাওয়াবের জন্য অপেক্ষা করে, সীমালঙ্গন করা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের ক্ষমা লাভের আশা রাখে। অতঃপর তিনি এই পংক্তি পাঠ করেন: تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا اِنَّ السَّفِيْنَةَ لَا تَجْرِىْ عَلَى الْيَبَسِ

অনুবাদ: তোমরা মুক্তির আশা তো রাখো কিন্তু তার রাস্তার উপর চলো না, নিঃসন্দেহে নৌকা শুষ্কতায় চলে না। (ইহইয়াউল উলুম ৪/৪১৭-৪১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) হিকমত (প্রজ্ঞা) কিভাবে আসে?

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত আবু খালিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি যে, হিকমত তিনটি জিনিসের মাধ্যমে আসে: (১) চুপ থাকার মাধ্যমে (২) মনোযোগ

www.dawateislami.net

সহকারে শুনার মাধ্যমে (৩) শুনে মনে রাখার মাধ্যমে। আর তিনটি স্বভাবের কারণে হিকমতের ফল অর্জিত হয়: (১) চিরস্থায়ী ঘর (অর্থাৎ জান্নাতের) দিকে প্রত্যাবর্তন করা অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার আমল করা। (২) ধোঁকার ঘর (অর্থাৎ দুনিয়ার ভালোবাসা) হতে দূরে থাকা এবং (মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে ৭/৩৩৬, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৭/৩৩০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২০) উত্তর দেন না কেন?

কোটি কোটি শাফেয়ীদের মহান পথ প্রদর্শক হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নিকট একবার কিছু জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি চুপ রইলেন, কেউ জিজ্ঞাসা করলো হুযুর! আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুন! আপনি উত্তর দেন না কেন? বললেন: প্রথমত আমি এটা জানবো যে, আমার উত্তর দেয়াতে ফযীলত রয়েছে নাকি চুপ থাকাতে। **(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ১/১০২, ইহইয়াউল উলুম আরবী ৪৪)**

এটাই হলো বলার পূর্বে পরিমাপ করা

سُبْحٰنَ الله! এটাই হলো বলার পূর্বে পরিমাপ করা! হায়! আমরাও যদি কথা বলার পূর্বে গভীর ভাবে চিন্তা করতাম যে, যে কথাটি বলতে যাচ্ছি এর মধ্যে কি সাওয়াব পাওয়াব যাবে নাকি যাবে না? হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সাহাবী ও তাবেয়ীনগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পাঁচটি কাজে

www.dawateislami.net

ব্যস্ত থাকতেন: (১) কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত (২) মসজিদ সমূহ আবাদ করা (৩) আল্লাহ পাকের যিকির (৪) নেকীর দাওয়াত দেয়া (৫) অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। আর এর কারণ ছিল এটাই যে, তাঁরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী শুনেছিল যে, মানুষের প্রতিটি কথা (অর্থাৎ বলা) তার জন্য মুসিবত, উপকারী নয়, নেকীর দা'ওয়াত দেয়া বা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা বা আল্লাহ পাকের যিকির করা ব্যতীত। **(তিরমিযী ৪/১৮৫, হাদীস: ২৪২০, ইহয়াউল উলুম ১/১০০)**

আল্লাহ পাক কুরআন মজিদের ৫ম পারা সূরা নিসা আয়াত নং ১১৪ ইরশাদ করেন:

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি নির্দেশ দেয় দান -খায়রাত কিংবা ভালো কথা অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের।

(২১) জ্ঞানীদের বোবা থাকাটা, আজেবাজে কথা বলা থেকে উত্তম

হযরত কা'বুল আহবার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন সন্তানকে বললেন: হে বৎস! জ্ঞানীদের মতো বোবা হয়ে যাও কিন্তু মূর্খদের মতো আজেবাজে আলাপচারী হয়ো না, তোমার লালা বক্ষের উপর অস্থির হয়ে রয়েছে অর্থাৎ বলার জন্য তোমার মন অনেক চাইবে। আর তুমি নিজের জিহ্বাকে

www.dawateislami.net

অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখো এটি তোমার জন্য এই কথার চেয়ে অনন্য ও উত্তম হবে যে, লোকদের সাথে বসে তুমি অহেতুক ও উপকারহীন কথা বলবে। প্রত্যেক কাজের দলিল হয়ে থাকে, জ্ঞানের দলিল হলো চিন্তা-ভাবনা আর চিন্তা ভাবনার দলিল হলো নিশ্চুপ থাকা। প্রত্যেক জিনিসের বাহন থাকে, জ্ঞানের বাহন হলো বিনয়, তোমার মূর্খতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি জ্ঞানের বাহনকে অবলম্বন করো না, আর তোমার জ্ঞানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, মানুষ তোমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, ৬/১৩, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৬/৬)

মানুষদের নিজের অনিষ্টতা থেকে বাঁচাও

سُبْحٰنَ الله! এই ঘটনার মধ্যে অমূল্য মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে, আর শেষ "মাদানী ফুল" "তোমার জ্ঞানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, লোকজন তোমার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে" খুব সুন্দর। এরই ধারাবাহিকতায় কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হচ্ছে: আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু যর গিফারীকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইরশাদ করেন: মানুষদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখো কেননা এটি সদকা স্বরূপ, যা তুমি নিজের প্রাণের জন্য প্রদান করবে। **(বুখারী ২/১৫০, হাদীস: ২৫১৮)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: মিরআত এ রয়েছে: অর্থাৎ চেষ্টা করো যে, তোমার দ্বারা যেন কারো ক্ষতি না হয়। **(মিরআত ৫/১৮১)**

www.dawateislami.net

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অনিষ্টতাকে ছেড়ে দেয়া এমন জিনিস যার মাধ্যমে তোমরা নিজের উপর সদকা প্রদান করে থাকো অর্থাৎ কারো অনিষ্ট না করাও নেক কাজ, অথচ অসৎ কাজ করার ক্ষমতাও রয়েছে। মানুষকে সদকা করা প্রকৃত পক্ষে নিজ সত্তার উপর সদকা করা, এজন্য বলা হয়েছে যে, তোমরা নিজ সত্তার উপর সদকা করো। (আশআতুল লুমআত ৩/২০৩)

অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যার কাছ থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে, আর তোমাদের মধ্যে মন্দ ব্যক্তি সে, যার কাছ থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না এবং তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে না।

(তিরমিযী ৪/১১৬, হাদীস: ২২৭০)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশে "যার কাছ থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে" এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে মানুষের অন্তরে তার প্রতি বিশ্বাস জন্মানো যে, এই ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয় না, হলে কল্যাণই করে থাকে। হাদীসের এই অংশে: যার কাছ থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না এবং তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে না" এ

www.dawateislami.net

সম্পর্কে মুফতি সাহেব বলেন: অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে লোকজন তাকে ভয় করে যে, এই ব্যক্তি ভয়ংকর, এর কাছ থেকে বেঁচে থাকো, তার কাছ থেকে কল্যাণ পাওয়া যাবে না অনিষ্টতায় পাওয়া যাবে। (মিরআত ৬/৫৭৯)

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার তিনটি আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি হালাল আহার করে, সুন্নাতের উপর আমল করে এবং লোকজন তার ফিৎনা থেকে নিরাপদ থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক ব্যক্তি আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আজকাল অনেক লোক এমন রয়েছে, ইরশাদ করলেন: আমার পরবর্তী যুগেও হবে। (তিরমিযী ৪/২৩৩, হাদীস: ২৫২৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২২) প্রত্যেক অহেতুক কথার পরিবর্তে এক দিরহাম দান

এক বুযুর্গ বলেন যে, আমি আমার নফসের উপর অঙ্গিকার করেছি যে, আমার মুখ থেকে যে অহেতুক কথাবার্তা বের হবে আমি তার পরিবর্তে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবো, কিন্তু এটা আমার জন্য সহজ ছিলো, অতঃপর আমি নিজের উপর প্রত্যেক অহেতুক কথাবার্তার পরিবর্তে একটি নফল রোযা রাখা আবশ্যক

www.dawateislami.net

করে নিলাম, এটাও আমার জন্য সহজ ছিলো আর অহেতুক কথাবার্তা থেকে রেহাই পায়নি, এমনকি আমি প্রত্যেক অহেতুক কথাবার্তার পরিবর্তে নিজের উপর এক দিরহাম দান করাকে আবশ্যক করে নিলাম, তবে এই কাজ নফসের জন্য কঠিন হয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত আমি অহেতুক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রইলাম। (কুতুল কুলুব, উর্দু ১/৪৬১, কুতুল কুলুব আরবী ১/২০২)

২০ বছর পর্যন্ত নিয়মিত প্রচেষ্টা

এই ঘটনার মধ্যে! অহেতুক কথাবার্তা বলার অভ্যাস দূরীকরণের উত্তম ব্যবস্থাপত্র বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ যদি কোন কথাকে নিজের উপর আবশ্যক নেয় এবং সত্য অন্তরে চেষ্টা করে তবে আল্লাহ পাকের দয়ায় সফলতা এসে যায়। বলা হয়ে থাকে: مَا ثَبَتَ نَبَطَ অর্থাৎ যা জমা থাকে তাই বেরিয়ে আসে। উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, পরিপূর্ণ চেষ্টা করতে থাকার দ্বারা সফলতা লাভ হয়। ইহইয়াউল উলুম এ রয়েছে: কতিপয় বুযুর্গ বলেন: আমি ২০ বছর পর্যন্ত কুরআনুল করীম (পাঠ করার ক্ষেত্রে) কষ্ট সহ্য করেছি আর ২০ বছর পর পর্যন্ত তার উপকারীতা লাভ করেছি।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৯০২)

চেষ্টা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

হে আশিকানে রাসূল! কোন ভালো বা দ্বীনি কাজের মধ্যে সফলতা লাভ করার ক্ষেত্রে দেরী (LATE) হলে নিরাশ হওয়ার

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

পরিবর্তে ধৈর্য ও সাহসীকতার সাথে চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। চেষ্টা সম্পর্কে ২১ পারা সূরা আনকাবুত ৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন রাস্তা দেখাবো।

আল্লাহ পাকের পথে চেষ্টা কারীদের জন্য সুসংবাদ

"সিরাতুল জিনান" এ রয়েছে: এই আয়াতের অর্থ অনেক ব্যাপক, এ জন্য মুফাসসিরীনে কেরাম এর বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে চারটি বাণী বর্ণনা করা হচ্ছে: (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: এই (পবিত্র আয়াতের) অর্থ হলো এটাই যে, যারা আমার অনুসরন করার চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে নিজের সাওয়াবের রাস্তা দেখাবো (২) হযরত জুনাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এর অর্থ হলো এটাই যে লোক তাওবা করার চেষ্টা করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে একনিষ্টতার রাস্তা দেখাবো। (৩) হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এর অর্থ হলো এটাই, যে লোক ইলম অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে আমি অবশ্যই তাকে আমলের রাস্তা দেখাবো (৪) হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এর অর্থ হলো এটাই, যে সুন্নাতকে জীবিত করার চেষ্টা করবে আমি তাকে জান্নাতের রাস্তা দেখাবো।

(তাফসীরে মাদারিক ৮৯৯, তাফসীরে খাযিন ৩/৪৫৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এই আয়াতে করীমা শরীয়ত ও তরিকতের একত্রিকরণ অর্থাৎ যারা তাওবায় চেষ্টা করবে তাকে একনিষ্ঠতার, যে ইলমে দ্বীনের মধ্যে চেষ্টা করবে তাকে আমলের, যে সুন্নাত অনুসরণের চেষ্টা করবে তাকে জান্নাতের রাস্তা দেখাবো, আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছার এতোগুলো রাস্তা রয়েছে যতোগুলো সকল সৃষ্টির নিঃশ্বাস রয়েছে। (সিরাতুল জিনান ৭/৪০৯ -৪১০)

কম মেধাসম্পন্ন ছাত্র অনেক বড় ইমাম হয়ে গেল (ঘটনা)

কোটি কোটি হানাফীদের পথ প্রদর্শক হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন শিষ্য হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলেন: তুমি তো অনেক কম মেধাসম্পন্ন (LESS INTELLIGENT) ছিলে কিন্তু তোমার চেষ্টা ও স্থায়ীত্ব তোমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। (রাহে ইলম ৫৩) আরবীতে প্রবাদ রয়েছে: مَنْ جَدَّ وَجَدَ অর্থাৎ যে চেষ্টা করেছে সে সফল হয়েছে।

বাদশাহ ও পিঁপড়া (ঘটনা)

বর্ণিত রয়েছে, এক বাদশাহ কোন এলাকা বিজয় লাভ করার জন্য ছয় বারের অধিক আক্রমন করে কিন্তু সে ঐ এলাকা বিজয় লাভ করতে অকৃতকার্য হয়। যখন তার সর্বশেষ আক্রমনও ব্যর্থ হলো তখন সে ক্লান্ত হয়ে হতাশ অবস্থায় কক্ষের মধ্যে আরাম করার উদ্দেশ্য শয়ন করলো। ধারাবাহিক অকৃতকার্য হওয়া আক্রমন

www.dawateislami.net

সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে করতে হঠাৎ তার দৃষ্টি কক্ষের দেয়ালের উপর আরোহণকৃত এক পিঁপড়ার উপর গিয়ে পড়লো। যে বারবার পড়ে যাওয়ার পরেও আরোহণ করার ইচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছিল না, কয়েকবার তো দেয়াল (WALL) এর শেষ পর্যায়ের অনেক নিকটবর্তী গিয়ে পৌঁছে যায় কিন্তু পূনরায় নিচে পড়ে যেতো এবং দ্বিতীয়বার দেয়ালের উপর আরোহণের চেষ্টায় লেগে যেত, শেষ পর্যন্ত ১২ বারের অধিক চেষ্টার পর সে নিজের উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেলো। বলা হয়ে থাকে যে, এই বাদশাহ পিঁপড়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা দেখলো তখন সে বুঝতে পারলো যে, চেষ্টাই সাফল্যের চাবিকাটি, এরপর ঐ বাদশাহ নতুন উদ্দীপনা ও স্পৃহা নিয়ে পূনরায় আক্রমন করলো এবং নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন করলো।

ওয়হ কোনসা ওকদাহ হে জু ওয়া হো নেহী সাকতা,
হিম্মত করে ইনসান তু কিয়া হো নেহী সাকতা।

শব্দের অর্থ: ওকদাহ = অঙ্গিকার, গিট। ওয়া = উন্মোক্ত, প্রশস্থ

পংক্তির উদ্দেশ্য: সেটা কোন গিট যা খোলতে পারে না, মানুষ সাহস করে তখন সেটা কোন কাজ যা হতে পারে না।

বিড়াল বিস্ময়করকাজ করে দিল!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত শা'বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (বনু উমাইয়া সাম্রাজ্যের গভর্নর) যিয়াদের গোলাম ও গার্ড আজলান আমাকে

www.dawateislami.net

বললো যে, যিয়াদ যখন ঘর থেকে বের হতো তখন আমি তার আগে আগে মসজিদে পর্যন্ত যেতাম আর মসজিদে প্রবেশ করার পরও তার বৈঠকখানা পর্যন্ত আগে আগে চলতাম, একদিন বৈঠক খানায় প্রবেশ করলে এক বিড়ালকে (CAT) দেখা গেলো যে ঘরের এক কোণে বসে ছিল, আমি তাকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য গেলাম, যিয়াদ বললো: তাকে ছেড়ে দাও, দেখি সে কি করে। অতঃপর তিনি যোহরের নামায আদায় করে ফিরে আসলেন। অতঃপর আমরা আসরের নামায আদায় করে বৈঠকখানায় ফিরে আসলে তখন বিড়ালকে সেখানে উপস্থিত পেলাম, সূর্য অস্ত্র যাওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে একটি ইঁদুর বের হলো, বিড়াল ঝাপটা দিয়ে তাকে পাকড়াও করলো, যিয়াদ বললো: যার কিছু প্রয়োজন হয় তবে সে যেন এই বিড়ালের মতো খুব দৃঢ়ভাবে তাতে লেগে থাকে অর্থাৎ চেষ্টা অব্যাহত রাখে তাতেই সে সফলতা লাভ করবে। اِنْ شَآءَ الله

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে ৪/৩৯৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৩) তুমি তোমার চুপ থাকার উপর গর্ব করো

হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে আমার সন্তান! যখন লোকজন নিজের খুব সুন্দর কথাবার্তার উপর (অর্থাৎ সাজানো গোছানো) গর্ব করে তখন তুমি তাদের সাথে মিলিত হয়ো না বরং ঐ সময় তুমি নিজের চুপ থাকার উপর গর্ব করো। **(আল মুসতাত্বরাফ ১/১৪৭)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

চুপ থাকার মধ্যে পূর্ণতা

হে আশিকানে রাসূল! হযরত লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র হিকমতপূর্ণ মাদানী ফুলের ব্যাপারেও কি বলব। সত্যিই বাস্তবতা এটা যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মজাদার খুব সুন্দর শব্দাবলী দ্বারা সজ্জিত কথাবার্তা বলা কখনো পূর্ণতা নয়, পূর্ণতা তো এটাই যে, অহেতুক কথাবার্তা বলার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মানুষ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নীরবতা অবলম্বন করে। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও নীরবতা সম্পন্ন পূর্ণতা দান করুন। اٰمِين সাওয়াব থেকে শূন্য, খুব সুন্দর কথাবার্তা কোন কাজে আসবে না, হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তুমি কখনো এমন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছো যার কথাবার্তার মধ্যে (আরবী নিয়ম অনুযায়ী) একটি হরফও ভুল নয় কিন্তু তার আমল সমূহ ভুলে ভরে গিয়েছে। **(মুসনদে ইব্রাহীম বিন আদহাম, ৩৩, বাণী নম্বর ২৪)** হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা নিজেদের কথাবার্তাকে সুন্দর করেছি আর তাতে কোন ভুল করিনি কিন্তু নিজের আমল সমূহের মধ্যে ভুল করলে তা সংশোধন করি না। **(আল মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ১/৩৩২, বাণী নম্বর ৮৫১)**

(২৪) পাখি বলে ফেঁসে গেলো

হযরত মাখলাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে অধিকাংশ সময় চুপ থাকতো, বাদশাহ তার কারণ জিজ্ঞাসা করার জন্য কাউকে তার নিকট পাঠালো কিন্তু সে

www.dawateislami.net

কোন কথা বললো না, অতঃপর বাদশাহ লোকদের সাথে তাকে শিকার করার জন্য পাঠালো সম্ভবত শিকার দৃষ্টি গোচর হলে সে বলবে, লোকজন একটি পাখিকে দ্রুত উড়ে যেতে দেখলো তখন দ্রুত তার দিকে বাজ পাখি প্রেরণ করলো যেটি গিয়ে তাকে পাকড়াও করে নিল। এটা দেখে ঐ ব্যক্তি বললো: প্রত্যেক জিনিসের জন্য নীরবতায় ভালো (তাতে নিরাপত্তা) এমনকি পাখির জন্যও। (এক চুপ সো সুখ (খামুশি কে ফাযায়িল) ২২)

(২৫) "অনেক আফসোস হয়েছে" বলা

হুযুর মুফতি আযম হিন্দ (আলা হযরতের শাহজাদা) মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যেই বাক্যই মুখ দিয়ে বের হতো তা সঠিক বের হতো, যখনই কারো ব্যাপারে শুনতো যে তার ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে তখন তাড়াতাড়ি ক্ষমা প্রার্থনার দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন। এভাবে অনেক চিঠিও হযরতের খেদমতে আসতো, একবার কারো সমবেদনা মূলক চিঠির উত্তর লিখতে হচ্ছিলো, মুফতি মুজিবুল ইসলাম সাহেবকে বললেন যে, উত্তর লিখুন, আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি, সুতরাং মুফতি সাহেব উত্তরে লিখলেন যে, আপনার চিঠি পেলাম শাহজাদার ইন্তেকালের সংবাদ পড়ে অনেক আফসোস হলো, হযরত উত্তর শুনার পর দ্রুত বললেন, অনেক আফসোস তো হয়নি, হ্যাঁ আফসোস হয়েছি। (জাহানে মুফতি আযম ৩১৯)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! এটাই ছিল আল্লাহ পাকের অলি ও সত্যিকারের আশিকে রাসূলের লিখনী ও বলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন। আমাদেরও সাবধানতার সাথে কথাবার্তা বলার অভ্যাস গড়া উচিত, যেমন কারো পিতার ইন্তেকালে এই ধরনের শব্দাবলী বলা যে, আপনার আব্বুর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে খুব নাড়া দিল, অনেক অনুশোচনা হলো, আমি খুব ব্যথিত হলাম, আমার খুব আফসোস হলো, এই সকল বাক্যের ক্ষেত্রেও গভীর মনোযোগের বিষয় যে, যদি অন্তরের অবস্থা এমন না হওয়া সত্ত্বেও কেউ ইচ্ছা করে এমন বাক্য বলে তবে মিথ্যা বললো এবং গুনাহগার এবং আযাবের অধিকারী হবে।

"সীমাহীন জ্বর" বলা কেমন?

হুযুর মুফতি আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন সম্মানীত পিতা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বদান্যতায় বলা ও লিখার ক্ষেত্রে সাবধানতার প্রশিক্ষণ অর্জিত হয়েছিল, হুযুর আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও খুবই সাবধানতার সাথে শব্দাবলী ব্যবহার করতেন, সুতরাং "মলফুযাতে আ'লা হযরত" ৩২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আসরের পর কোন এক ব্যক্তি একজন অসুস্থ ব্যক্তির আলোচনার সময় (আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে) আরজ করলো যে, সীমাহীন জ্বর, এতেই তিনি বললেন: সীমাহীন জ্বর এর অর্থ হলো এটাই যে, তার কোন সীমা নেই! কখনো সারবেই না! আপনি

www.dawateislami.net

নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছেন, অতঃপর বললেন: সূরা মুজাদালা, যা ২৮ পারার প্রথম সূরা, আসরের পর তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করে নিন।

হে মোস্তফার প্রতিপালক! আমাদেরকে নিজের মূল্যবান সময়ের মূল্যায়নকারী বানাও, অহেতুক কাজ ও অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচাও এবং সারা জীবন নেকী সমূহ করতে থাকা ও গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াসেতে হো
কর ইখলাস এইসা আতা ইয়া ইলাহী!

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

রমযান শরীফ ১৪৪৩ হিজরী
এপ্রিল ২০২২

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/প্রকাশকাল
১	কুরআন শরীফ	আল্লাহ পাকের বাণী	
	কানযুল ইমান অনুবাদ	আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৪৩হিঃ

তাফসীরের কিতাব

৩	তাফসীরে তাবরী	আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৪	তাফসীরে বাগ'ভী	ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
৫	তাফসীরে দুররে মুনসুর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
৬	তাফসীরে খাযিন	আল্লামা আলাউদ্দিন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মিসর ১৪১৭ হিঃ
৭	তাফসীরে রুহুল বয়ান	শায়খ ইসমাঈল হক্কী বারোসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত,
৮	তাফসীরে আবু সাউদ	আল্লামা আবু সাঈদ মুহাম্মদ বিন মুস্তাফা আমাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ফিকির বৈরুত,
৯	তাফসীরে মাদারিক	আল্লামা আবুল বারকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন মাহমুদ নাসাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
১০	তাফসীরে সাভী	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
১১	তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	আল্লামা সায়্যিদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪২৯হিঃ
১২	তাফসীরে সিরাতুল জিনান	মুফতি আবু সালেহ মুহাম্মদ কাসেম কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৫ -১৪৩৭হিঃ

www.dawateislami.net

হাদীসের কিতাব

১৩	সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
১৪	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হিজাজ কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কিতাবুল আরবী, বৈরুত, ১৪২৭হিঃ
১৫	সুনানে তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
১৬	সুনানে নাসাঈ	ইমাম আহমদ বিন শায়িব নাসাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
১৭	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম সুলাইমান বিন আশ'আশ সাজাস্তানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
১৮	সুনানে ইবনে মাজাহ্	ইমাম মুহাম্মদ বিন যায়িদ কযভিনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
১৯	মুয়াত্তা ইমাম মালিক	ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
২০	মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
২১	শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাঈন বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
২২	আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	আল্লামা শেরভিয়্যা বিন শেহেরদার দায়লামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৬হিঃ
২৩	মু'জামু কাবির	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
২৪	মু'জামুস সগীর	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
২৫	শরহুস সুন্নাহ্	ইমাম আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন বিন মাসউদ বাগভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ

www.dawateislami.net

২৬	মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম সানআয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
২৭	আযযুহুদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল গদীল জাদীদ, মিশর, ১৪২৬হিঃ
২৮	আল ইহ্সান বিতারতিবে ছহীহ্ ইবনে হিব্বান	আল্লামা আমীর আলা উদ্দীন আলী বিন বিলবান ফারসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
২৯	জামে সগীর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
৩০	মিশকাত	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতিব তিবরীযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ
৩১	হিলিয়াতুল আউলিয়া	আল্লামা আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৩২	আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে	মুতারজামিন শোবায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩১-১৪৩৬ হিঃ
৩৩	কিতাবুত তাওবা	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	আল মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
৩৪	হুসনুস যন্নে বিল্লাহে	//	//
৩৫	আস সামতু	//	//
৩৬	আমল আল ইয়ামি ওয়াল লাইলাতি	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ আল মায়ারুফ ইবনে সুন্নি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারু ইবনে হাযম বৈরুত ১৪২৭ হিঃ
৩৭	মুসনাদে ইব্রাহীম বিন আদহাম	হাফেয মুহাম্মদ ইসহাক আল মারুফ বিইবনে মুনদারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল কুরআন

হাদীসের ব্যাখ্যার কিতাব

৩৮	আল ইসতিযকার	ইমাম ইউসূফ বিন আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাররা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
৩৯	আত তামহীদ	ইমাম ইউসূফ বিন আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাররা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ

www.dawateislami.net

৪০	**ফাতহুল বারী**	ইমাম হাফেয আহমদ বিন আলী ইবনে হাজার আসকালীনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
৪১	**ফয়যুল কদীর**	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
৪২	**আত তাইসির**	//	মাকতাবা ইমাম শাফেয়ী রিয়াদ ১৪০৮ হিঃ
৪৩	**আশ'আতুল লুম'আত**	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	কোয়েটা ১৪৩১ হিঃ
৪৪	**মিরকাতুল মাফাতিহ**	আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৪ হিঃ
৪৫	**আস সিরাজুল মুনীর**	আল্লামা আলী বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আযীযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মাকতাবাতুল ঈমান মদীনা মনোওয়ারা
৪৬	**মিরাতুল মানাজিহ**	মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
৪৭	**নুযহাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী**	মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর ১৪২১ হিঃ

ফিকাহের কিতাব

৪৮	**ফাতোয়ায়ে রযবীয়া**	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	**রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর ১৪১২-১৪২৩ হিঃ**
৪৯	**বাহারে শরীয়ত**	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী, ১৪৩৭হিঃ
৫০	**গীবত কি তাবাহ কারীয়াহ**	আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী, ১৪৩০হিঃ

ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ

৫১	**শামায়িলে তিরমিযী**	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
৫২	**তারিখে বাগদাদ**	হাফেয আবু বকর আহমদ বিন আলী মারুফ বা খতিবে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ

www.dawateislami.net

৫৩	ইবনে আসাকির	আল্লামা আবুল কাসেম আলী বিন হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৬ হিঃ
৫৪	আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা	হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজার আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৫হিঃ
৫৫	মানাকিবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল হানাজিহ মিশর ১৩৯৯ হিঃ
৫৬	সিরাতে ইবনে আব্দুল হাকীম	আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাকতাবা ওয়া হাবা
৫৭	তাযকিরাতুল আউলিয়া	শায়খ ফরিদুদ্দিন মুহাম্মদ আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান
৫৮	আল মলফুয	মুফতি আযম হিন্দ মুস্তাফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৬ হিঃ
৫৯	জাহান মুফতি আযম	আল্লামা মুহাম্মদ আহমদ মিসবাহী আযমী, আল্লামা আব্দুল মুবীন নোমানী মিসবাহী, মাওলানা মাকবুল আহমদ সালেক মিসবাহী	যিয়া একডেমী মুম্বাই

সূফীবাদ ও নৈতিকতা বিষয়ক কিতাব

৬০	আদাবুত দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন	আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবীবুল মাওয়াদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৮হিঃ
৬১	কাশফুল মাহযুব	হযরত আলী বিন ওসমান হাজভীরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	লাহোর
৬২	কু'তুল কুলুব	শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
৬৩	কু'তুল কুলুব (উর্দু)	মুতারজামিন শোবায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৪ হিৎ
৬৪	তাম্বীহুল মুগতারীন	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল মারেফা বৈরুত ১৪২৫ হিঃ
৬৫	ইহইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারু সাদের বৈরুত ২০০০ ইং
৬৬	ইহইয়াউল উলুম(উর্দ্দু)	মাতারজামিন শোবায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৩ -১৪৩৬ হিঃ

www.dawateislami.net

৬৭	মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত,
৬৮	মিনহাজুল আবেদীন (উর্দু)	মুতারজামিন শোবায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৮ হিঃ
৬৯	ইত্তেহাফুস সাদাতে মুত্তাকীন	আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হুসাইনী যুবাইদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত,
৭০	লাওয়াকিহুল আনওয়ারে কুদসিয়্যা	ইমাম আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ হানাফী শায়ারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত,
৭১	আল মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম	হাফেয আবু বকর আহমদ বিন মারওয়ান দিনূরী মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২১ হিঃ
৭২	হাদিকায়ে নাদিয়া	আল্লামা আব্দুল গণী নাবলসী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	পেশাওয়ার
৭৩	ইসলাহে আমাল (তরজুমা হাদিকায়ে নাদিয়া)	মুতারজামিন শোবায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ (দাওয়াতে ইসলামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩১ হিঃ
৭৪	তাম্বীহুল গাফেলীন	ফকীহ আবু লাইস নাসির বিন মুহাম্মদ সামারকান্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	পেশওয়ার ১৪২০ হিঃ
৭৫	আল ক্বাউলুল বদী	ইমাম হাফেয মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাওসুসাতুর রিয়ান ১৪২২ হিঃ
৭৬	মাসনবী মাওলভী মাওনভী	মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইনতিশারাতু ইরান ইয়ারান ১৩৯০ হিঃ
৭৭	মুকাশাফাতুল কুলুব	মানসুব বা ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
৭৮	হুসনুস সামতে ফিস সামত	ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	**দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪০৭ হিঃ**
৭৯	এক চুপ সো সুখ (তরজুমা হুসনুস সামতে)	মুতারজামিন শোবায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩১ হিঃ
৮০	বাতেনী বিমারীও মায়ালুমাত	মুয়াল্লিফিন শোবায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৫ হিঃ
৮১	আল মিনানুল কোবরা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ বিন আলী আহমদ শায়ারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২৬ হিঃ

www.dawateislami.net

৮২	হুসনে হাসিন	ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনে জাযুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	আল মাকতাবাতুল আসরিয়া ১৪২৬ হিঃ
৮৩	আল হারযুছ ছামেন	আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	রিয়াদ ১৪৩৪ হিঃ
৮৪	সৈয়দুল খাতের	ইমাম আব্দুর রহমান বিন ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাকতাবায়ে নাযারে মুস্তাফা আল বায
৮৫	সরুরুল কুলুব	আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	শাব্বির ব্রাদার্স, ১৪০৫হিঃ
৮৬	আল মাম্বাহাত	হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	পেশওয়ার
৮৭	আল মুসতারাফ	আল্লামা শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ মাহাল্লী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
৮৮	দ্বীন ও দুনিয়া কি আনুকি বাতে (তরজুমায়ে মুসতারাফ)	মুতারজামিন শোবায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৮ হিঃ
৮৯	উয়ুনুল হিকায়াত	ইমাম আব্দুর রহমান বিন জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২৬ হিঃ
৯০	উয়ুনুল হিকায়াত (উর্দু)	মুতারজামিন শোবায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪২৮ হিঃ
৯১	গুলিস্তানে সাদী	শেখ সাদী শিরাজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইনতিশারাতে আলমগীর কিতাব খানা ইরান
৯২	রাহে ইলম	মাওলানা আলী আসগর আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩১ হিঃ

অভিধান গ্রন্থ

৯৩	কিতাবুত তারিফাত	আল্লামা সৈয়দ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ জুরযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	দারুল মানার লেবানন

কাব্যগ্রন্থ

৯৪	যওখে নাত	আল্লামা মাওলানা হাসান রযা খাঁন বেরলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীন করাচী ১৪৩৯ হিঃ
৯৫	ওয়াসায়িলে বখশিশ	আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীন করাচী ১৪৩৭ হিঃ

www.dawateislami.net

জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে [১]

২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৩ হিঃ / ০২-১১-২০২১

হাম পে মাওলা কা ফযল ও করম হো গিয়া, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
মারহাবা! হোগেয়ী রহমতে মোস্তাফা, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
হার তরফ ইলম কা নূর বাড়নে লাগা, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
কম হে জিতনা করে শুকর রব কা আদা, [২] জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
জু ইহা আ'কে তালিম হাসিল করে, তেরা লুতপো করম উচ পে দায়েম রহে
উস কা সিনা খযিনা বনে ইলম কা, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
জামেয়াতুল মদীনা মে পড়তে হে জু, ইয়া খোদা! হাফেযা উন কা মজবুত হো
ওহ না উকতায়ে উন কা রহে দিল লাগা, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
জামেয়াতুল মদীনা মে পড়নে কো জো, আয়ে খুব উস কা ঈমান মজবুত হো
ইশকে আহমদ কি সওগাত ওহ পায়ে গা, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
জামেয়াতুল মদীনা কা হার মুনসালিক, নেকীয়োঁমে হামীশা রহে মুনহামিক
ইয়া ইলাহী! গুনাহো সে উস কো বাঁচা, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
আলেমে দ্বীন বনো দিল লাগা কর পড়ো, রব কি রহমত সে তুম আচ্ছে মুফতি বনো
খুব খেদমত করো দ্বীন কি তুম সদা, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
তুম ইয়াহা আকে পাও গে ইশকে নবী, আলও আসহাব কি চাহ বাড় জায়ে গী
আও পাও গে তুম উলফত আউলিয়া, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
তালেবে ইলম জো বিহ মুবাল্লীগ বনে, খা'ব মে মুস্তাফা কি যিয়ারত করে
ইয়া খোদা! উস সে রাযী তো রেহনা সদা, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
হার মুদাররিস কো আওর তালেবে ইলম কো, মাওলা মক্কে মদীনে কা দীদার হো
আজ পায়ে গাউছ ও খাজা ও আহমদ রযা, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে
জামেয়াতুল মদীনা কি জো খিদমত, করতে হে উন পে আল্লাহ কি রহমতে
খুব বরসি ইয়ে আত্তার কি হে দোয়া, জামেয়াতুল মদীনা কি কিয়া বাত হে

---

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰه জামেয়াতুল মদীনার ২৫ বছর পূর্তি হওয়ায় তাতে রজতজয়ন্তী আনন্দের মুহূর্তে এই পংক্তি গুলো লিখা হয়েছিল।

(২) কবিতার দ্বিতীয় অংশটি অপর ইসলামী ভাইয়ের জন্যও উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ

www.dawateislami.net

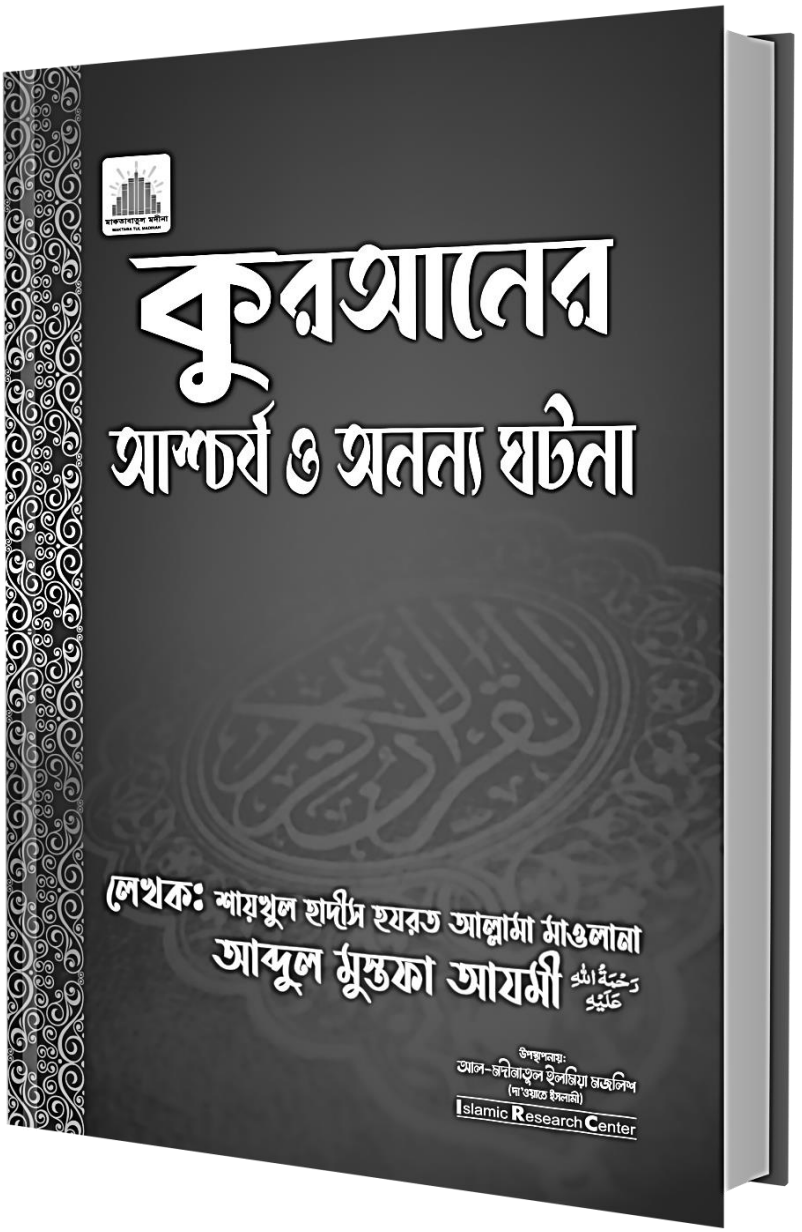

www.dawateislami.net

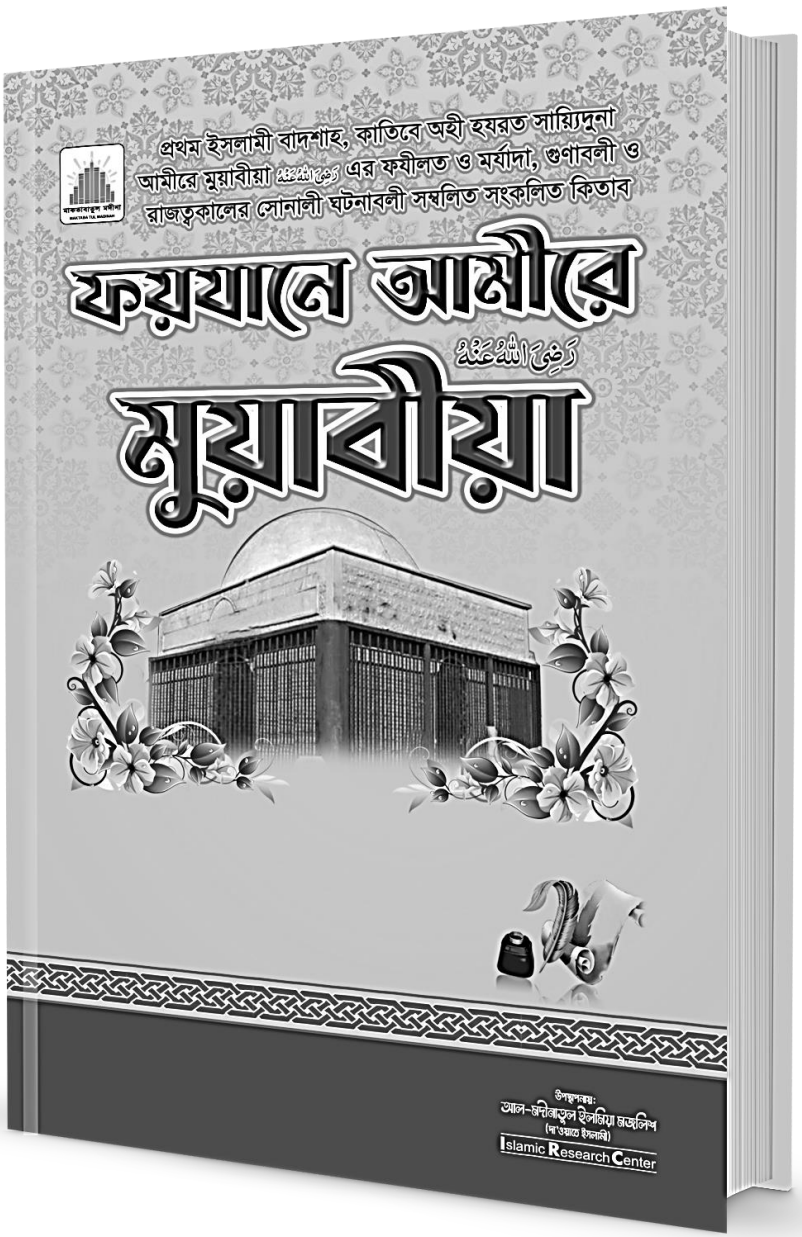

www.dawateislami.net

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين

শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার

ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে জিহ্বা শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। (ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা) হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে তাঁর মালিক বললেন: ছাগল জবেহ করে এর সবচেয়ে উত্তম দুটি অংশ নিয়ে আসুন, তিনি জিহ্বা ও হৃদপিণ্ড বের করে নিয়ে আসলেন। কিছু দিন পরে মালিক আবারো বললেন: ছাগল জবেহ করে এর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অংশ নিয়ে আসুন, তিনি পুনরায় জিহ্বা ও হৃদপিণ্ড নিয়ে উপস্থিত হলেন, মালিক জিজ্ঞাসা করলে হযরত লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: যদি জিহ্বা ও অন্তর (হৃদপিণ্ড) ঠিক থাকে তবে এগুলো সবচেয়ে উত্তম আর যদি এগুলো বিকৃত হয়ে যায় তবে এগুলো থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু কোথাও নেই। (তাফসীরে খাযিন, ৩য় খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net